নতুন মুসলিমদের জন্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

নতুন মুসলিমের জন্য একটি শিক্ষণীয় পাঠ্যক্রম

Osoul Center
www.osoulcenter.com
Rabwah

নতুন মুসলিমদের জন্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

নতুন মুসলিমের জন্য একটি শিক্ষণীয় পাঠ্যক্রম

مركز أصول
Osoul Center
www.osoulcenter.com

- সেন্টার এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করেছে এবং তার ডিজাইন করেছে।
- সেন্টার যে কোনো উপায়ে এই সংস্করণটি মুদ্রিত করার এবং প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করছে, তবে শর্ত হলো এই যে, উৎস উল্লেখ করতে হবে এবং পাঠ্য বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করা চলবে না।
- অনুমোদিত মুদ্রণের ক্ষেত্রে, ওসূল সেন্টারের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী বা অনুসারী করেছেন, শান্তির পথে পরিচালিত করেছেন এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান ও শান্তি প্রদান করুন। অতঃপর: আমরা আপনার কাছে এই পাঠ্যক্রমটি উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত। এই পাঠ্যক্রমটি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পরিচয় এবং তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বাহ্যিক কর্ম সাধনের জরুরি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে। যাতে আপনার প্রকৃত ধর্ম ইসলামের সঠিক ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের বিষয়ে একটি চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে এবং আপনাকে প্রকৃত ইসলামের বিভিন্ন কর্ম বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এই পাঠ্যক্রমটি আপনার জন্য নিম্নের বিষয়গুলি উত্থাপন করবে:

১। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং তার মৌলিক বিষয়।

২। পবিত্র কুরআনের সাধারণভাবে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের কয়েকটি ছোটো ছোটো সূরার তাফসীর বা ভাবার্থ।

৩। ফরজ উপাসনা বা ইবাদতের সংক্ষিপ্ত বিধিবিধানের ব্যাখ্যা।

৪। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক লেনদেন, জাগতিক প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতির বিধিবিধান এবং চারিত্রিক বিষয়ের আদবকায়দার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

এই পাঠ্যক্রমের অধ্যায়গুলিকে একটি শিক্ষাগত পরিকল্পনা অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। অতএব প্রতিটি অধ্যায়কে ছয় দিনে বিভক্ত করা হয়েছে। এর সাথে সাথে প্রতিটি পরিচ্ছেদের সময়কাল নির্ধারিত করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমটি শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে, তাতে কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুশীলন উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই বিষয়টি নতুন মুসলিমকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মনে রাখার ক্ষেত্রে এবং সেগুলিকে উপলব্ধি করার কাজে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থী যেন প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে; তাই প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে মূল্যায়নমূলক কতকগুলি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের জ্ঞান লাভের স্তর অনুভব করতে পারবে। আর এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে নতুন মুসলিমের জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রাখা হয়েছে তার শিক্ষা প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং এই পাঠ্যক্রমটি যেন সে সহজে বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, নিম্নের বিবরণ মোতাবেক:

এই রঙটি এই জ্ঞান লাভের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে এবং এই পরিচ্ছেদের শেষে একটি প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থাপন করে।

এই নোটটি পাঠ্য বিষয়ের একটি শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে

আলোচনা করুন

এই অনুচ্ছেদটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আলোচনার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এই আলোচনার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয় খুঁজে বের করার ক্ষমতা তৈরি করা।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

পাঠ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞান বৃদ্ধির উপকরণ, (Osoul center) ওসূল সেন্টার দ্বারা প্রযোজিত।

অনুশীলন

এর মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপরে নির্ভর করে জ্ঞানের বিষয় খুঁজে বের করা অথবা জ্ঞানের বিষয় মুখস্থ করার কর্ম সাধন।

আপনাকে এই আনন্দদায়ক শিক্ষামূলক যাত্রায় স্বাগত জানাই... ।

শিক্ষা পরিকল্পনা

আসর	কতকগুলি পরিচ্ছেদ	সময়
	প্রথম দিন	
প্রথম আসর	ভূমিকা ১. পরিচয় লাভ করা এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করা ২. আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন: (আমরা কারা? আমরা কোথায় যাবো?) ৩. মহান আল্লাহর পথে পরিচালিত হওয়া হলো মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা অনুগ্রহ।	১০ মিনিট
	প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ১. প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পরিচয় কী? ২. প্রকৃত ইসলাম ধর্ম আমি কেন গ্রহণ করবো? ৩. প্রকৃত ইসলাম একটি সর্বজনীন বিশ্বধর্ম ৪. প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয় ৫. প্রকৃত ইসলামই হলো সর্বশেষ ধর্ম ৬. বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ৭. প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সর্বোচ্চ সম্মান বা সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের মানদণ্ড ৮. প্রকৃত ইসলাম ধর্মের জ্ঞান লাভ করা এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের স্তম্ভগুলির জ্ঞান লাভ করা	৩০ মিনিট
	কিভাবে আমি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো? ১. দুইটি সাক্ষ্য প্রদান করা ২. দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ৩. দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ	২০ মিনিট
	বিরতি	
দ্বিতীয় আসর	আমি কিভাবে ওজু করবো? (বাস্তবরূপে)।	২০ মিনিট
	আমি কিভাবে নামাজ পড়বো? (বাস্তবরূপে)।	২০ মিনিট
	সূরা ফাতিহা মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা।	২০ মিনিট

প্রথম দিনের স্মারকলিপি

....

....

....

....

....

আসর	কতকগুলি পরিচ্ছেদ	সময়
	দ্বিতীয় দিন	
প্রথম আসর	**ইমানের তাৎপর্য কী?** ইমানের স্তম্ভসমূহ ১. মহান আল্লাহর প্রতি ইমান। ২. ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান। ৩. মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রতি ইমান। ৪. সমস্ত পয়গম্বর বা নাবী ও বার্তাবহ রাসূলের প্রতি ইমান। ৫. পরকালের শেষ দিবসের প্রতি ইমান। ৬. ভাগ্যের প্রতি ইমান। ইমান বা বিশ্বাসের উপকারিতা	২০ মিনিট
	পবিত্র কুরআনের বিবরণ: ১. পবিত্র কুরআন কাকে বলে? ২. পবিত্র কুরআন হলো আত্মা ও বুদ্ধির খোরাক বা খাদ্য। ৩. পবিত্র কুরআন হলো জীবন বিধান। ৪. পবিত্র কুরআনে বার্তাবহ নাবীগণের কিসসা বা গল্প।	২০ মিনিট
	সূরা ইখলাস মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা	২০ মিনিট
	বিরতি	
দ্বিতীয় আসর	বিশেষ ইবাদত বা উপাসনার বিবরণ: ১. ইবাদত বা উপাসনার অর্থ। ২. ইবাদত বা উপাসনা কবুল হওয়ার শর্তাবলি। ৩. ইবাদত বা উপাসনার বিভাগসমূহ।	১৫ মিনিট
	পবিত্রতা পবিত্রতার প্রকারভেদ: ১. বাহ্যিক পবিত্রতা: প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আসলে সমস্ত জিনিসকে পবিত্র বলেই পরিগণিত করতে হবে, অপবিত্র জিনিস দূরীভূত করা, মলমূত্র ত্যাগান্তে পরিত্রতা লাভ করা। ২. আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক পবিত্রতা: হাদাস বা অপবিত্রতা দূরীভূত করা, পানি দিয়ে অপবিত্রতা দূরীভূত করা।	৪৫ মিনিট

দ্বিতীয় দিনের স্মারকলিপি

....

....

....

....

....

আসর	কতকগুলি পরিচ্ছেদ	সময়
	তৃতীয় দিন	
প্রথম আসর	আমি কিভাবে ওজু করবো? (তাত্ত্বিক): ১. ওজুর অর্থ। ২. আমরা কিভাবে ওজু করবো? ৩. ওজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ। ৪. ওজু অপরিহার্য হওয়ার কারণ। ৫. মোজার উপরে মাসাহ করার বিধান	৪০ মিনিট
	সূরা ফালাক মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা।	২০ মিনিট
	বিরতি	
দ্বিতীয় আসর	আমি কিভাবে গোসল করবো? ১. গোসলের অর্থ। ২. আমরা কিভাবে গোসল করবো? ৩. কখন গোসল করা ফরজ বা অপরিহার্য হয়? ৪. জুনুবি ব্যক্তির জন্য যা সম্পাদন করা হারাম। ৫. তায়াম্মুম	২০ মিনিট
	নারীর মাসিক ঋতুস্রাব ও নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব: ১. নারীর রক্তস্রাবের প্রকারভেদ। ২. ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাবের বিধিবিধান	২০ মিনিট
	সূরা নাস মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা।	২০ মিনিট

তৃতীয় দিনের স্মারকলিপি

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

আসর	কতকগুলি পরিচ্ছেদ	সময়
	চতুর্থ দিন	
প্রথম আসর	সূরা কাফিরুন মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা।	২০ মিনিট
	আমি কিভাবে নামাজ পড়বো? (তাত্ত্বিক): ১. নামাজ কাকে বলে? ২. আমরা নামাজ কেন পড়ছি? ৩. নামাজের মর্যাদা। ৪. নামাজের শর্তাবলি। ৫. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। ৬. আমরা কিভাবে নামাজ পড়বো?	৪০ মিনিট
	বিরতি	
দ্বিতীয় আসর	নামাজের বিবরণ: ১. নামাজের সম্পূর্ণ বিবরণ ২. জুমার নামাজ	৬০ মিনিট

চতুর্থ দিনের স্মারকলিপি

আসর	কতকগুলি পরিচ্ছেদ	সময়
	পঞ্চম দিন	
প্রথম আসর	সূরা কাওসার মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা।	২০ মিনিট
	জাকাত: ১. জাকাতের তাৎপর্য কী? ২. আমরা কেন জাকাত প্রদান করি? ৩. জাকাত আমরা কিভাবে প্রদান করবো?	২০ মিনিট
	রোজা: ১ .রোজার সংজ্ঞা কী? ২. আমরা কেন রোজা রাখি? ৩. রোজা বিনষ্টকারী বিষয়মূহের বিবরণ। ৪. রমাজান মাসে যাদের জন্য রোজা ছাড়ার অনুমতি রয়েছে	২০ মিনিট
	হজ্জ: ১. হজ্জ কাকে বলে? ২. আমরা কেন হজ্জ পালন করছি? ৩. কার উপরে হজ্জ পালন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য?	১০ মিনিট
	বিরতি	
দ্বিতীয় আসর	সূরা আসর মুখস্থ করা এবং তার ভাবার্থের জ্ঞান লাভ করা।	২০ মিনিট
	পোশাকপরিচ্ছদের বিবরণ: ১. পোশাকপরিচ্ছদের আসল বিধান। ২. হারাম বা অবৈধ পোশাকপরিচ্ছদের বিবরণ।	৩০ মিনিট
	খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য: ১. খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের আসল বিধান। ২. হারাম বা অবৈধ খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য। ৩. পশু হালাল করার শর্তাবলি কী? ৪. বিভিন্ন প্রকারের রেস্তোরাঁয় ও দোকানে জবাইকৃত পশুর কতকগুলি বিধান।	৩০ মিনিট

পঞ্চম দিনের স্মারকলিপি

....

....

....

....

....

....

....

আসর	কতকগুলি পরিচ্ছেদ	সময়
	ষষ্ঠ দিন	
প্রথম আসর	আর্থিক লেনদেন: ১. আর্থিক লেনদেনের অর্থ কী? ২. আর্থিক লেনদেনের আসল বিধান। ৩. হারাম বা অবৈধ আর্থিক লেনদেন।	
	সচ্চরিত্র: ১. প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব। ২. সচ্চরিত্রের মর্যাদা। ৩. প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্র।	
	বিরতি	
দ্বিতীয় আসর	মুখস্থ সূরাগুলি পুনরাবৃত্তি করা।	
	ওজু ও নামজের পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করা।	

ষষ্ঠ দিনের স্মারকলিপি

পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুসমূহ

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম

১ প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এবং কতকগুলি বড়ো বড়ো প্রশ্ন 16

২ প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পরিচয় কী? 20

৩ কিভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো? 28

৪ ইমানের বিষয় 32

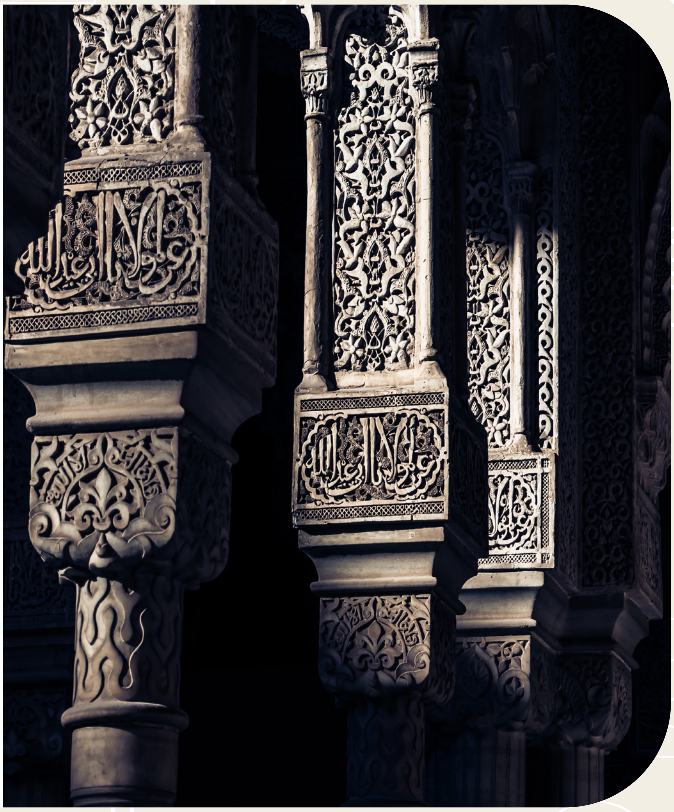

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআন

১ পবিত্র কুরআনের প্রকৃত তথ্য জানুন 42

২ ছোটো ছোটো সূরাগুলির তাফসীর বা ব্যাখ্যা 50

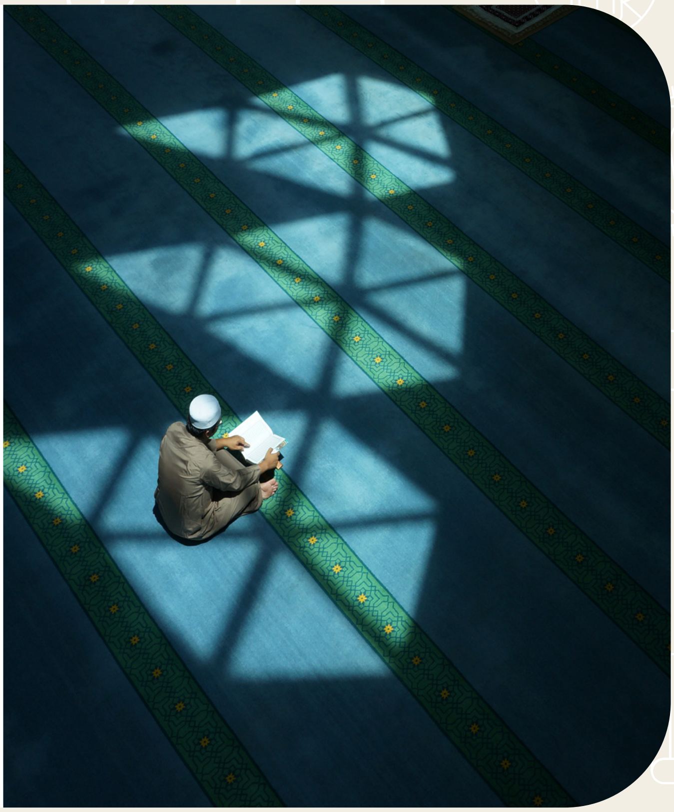

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত বা উপাসনা

১	ইবাদত বা উপাসনা	60
২	পবিত্রতা	64
৩	ওজু	68
৪	গোসল	74
৫	মুসলিম নারীর কতকগুলি বিষেশ বিধিবিধান	78
৬	নামাজ	82
৭	জাকাত	90
৮	রোজা	94
৯	হজ্জ	98

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে চালচলন পদ্ধতি

১	পোশাকপরিচ্ছদ	106
২	পানাহারের	110
৩	আর্থিক লেনদেন	114
৪	সচ্চরিত্রের বিবরণ	118

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম

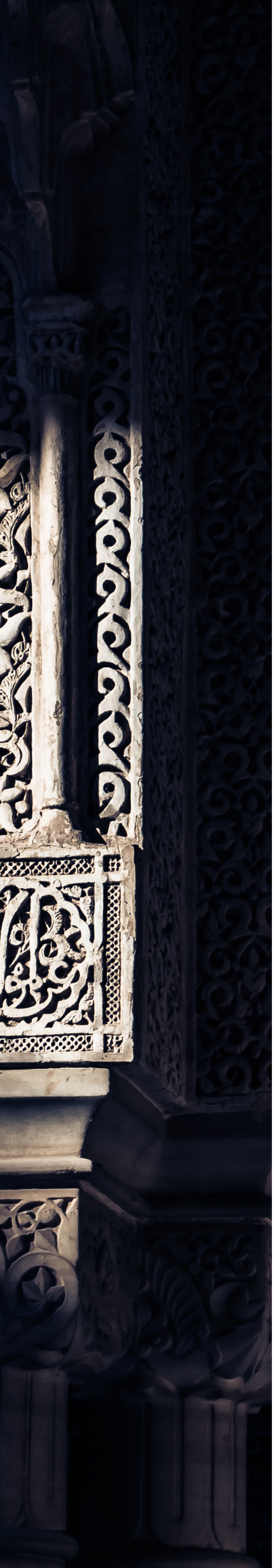

এই অধ্যায়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ

১ প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এবং কতকগুলি বড়ো বড়ো প্রশ্ন

২ প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পরিচয় কী?

৩ কিভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো?

৪ ইমানের বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এবং কতকগুলি বড়ো বড়ো প্রশ্ন

অবতরণিকা

মানুষের অস্তিত্বের বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন মানব জাতির হৃদয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং তাদের আসল তত্ত্ব কী? তারা কোথা থেকে এসেছে? তারা কেন এসেছে? আবার তারা কোথায় যাবে? এই সমস্ত বড়ো বড়ো প্রশ্নের সদুত্তর বা সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেছে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম:

প্রথম প্রশ্ন

আমরা কে?

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষের পরিচয় এই ভাবে প্রদান করেছে যে, সে হলো মহান আল্লাহর অনেক সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত একটি সৃষ্টি জগত। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মানুষকে বহু সৃষ্টি জগতের উপরে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেই সৃষ্টি করেছেন। এবং তার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি জগতের অনেক জিনিসকে তার অধীনে রেখে দিয়েছেন। যাতে সে তার জীবনপ্রবাহে সেই সমস্ত জিনিসের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا)، سورة الإسراء، الآية 70.

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে তথা সকল জাতির মানব সমাজকে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন অর্পণ করেছি এবং তাদেরকে আমি পবিত্র জীবিকা ও জীবনধারণের উপকরণ প্রদান করেছি। আর তাদেরকে আমি সৃষ্টি জগতের অনেক বস্তুর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি"। (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত নং 70)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রেখেছেন:

- পবিত্রতার দিক দিয়ে এবং ইবাদত বা উপাসনার দিক দিয়ে ফেরেশতাদের।
- আর ইমান ও সৎ কর্ম প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে অথবা পাপ ও অপকর্মের দিক দিয়ে শয়তানদের।
- এবং বাসনা, কামনা, অভিলাষ কিংবা দুর্বাসনা ও দুষ্টাভিলাষের দিক দিয়ে পশুদের।

> ফেরেশতাদের পরিচয়: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নুর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁরা সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত।
>
> ফেরেশতাগণ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেন। আর তাঁরা সদাসর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেন। আর তাঁরা মহান আল্লাহকে কোনো সময় অমান্য করেন না এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতাও করেন না এবং তাঁদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই সময়মতো অবিলম্বে অতি শীঘ্রই পালন করেন। তাঁদের সংখ্যা মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

আর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মানুষকে মঙ্গলামঙ্গল বা শুভাশুভ কর্ম করার শক্তি প্রদান করেছেন এবং তাকে ভালো মন্দ বিচার করার আর ন্যায়ান্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান ও স্বাভাবিক শক্তি এবং বুদ্ধি প্রদান করেছেন।

আর তাকে মহান আল্লাহ হিতাহিত বা ভালমন্দ গ্রহণে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল করেছেন। সুতরাং সে স্বাধীনভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে যে সমস্ত কর্ম করবে, সে সমস্ত কর্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

আমাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব কোথা থেকে এবং কেন হয়েছে?

আদিম মানব আদম [আলাইহিস সালাম] এর বিবরণ
প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ আদিম মানব আদম [আলাইহিস সালাম] কে সৃষ্টি করার বিবরণ এবং তাঁর সাথে শয়তানের দুশমনি বা শত্রুতার বিবরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ৩০ থেকে ৩৯ এর মধ্যে এবং আরো অন্যান্য সূরার মধ্যে।

আমাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব কোথা থেকে এবং কেন হয়েছে? প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষের আসল উৎস বা উৎপত্তির বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। এবং এইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, মানুষের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীর মৃত্তিকা হতে। অতএব সমস্ত মানব জাতির পিতা আদিম মানব আদমকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ)، سورة المؤمنون، الآية 12.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমি মানব জাতিকে আদিম মানব আদম থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তাঁকে পৃথিবীর সমস্ত মাটির মূল সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি"। (সূরা আল মুমিনুন, আয়াত নং ১২)।

সকল জাতির মানব সমাজকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর উপাসনা করা। তাই তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، سورة الذاريات، الآيات 56–58.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমার উপাসনার জন্যই আমি মানব জাতিকে ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি"। (সূরা আজ জারিয়াত, আয়াত নং 56-58 এর অংশবিশেষ)।

আলোচনা করুন

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশের আগে এবং পরে আপনার অস্তিত্বের অর্থ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে দেখুন:

....

....

....

তৃতীয় প্রশ্ন

আমরা কোথায় যাবো?

পবিত্র কুরআন পরিষ্কার করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, সমস্ত মানুষ এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করবে। আর তাদের মৃত্যুবরণের মাধ্যমে কর্মের জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং কর্মের হিসাব ও ফল ভোগের জীবন শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)، سورة الزمر، الآيات 30–31.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! নিশ্চয় তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তুমি ব্যতীত আরো অন্যান্য মানুষও মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর পরকালে মহাবিচারের দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করবে"। (সূরা আজ্ জুমার, আয়াত নং ৩০-৩১)।

আর মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আর তার কর্মের ফল তাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)، سورة آل عمران، الآية 185.

ভাবার্থের অনুবাদ: "এই পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আর পরকালে মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে। সুতরাং সফল মানুষ হবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের বা নরকের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাত বা স্বর্গ প্রদান করা হবে। আর দুনিয়ার জীবন কিছুক্ষণের নশ্বর বা অস্থায়ী আনন্দ ও উপভোগ করার জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৮৫)।

অতএব পরকালে যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন; তাদের কর্মের হিসাব নেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে তাদের কর্মফল প্রদান করার জন্য। সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজকে পরমানন্দের পবিত্র ধাম জান্নাত বা স্বর্গ প্রদান করা হবে আর সমস্ত অমুসলিম সমাজকে এবং মহাপাপীদেরকে অতিশয় ক্লেশদায়ক স্থান জাহান্নাম বা নরক প্রদান করা হবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)، سورة الشورى، الآية 7.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপরে আরবি ভাষায় এভাবেই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি জাহান্নাম বা নরকের অতিশয় ক্লেশদায়ক শাস্তি হতে এবং কিয়ামতের দিনের অতিশয় ক্লেশদায়ক শাস্তি হতে মক্কার মানুষকে ও তার চারপাশের পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করতে পারো। আর কিয়ামতের দিন সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই দিন একদল জান্নাতে বা স্বর্গে যাবে আর অন্য একদল জাহান্নামে বা নরকে প্রবেশ করবে"। (সূরা আশ্শুরা, আয়াত নং ৭)।

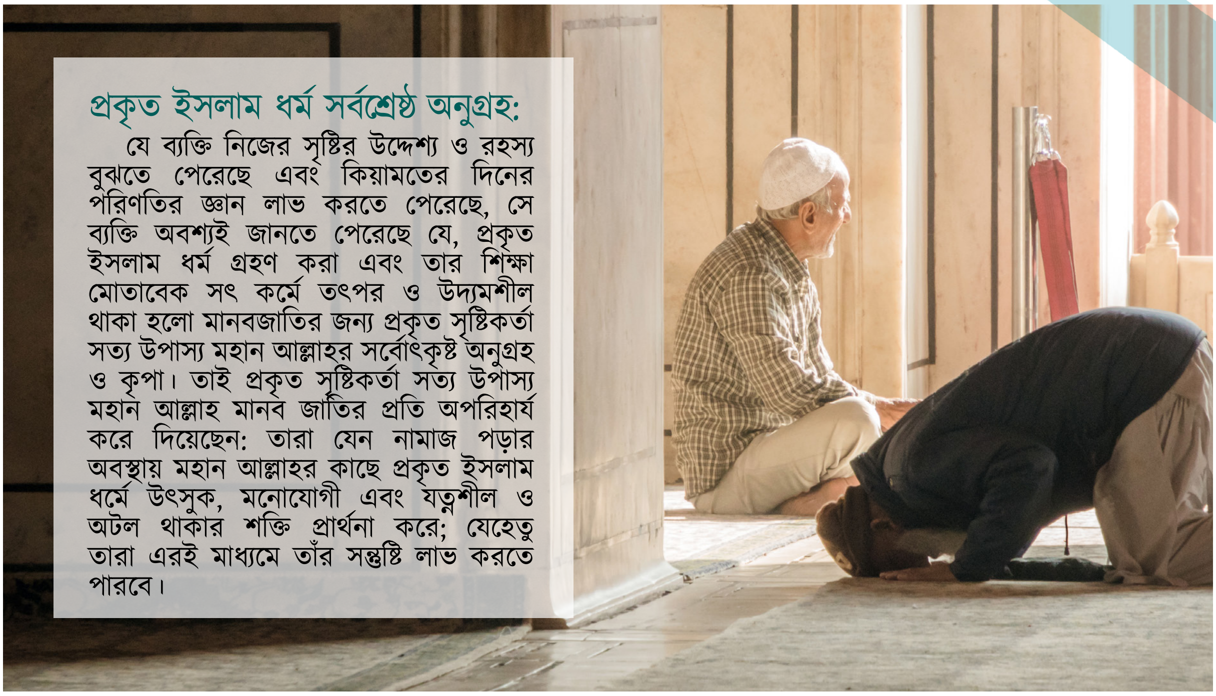

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ:

যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বুঝতে পেরেছে এবং কিয়ামতের দিনের পরিণতির জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জানতে পেরেছে যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এবং তার শিক্ষা মোতাবেক সৎ কর্মে তৎপর ও উদ্যমশীল থাকা হলো মানবজাতির জন্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ ও কৃপা। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মানব জাতির প্রতি অপরিহার্য করে দিয়েছেন: তারা যেন নামাজ পড়ার অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে উৎসুক, মনোযোগী এবং যত্নশীল ও অটল থাকার শক্তি প্রার্থনা করে; যেহেতু তারা এরই মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে।

আলোচনা করুন

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক মানব জাতির জাগতিক জীবনের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে: এই পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতার সহিত এবং ন্যায়বিচারের সহিত কল্যাণময় পন্থায় আবাদ ও পরিচালিত করা আর তাতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং মঙ্গলদায়ক কর্ম করা। আর এরই জন্য মহান আল্লাহ মানব জাতিকে তাদের উপযোগী ক্ষমতা বা শক্তি প্রদান করেছেন। ... সৃষ্টিজগতের মধ্যে সব বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানব জাতিই এই পৃথিবীকে কিভাবে আবাদ ও পরিচালিত করতে পারবে, এর ব্যাখ্যা করুন?

....

....

মৃত্যুর পর মানুষের কী ঘটবে, এই বিষয়টি জেনে নেওয়ার পরে এর কিছু বাস্তব পরিণামের প্রভাব উল্লেখ করুন?

....

....

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানব জাতিকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে কিভাবে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে?

....

....

২ মানব জাতিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী?

....

....

৩ পবিত্র কুরআনের মধ্যে সৃষ্টির শুরুর কাহিনী কেন বিস্তারিত বলা হয়েছে?

....

....

৪ মানুষ যখন মারা যায়, তখন সে এমন একটি পর্যায়ে চলে যায় যে, সেখানে তাকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং যেখানে তাকে তার কাজের ফল প্রদান করা হয়।

○ ঠিক ○ বেঠিক

মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে আবাদ ও পরিচালিত করা এবং তাকে জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলা।

○ ঠিক ○ বেঠিক

৫ মানব জাতির অস্তিত্ব ও সৃষ্টির বিষয়ে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা লাভের পর:

আপনার অনুভূতি কী পরিমাণে আপনার অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক বা আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সমর্থন করে, তার বিবরণ আপনি উপস্থাপন করুন।

....

....

....

....

....

....

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পরিচয় কী?

অবতরণিকা

প্রকৃত ইসলাম হলো সেই সত্য সঠিক ধর্ম, যে সত্য সঠিক ধর্মসহ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন। আর এই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো আসলে সেই ধর্মের সম্প্রসারণ, যে ধর্মকে নিয়ে পূর্ববর্তী সমস্ত বার্তাবহ রাসূল অথবা নাবী বা দূত ও পয়গম্বর এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রধান শিক্ষা হলো এই যে, যিনি সত্য উপাস্য এবং যিনি সমস্ত প্রকারের উপসনার সত্য অধিকারী, তিনি হলেন এক ও অদ্বিতীয় মহাবিশ্বের অধিপতি পালনকর্তা রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তিনিই হলেন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তাঁর রাজত্বে ও মহাবিশ্বে তাঁর কোনো সহায়ক কিংবা অংশীদার নেই। আর তাঁর মাঝে এবং মানব সমাজের মাঝে কোনো মাধ্যম হিসেবে কোনো ব্যক্তিও নেই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক। আমি এখন কেন প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবো? আর প্রকৃত ইসলাম ধর্ম কী একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববাসীর ধর্ম নাকি শুধু আরব দেশের অধিবাসীদের ধর্ম? এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বার্তাবহ রাসূল ও নাবী বা দূত কে আর তাঁর পরিচয় কী? এবং তাঁর পরে কী প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কোনো বার্তাবহ রাসূল বা নাবী অথবা দূত আসবেন?

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম আমি কেন গ্রহণ করবো?

কোনো কোনো সময় কোনো কোনো লোক প্রশ্ন করেন: প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা আমার কেন অপরিহার্য?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো এই যে, যে সমস্ত কারণে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা আমার প্রতি অপরিহার্য, সে সমস্ত কারণের মধ্যে রয়েছে:

১। প্রকৃত ইসলাম ধর্মটিকেই মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য মনোনীত করেছেন। তাই প্রকৃত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তিনি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন না। ; অতএব তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، سورة آل عمران، الآية 85.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, সে জেনে রাখবে যে, তার কাছ থেকে তা কখনোই পরিগৃহীত হবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ী নরকবাসী বা জাহান্নামবাসী হয়েই থাকবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

২। প্রকৃত ইসলামই হলো সমস্ত বার্তাবহ রাসূল এবং নাবী বা দূত ও পয়গম্বরের ধর্ম। তাই এই ধর্ম সমস্ত নাবী বা দূত ও পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার প্রতি আহ্বান করে এবং তাঁদের মধ্যে কেনো তারতম্য বা পার্থক্য ও প্রভেদ সৃষ্টি করেনা। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)، سورة البقرة، الآية 136.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা দৃঢ়তার সহিত বলো: আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা আরো বিশ্বাস স্থাপন করেছি ওই সমস্ত ঐশীবাণীর প্রতি যে সমস্ত ঐশীবাণী আমাদের উপর এবং ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার পুত্রদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি ওই সমস্ত ঐশীবাণীর গ্রন্থের প্রতি, যে সমস্ত ঐশীবাণীর গ্রন্থ মুসা, ঈসা এবং অন্যান্য বার্তাবহ নাবী বা পয়গম্বরকে তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহর সমস্ত বার্তাবহ নাবী বা পযগম্বরের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো তারতম্য বা পার্থক্য ও প্রভেদ সৃষ্টি করি না। আর আমরা কেবলমাত্র প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর আনুগত্যকারী ও তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী প্রকৃত মুসলিম জাতি"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৩৬)।

আর আল্লাহর বার্তাবহ নাবীগণের মধ্যে বা পয়গম্বরদের মধ্যে মানব সমাজের কর্ম ক্ষেত্রের বিধিবিধানের বিষয়ে সামান্য প্রভেদ বা বৈচিত্র্য ছিলো। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)، سورة المائدة، جزء من الآية 48.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমি তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা আইন ও স্পষ্ট জীবন পদ্ধতি প্রদান করেছি"। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৪৮ এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি মোতাবেক তাদের উপযোগী আইন ও বিধিবিধান প্রদান করেছেন। সেই আইন ও বিধিবিধানের আলোকে তারা তাদের জীবন পরিচালিত করেছে এবং তারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উপাসনা বা ইবাদত করেছে। অতএব গৌণ বিষয়ে তাদের উপযোগী কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিধিবিধান ও জীবন পদ্ধতি ছিলো। তবে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মতবাদে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আল্লাহর সমস্ত বার্তাবহ নাবী বা সমস্ত পয়গম্বর একই পথের পথিক ছিলেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। কেননা তাঁদের সকলেরই ধর্ম ছিলো এক ও অভিন্ন প্রকৃত ইসলাম।

অতঃপর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নাবী বা দূত ও শেষ বার্তাবহ রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত আইন ও বিধিবিধানকে রহিত করে দিয়েছেন। তাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিয়ে আসা ধর্ম প্রকৃত ইসলাম ও তার শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ অন্য কোনো ধর্মকে সত্য বলে স্বীকৃতি দান করেন না বা কবুল করেন না এবং অনুমোদনও করেন না।

৩। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ও তার শিক্ষা মেনে চলা হলো ইহকালে সুখময় জীবন লাভের পথ এবং পরকালে পরিত্রাণের পথ। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর আহ্বান শুনার পর তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে আর প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালিত করবে, সে ব্যক্তি পরকালে পরমানন্দের জায়গা নেয়ামতে ভরা পবিত্র স্থান জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করতে পারবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، سورة آل عمران، الآية 85.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, সে জেনে রাখবে যে, তার কাছ থেকে তা কখনোই পরিগৃহীত হবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ী নরকবাসী বা জাহান্নামবাসী হয়েই থাকবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

আর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". (صحيح مسلم، رقم الحديث 240 – (153)،).

অর্থ: "যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ, আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামসহ প্রেরিত হওয়ার পর বিশ্ববাসীর মধ্যে থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টান ব্যক্তি হোক (অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি হোক), সে যদি আমার কথা সঠিক পন্থায় শুনতে পায়, অতঃপর আমি যে সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম নিয়ে এসেছি, সেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে পরকালে জাহান্নামবাসী বা নরকবাসী হয়ে ভীষণ কষ্ট ভোগ করবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 240 - (153)]।

৪। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম বড়ো বড়ো প্রশ্নগুলির উপযুক্ত এবং সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারে।

আমি পৃথিবীতে কেন এসেছি? আমি কোথা হতে এসেছি? মৃত্যুবরণ করার পর আবার আমি কোথায় যাবো? এই সমস্ত বড়ো বড়ো প্রশ্নের সদুত্তর বা সন্তোষজনক উত্তর আমি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মধ্যে পেয়েছি।

৫। প্রকৃত ইসলাম হলো খাঁটি স্বাভাবিক ধর্ম। তাই সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের বিষয়। এই একত্বের বিষয় থেকে নিয়ে সমস্ত নিয়মকানুন বা বিধিবিধান এবং সচ্চরিত্রের বিষয় পর্যন্ত সবকিছুই স্বাভাবিক।

আলোচনা করুন

প্রকৃত ইসলাম কিভাবে সমস্ত বার্তাবহ নাবী ও রাসূলের ধর্ম?

....

....

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:

কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকৃত ইসলাম সত্য সঠিক ধর্মরূপে প্রমাণিত হয় এবং অন্যান্য ধর্ম হতে পৃথক বা আলাদা হয়ে যায়। আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে থেকে বিশেষভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ হলো:

১ প্রকৃত ইসলাম একটি সর্বজনীন বিশ্বধর্ম

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র আরবদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং সারা বিশ্ববাসীর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে এবং সকল জাতির মানব সমাজের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে সকল জাতির মানব সমাজের জন্য উপযোগী ও মনোনীত করেছেন। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বিষয়ে বলেছেন:

(وَمَا أَرۡسَلۡنَاكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَالَمِينَ)، سورة الأنبياء، الآية 107.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর প্রতি কেবলমাত্র করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি”। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং ১০৭)।

অতএব আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল এবং কৃপা বা করুণা। তাই তিনি হলেন আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পথ। আর তাঁর বিধিবিধানকে মহান আল্লাহ সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি করুণা হিসেবে উপযোগী করেছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

সারা বিশ্বে মানব সমাজের মধ্যে জাগতিক বিষয়ে যে সমস্ত প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি কিংবা আচার-ব্যবহার বিরাজ করছে, সে সমস্ত প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি কিংবা আচার-ব্যবহারের সম্মান করে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম। তাই সেই সমস্ত প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি কিংবা আচার-ব্যবহারকে পরিবর্তিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ! জাগতিক বিষয়ে যে সমস্ত প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি কিংবা আচার-ব্যবহার প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে চলে যাবে, সেই সমস্ত প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি কিংবা আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

২ প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়

মানুষ যখন প্রকৃত ইসলাম ধর্মে আন্তরিকতার সহিত প্রবেশ করে, তখন অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু মহান আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। এটি হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি অতি সুন্দর বৈশিষ্ট্য। তাই মহান আল্লাহ তদীয় বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে বলেছেন:

(قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ)، سورة الأنفال، جزء من الآية 38.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও, যারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছে: এখনও যদি তারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে মেনে নিতে পারে, তাহলে তাদের অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে"। (সূরা আল আনফাল, আয়াত নং ৩৮ এর অংশবিশেষ)।

অতএব প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করার জন্য আমর নামক একটি লোক আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই শর্ত দিয়েছিলেন যে, তার অতীতের সমস্ত পাপ যেন ক্ষমা করা হয়। তাই আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন:

"أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ". (صحيح مسلم، رقم الحديث 192 – (121)).

অর্থ: "হে আমর! তুমি কি জানো না যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে, তার পূর্বের সমস্ত পাপকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম বিনাশ করে দেয়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২ - (১২১)]।

৩ প্রকৃত ইসলামই হলো সর্বশেষ ধর্ম

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে পূর্ববর্তী বিধিবিধানের সম্প্রসারণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং এই ধর্মকেই তিনি বিশ্ববাসীর জন্য মনোনীত করেছেন সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া সত্য সঠিক কোনো ধর্ম নেই। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، سورة آل عمران، الآية 85.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, সে জেনে রাখবে যে, তার কাছ থেকে তা কখনোই পরিগৃহীত হবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ী নরকবাসী বা জাহান্নামবাসী হয়েই থাকবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

আলোচনা করুন

যারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে বিশেষ করে আরবদের একটি ধর্ম বলে দাবি করে, তাদের প্রতিরোধ আপনি কিভাবে করবেন?

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের নাবী কিংবা দূত অথবা পয়গম্বর কে?

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতির দৃঢ় বিশ্বাস হলো এই যে, বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্বশেষ নাবী বা দূত। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁর উপাসনার পথ প্রদর্শন করার জন্য যে সমস্ত নাবীকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হলেন বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। আর তিনি হলেন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সর্বশেষ বার্তাবহ রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী বা দূত। যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)، سورة الأحزاب، الآية 40.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে মানব সমাজ! তোমরা জেনে রাখো। বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ তোমাদের মাঝে কোনো পুরুষ ব্যক্তির পিতা নয়। কিন্তু সে আল্লাহর সর্বশেষ নাবী বা দূত। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা"। (সূরা আল আহযাব, আয়াত নং ৪০)।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জীবনী সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানার্জন করার জন্য মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল নামক বইটি পড়ুন। আর এই বইটি মাতজার ওসুলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়।

বইটি ডাউনলোড করার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সঠিক জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য

- প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য। যাতে সে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা সঠিকভাবে এবং সঠিক জ্ঞানের আলোকে একনিষ্ঠতার সহিত সম্পাদিত করতে পারে।
- আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রকৃত ইসলাম ধর্মের ও তার বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন:

”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ“. (صحيح البخاري، رقم الحديث 71، وصحيح مسلم، رقم الحديث –100 (1037)، واللفظ لهما.

অর্থ: “মহান আল্লাহ যার মঙ্গল করতে চান, তাকে তিনি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সঠিক জ্ঞান প্রদান করেন”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০ - (১০৩৭)]।

- আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এই বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ও তার বিধিবিধানের জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গ লাভ হয়। সুতরাং তিনি বলেছেন:

”مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ“. (صحيح مسلم، رقم الحديث 38 – (2699)).

অর্থ: “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনের কোনো পথ অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য সেই পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গ লাভের পথ সহজ করে দিবেন”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮ -(২৬৯৯)]।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে মর্যাদা লাভের মানদণ্ড:

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ মাবন জাতির মধ্যে ইমান, একনিষ্ঠতা, সৎ কর্ম এবং সচ্চরিত্রকেই উচ্চ মর্যাদা লাভের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং মুসলিম সমাজের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি মর্যাদাবান, যে ব্যক্তির ইমান বেশি মজবুত ও শক্তিশালী এবং কর্ম ও চরিত্র বেশি ভালো। অতএব ইমান, একনিষ্ঠতা, সৎকর্ম এবং সচ্চরিত্র ব্যতীত কোনো ব্যক্তির শুধুমাত্র রূপ, সৌন্দর্য, বংশ, বর্ণ এবং ধনসম্পদের কারণে সে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে কোনো মর্যাদা লাভ করতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

এমন কতকগুলি বই পাওয়া যায় যে, সেই বইগুলির মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি তার ধর্মের অনেক বিধিবিধান জানতে পারবে। এবং সে তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য প্রতিপালক মহান আল্লাহর সঠিকভাবে ইবাদত বা উপাসনা করতে পারবে। তাই সে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ আলেমদের সহায়তা বা সাহায্য নিয়ে সর্বোত্তম বইগুলির জ্ঞান লাভ করবে।

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، سورة الحجرات، الآية 13.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ আদিম মানব আদম ও এক নারী হাওয়া থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে তোমাদেরকে ভাগ করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মহান আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সব চেয়ে বেশি অনুগত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা, সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক"। (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত নং ১৩)।

আর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى"، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٧٧٤).

অর্থ: "হে মানব সকল! তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান প্রতিপালক আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তোমাদের প্রথম পিতা আদিম মানব আদম এক। তোমরা সতর্কতার সহিত জেনে রাখো! আরবির উপর অনারবির এবং অনারবির উপর আরবির, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে কেবলমাত্র একনিষ্ঠতার সহিত প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান প্রতিপালক আল্লাহর নিষ্ঠাযুক্ত আনুগত্যের ভিত্তিতে"। [ইমাম বাইহকী, শুয়াবুল ইমান, হাদীস নং ৪৭৭৪]।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ:

পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত:

প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিকে এই পাঁচটি স্তম্ভের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে; তবেই সে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সঠিক ধারক ও বাহক হতে পারবে। কেননা এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি স্তম্ভে আপনি ব্যর্থ হওয়ার কারণে আপনার মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। এবং আপনার ধার্মিকতায় আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

উচ্চারণ: আশ্হাদু আল্-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ্।

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল"।

মুসলিম ব্যক্তির প্রতি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য। নামাজের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে। ইনশা আল্লাহ।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ এই ভিডিওটি দেখার পর (মুসলিমদের নতুন জীবন), প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আপনাকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে, সে বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলুন:

ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

....

....

....

....

....

২ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সঠিকভাবে উপাসনা করার জন্য মুসলিম ব্যক্তির প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের কী কী মৌলিক বিষয় জানা অপরিহার্য?

....

....

....

....

....

....

৩ প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষাগুলির অন্তর্ভুক্ত হলো:

- ○ ক) চারিত্রিক বিষয়।
- ○ খ) জ্ঞানার্জনের বিষয়।
- ○ গ) কর্মের বিষয়।
- ○ ঘ) উপরে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের স্তম্ভের সংখ্যা হলো:

- ○ ৬
- ○ ৫
- ○ ৪
- ○ ৩

৪ মহান আল্লাহ যখন মানুষকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশের সুযোগ বা সুবিধা প্রদান করবেন, তখন তার প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি জানা অপরিহার্য হয়ে যাবে। যাতে সে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর উপাসনা সঠিকভাবে করতে পারে।

○ সঠিক ○ বেঠিক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো?

অবতরণিকা

যে কোনো মানুষের জন্য প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার মুহূর্তটি হলো তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় মুহূর্ত। তাই দুইটি সাক্ষ্য প্রদান করে নতুনভাবে মুসলিম হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণীয় মুহূর্তটি সে কোনো দিন ভুলতে পারে না। এর মাধ্যমে সে নিজেই নিজের জন্য ঘোষণা করে যে, সে এখন আলাদা মানুষে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার আগের অবস্থা ছিলো একরকম আর এখনকার অবস্থা হলো তার অন্যরকম। যেহেতু নতুনভাবে মুসলিম হওয়ার পর এখন সে সত্যের ধারক ও সত্যের অনুগামী হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা দুইটি সাক্ষ্য প্রদান করে নতুনভাবে মুসলিম হওয়ার বাণী ও তার অর্থ ও তত্ত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

দুই সাক্ষ্য প্রদান করা:

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশের চাবিকাঠি নির্ধারিত করে দিয়েছেন দুইটি সাক্ষ্য প্রদান করার মাধ্যমে, আর সেই সাক্ষ্য দুইটি হলো:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ".

- উচ্চারণ: আশ্‌হাদু আল্‌-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার্‌ রাসূলুল্লাহ্‌।
- অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল"।

দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কী?

প্রথমত: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো: আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

এই সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে দুইটি বিষয় নির্দিষ্ট রয়েছে

প্রথম বিষয়টি হলো:

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় মহান প্রতিপালক সত্য উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো বস্তু বা যে কোনো ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো:

কেবলমাত্র প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় মহান প্রতিপালক সত্য উপাস্য আল্লাহর জন্য সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা সাব্যস্ত করা।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা হলো এই যে, সমস্ত বার্তাবহ রাসূল এবং সমস্ত নাবী বা দূত ও পয়গম্বরের ধর্ম হলো প্রকৃত ইসলাম। আর এই ধর্মের সারাংশ হলো এক ও অদ্বিতীয় প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করা। এবং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো বস্তু বা যে কোনো ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করা। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ)، سورة الأنبياء، الآية 25.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আমি সকল জাতির মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তোমার পূর্বে সমস্ত বার্তাবহ রাসূলকে এই আদেশ প্রদান করেছি যে, হে মানব সমাজ! আমি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই ইবাদত বা উপাসনা করো"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং ২৫)।

অতএব প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা করা জায়েজ নয়। আর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির উপাসনার মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করাও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল। এর অর্থ হলো: আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল। আর তিনি সর্বশেষ বার্তাবহ রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী বা দূত। সুতরাং তাঁর পরে আর কোনো সত্য বার্তাবহ রাসূল বা সত্য কোনো নাবী অথবা দূত আসবেন না। এবং তাঁর বার্তা হলো সর্বদেশীয় সর্বজনীন ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববার্তা। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)، سورة الفرقان، الآية 1.

ভাবার্থের অনুবাদ: "প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহামঙ্গলময় আল্লাহ তিনি, যিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদের প্রতি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে মানবজাতিকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাঁর এই আহ্বানের প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অতিশয় ক্লেশদায়ক স্থান জাহান্নাম বা নরকের শাস্তি হতে সতর্ক করেন"। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং ১)।

অনুশীলন

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল নামক বইটি পাঠ করার পর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পরিচয় লাভ করার বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিখুন:

বইটি ডাউনলোড করার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

তাঁর নাম:

তাঁর বংশ:

তাঁর জন্ম:

তাঁর প্রতিপালন:

তাঁর নবুয়ত অর্জন করা বা তিনি আল্লাহর নাবী হিসেবে নিযুক্ত হওয়া:

তাঁর হিজরত:

তাঁর মৃত্যু:

দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের আনুষঙ্গিক দাবি:

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের শুধুমাত্র উচ্চারণ করা বা মুখ দ্বারা ধ্বনি সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নয়। বরং সেই দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ জেনেবুঝে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই দুইটি সাক্ষ্য প্রদান মোতাবেক কর্ম করতে হবে। অতএব "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".

"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই"।

এই সাক্ষ্য প্রদানের দাবি হলো: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো বস্তু বা যে কোনো ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা অপরিহার্য। এবং প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য হিসেবে এক ও অদ্বিতীয় প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য। সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহই সমস্ত নিষ্ঠিত ইবাদত বা উপাসনার সত্য অধিকারী। তাই একনিষ্ঠতার সাহিত কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত বা উপাসনা করতে হবে। অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করতে হবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا)، سورة البقرة، جزء الآية 256.

ভাবার্থের অনুবাদ: "প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর উপাসনা বাদে যে সমস্ত প্রতিমা, মূর্তি, বস্তু বা ব্যক্তি অথবা অপশক্তির উপাসনা করা হয়, যে সমস্ত প্রতিমা, মূর্তি, বস্তু বা ব্যক্তি অথবা অপশক্তির উপাসনা যে ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করবে এবং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহকে সত্য উপাস্য হিসেবে সঠিকভাবে বিশ্বাস করবে, সে এমন একটি সত্য সঠিক ন্যায়সঙ্গত কল্যাণকর ধর্ম প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হতে পারবে যে, সেই ন্যায়সঙ্গত কল্যাণকর ধর্ম প্রকৃত ইসলামের দ্বারা জাহান্নাম বা নরক থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং নিশ্চিতভাবে চিরস্থায়ী পরমানন্দের জীবন লাভের পবিত্র ধাম জান্নাত বা স্বর্গের অধিকারী হওয়া যাবে। এই বিষয়ে কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা হবেনা"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 256 এর অংশবিশেষ)।

আলোচনা করুন

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"

অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই"।

সাক্ষ্য প্রদানের দাবি হলো: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো বস্তু বা যে কোনো ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা কেনো অপরিহার্য হয়?

....

....

....

আপনি আপনার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করুন এবং মানব সমাজের মধ্যে কতকগুলি লোক কেন বিভিন্ন ধরণের বাতিল উপাস্য তৈরি করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন তার কারণগুলি উল্লেখ করুন।

আল্লাহর নাবী ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে তর্কের সময় যে সমস্ত চমৎকার যুক্তি খাড়া করেছিলেন, সে সমস্ত যুক্তির মধ্যে তাঁর একটি প্রশ্ন ছিলো: সেই প্রশ্নটি হলো: ভাবার্থের অনুবাদ: "তোমরা কী তোমাদের নিজেদের হাতে যে সমস্ত মূর্তি খোদাই করে তৈরি করো, সে সমস্ত মূর্তিরই উপাসনা করো?" (সূরা আস সাফফাত, আয়াত নং 95 এর অংশবিশেষ)।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

আপনি যখন জানতে পারলেন যে, মহান আল্লাহই কেবলমাত্র মহাবিশ্বের প্রকৃত উপাস্য, তখন এই বিষয়টি প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট:

◯ সঠিক ◯ বেঠিক

মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বলে সাক্ষ্য প্রদান করে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করাই হলো আমার জন্য যথেষ্ট আর তাঁর আনুগত্য করার দরকার নেই:

◯ সঠিক ◯ বেঠিক

২

এই ভিডিওটি (মুহাম্মাদ কে?) দেখার পর, বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মহত্ত্বের দিকগুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলুন। এবং প্রকৃত ইসলামের শত্রুরা তাঁর সম্মানিত ভাবমূর্তি বিকৃত করার জন্য যে উপায়গুলি ব্যবহার করে তা বিশ্লেষণ করুন।

ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

....

....

....

....

....

৩

পবিত্র কুরআনে যিশু - "jesusandquran.com" এই পৃষ্ঠাটি দেখার আলোকে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং ঈসা [আলাইহিস সালাম] এর সম্পর্কের বিশ্লেষণ করুন।

ওয়েবসাইট দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

....

....

....

....

....

....

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমানের বিষয়

অবতরণিকা

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করে কিংবা নামাজ পড়ে অথবা অন্য কোনো ইবাদত বা উপাসনা করে, তখন সে অতি তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই অবস্থার উন্নতি হয় এবং তারা পবিত্র কুরআন পাঠ কিংবা নামাজ অথবা অন্য কোনো ইবাদত বা উপাসনার দ্বারা পরমানন্দ ও চরম সুখ অনুভব করে। আর এটিই হলো আসলে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রতি গভীর ইমান বা নিবিড় বিশ্বাসের নিদর্শন। এর দ্বারা প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি সাধারণভাবে নিজের জীবনকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর জন্য সমর্পণ করে আর তাঁরই নিষ্ঠিত আনুগত্য করে এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ ত্যাগ করে আর তাঁর আদেশকৃত বিষয়সমূহ মেনে চলে ভালোবাসা ও আগ্রহের সঙ্গে।

আর এই পরিচ্ছেদে আমরা ইমানের তাৎপর্য ও তার স্তম্ভসমূহ এবং তার ফল বা উপকারিতার বিষয়গুলি জানতে পারবো।

ইমানের তাৎপর্য কী?

মহান আল্লাহর প্রতি ইমান হলো: হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ও তাঁর পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা আর তাঁকে ভালোবেসে এবং তাঁর প্রতি আশা ও আস্থা রেখে তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মোতাবেক দৈহিক ও বাহ্যিক কার্যসাধনে একান্ত নিষ্ঠা ও সক্রিয় থাকা। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَن يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا)، سورة النساء، الآية 136.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা আল্লাহ ও তদীয় বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অনড় ও স্থির থাকো। আর ওই সমস্ত ঐশীবাণীর গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অনড় ও স্থির থাকো, যে সমস্ত ঐশীবাণীর গ্রন্থ মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তার পূর্বের সকল বার্তাবহ রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর ঐশীবাণীর গ্রন্থসমূহ, তাঁর বার্তাবহ রাসূলগণ এবং পরকালের শেষ দিবসকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করবে, সে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম থেকে জঘন্যভাবে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং মহা পাপে নিমজ্জিত হবে”। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ১৩৬)।

আলোচনা করুন

আশা এবং ভয় এর মধ্যে পার্থক্য কী?

ইমানের স্তম্ভসমূহ:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক ইমান বা বিশ্বাস ছয়টি স্তম্ভের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সেই ছয়টি স্তম্ভ হলো:

১ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সে এটিও বিশ্বাস করে যে, তিনিই কেবলমাত্র সারা জাহানের প্রকৃত প্রতিপালক, সকল বস্তুর স্রষ্টা, অধিপতি, সংরক্ষণকারী, পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী। আর তিনিই সমগ্র বিশ্বের জীবিকা প্রদানকারী। এবং তিনিই কেবলমাত্র সমস্ত ইবাদত বা উপাসনার সত্য অধিকারী আর তিনিই শুধুমাত্র পূর্ণতার সকল গুণে গুণান্বিত।

২ ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি সম্মানিত ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব ও সত্তার প্রতি ইমান বা বিশ্বাস রাখে। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তাই তাঁরা সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁরা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করেন। এবং তিনি তাঁদেরকে যে আদেশ প্রদান করেন, সে আদেশ তাঁরা অমান্য করেন না। আর প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ফেরেশতাদের ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও কর্মের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস রাখে, যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও কর্মের বিষয় পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

> আল কিতাব ওয়াস্সুন্নাহ বলতে পবিত্র কুরআন এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর হাদীস বুঝানো হয়। যেহেতু এই দুইটি বিষয় হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সমস্ত মতবাদ, বিধিবিধান এবং চারিত্রিক আচার ব্যবহারের আসল উৎস।

৩ মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ইমান বা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নাবীগণ বা পয়গম্বরগণের প্রতি এবং বার্তাবাহ রাসূলগণের প্রতি তাঁর পবিত্র বাণীর কতকগুলি গ্রন্থ বা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক সুপথে পরিচালিত করার জন্য। আর মহান আল্লাহ যে সমস্ত পবিত্র বাণীর গ্রন্থ বা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে সমস্ত পবিত্র বাণীর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

ক। তাওরাত: এটি একটি ঐশী বাণীর গ্রন্থ বা আসমানি কিতাব। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল মূসা বিন ইমরান [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

খ। জাবুর: এটি একটি ঐশী বাণীর গ্রন্থ বা আসমানি কিতাব। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বা মহানাবী দাউদ [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

গ। ইনজিল বা ইঞ্জিল: এটি একটি ঐশী বাণীর গ্রন্থ বা আসমানি কিতাব। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল ঈসা বিন মারিয়াম [আলাইহিমাস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

ঘ। পবিত্র কুরআন: এটি একটি ঐশী বাণীর গ্রন্থ বা আসমানি কিতাব। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সমস্ত ঐশী বাণীর গ্রন্থের মধ্যে মহা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, সংরক্ষক ও প্রভাবশালী এবং সর্বশেষ ঐশী বাণীর গ্রন্থ।

৪ সমস্ত পয়গম্বর বা নাবী ও বার্তাবহ রাসূলের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: অতএব প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ইমান রাখে বা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সকল জাতির মানব সমাজের কল্যাণার্থে তাদের কাছে যুগে যুগে অনেক বার্তাবহ রাসূল প্রেরণ করেছেন। এবং মহান আল্লাহ সেই সমস্ত বার্তাবহ রাসূলকে মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সত্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। যাতে তাঁরা তাঁদের আনুগত্যকারীদেরকে জান্নাত লাভের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং ওই সমস্ত মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার দুঃসংবাদ প্রদান করেন, যে সমস্ত মানুষ তাঁদেরকে অমান্য করেছে। আর সমস্ত পয়গম্বর বা নাবী ও বার্তাবহ রাসূল তাঁদের সমস্ত সম্প্রদায়কে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রদান করতেন। এবং তাঁরা যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হতেন, সে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের আনুগত্য করা আর তাঁদের অনুসরণ করা অপরিহার্য ছিলো। আর অবশ্যই বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হলেন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ বার্তাবহ রাসূল।

৫ পরকালের শেষ দিবসের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি পরকালের শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখে। আর প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি এটিও বিশ্বাস করে যে, পরকালে যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন; তাদের কর্মের হিসাব নেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে তাদের কর্মফল প্রদান করার জন্য। সুতরাং তাদের মধ্যে থেকে কতকগুলি মানুষ পরমানন্দের পবিত্র ধাম জান্নাতে বা স্বর্গে প্রবেশ করবে আর কতকগুলি মানুষ অতিশয় ক্লেশদায়ক স্থান জাহান্নামে বা নরকে প্রবেশ করবে।

৬ ভাগ্যের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি এই বিষয়টির প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখে যে, মহাবিশ্বে মঙ্গল ও অমঙ্গল যা কিছু ঘটছে সব কিছুই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অকাট্য ফয়সালা মোতাবেক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই ঘটছে। সুতরাং তিনি জানেন সমুদয় বস্তুর সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। আর তিনি সমুদয় বস্তুর সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সুরক্ষিত ফলকে বা লাওহে মাহফুজে নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর তিনি তাঁর ইচ্ছামতো যা কিছু করতে চান, তাই তিনি করেন। এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই সংঘটিত হয়না এই মহাবিশ্বে।

লাওহু মাহফুজ বা সুরক্ষতি ফলক বলা হয় সেই পবিত্র গ্রন্থকে, যে পবিত্র গ্রন্থে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ সৃষ্টির পূর্ব থেকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি জগতের সমুদয় বস্তুর বিস্তরিত বিবরণ সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন:

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উপাস্য বা মাবুদ ও উপাসনার কিংবা ইবাদতের যোগ্য বলে ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা কোনো উপাসনা কিংবা ইবাদতের মাধ্যমে কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করা হলো একটি জঘন্যতম মহাপাপ এবং অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধ। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ এই জঘন্যতম মহাপাপ এবং অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধ নিষ্ঠিত তওবা ছাড়া মাফ করবেন না। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)، سورة النساء، الآية 48.

ভাবার্থের অনুবাদ: "প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করার পাপ ব্যতীত যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো পাপ মহান আল্লাহ তওবা ছাড়াই ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করবে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধে নিমজ্জিত হবে"। (সূরা আন নিসা, আয়াত নং ৪৮ এর অংশবিশেষ)।

ভাগ্যের সংজ্ঞা: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অনাদিকালে সমুদয় বস্তুর সকল ঘটনা নির্ধারিত করা এবং সমুদয় বস্তুর সকল ঘটনার নির্দিষ্ট সময় ও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে অবগত থাকার নাম হলো ভাগ্য।

মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের সুফল

মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে অনেক ও অসীমিত সুফল রয়েছে। সেই সব সুফলের অন্তর্ভুক্ত হলো:

- অন্তরে অতিশয় শান্তি স্থাপিত হওয়া: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়কে প্রশান্ত করে, মহান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট রাখে আর ইবাদতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করা হতে বিরত থাকে।
- প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করা: সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জ্ঞান তার প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর বিষয়ে গভীর হয় এবং তাঁর সাথে তার সুসম্পর্ক নিবিড় হয়। অতএব সে তাঁর নাম ও গুণাবলিকে সঠিকভাবে জানতে পারে।
- প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মহিমা বর্ণনা করা: তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর বিষয়ে যতো গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে, ততোই সে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মহিমা বর্ণনা করতে পারে। এবং সে তাঁকে ভালোবাসে আর কাম্যবস্তু পাওয়ার সম্ভাবনায় তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে এবং তাঁকে অমান্য করা হতে সদাসর্বদা সতর্ক থাকে আর তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে ভয় করে।
- মানবজাতির প্রতি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহের অনুভূতি লাভ করা: সুতরাং মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর বার্তাবহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি তাদের প্রতি ঐশী বাণীর অনেকগুলি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন; যাতে তারা তাদের জীবনকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার আলোকে মঙ্গলময় ও সুপথগামী করতে পারে।
- মহান আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে ভালোবাসা প্রদর্শন করা: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনা ও আনুগত্য করার জন্য।
- মহান আল্লাহর সমস্ত বার্তাবহ রাসূল অথবা নাবী বা দূত ও পয়গম্বরকে ভালোবাসা প্রদর্শন করা: যেহেতু সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সমস্ত বার্তাবহ রাসূল অথবা নাবী বা দূত ও পয়গম্বরকে মানব সমাজের মধ্যে তাঁর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের বার্তা প্রচার করার জন্য নির্বাচন ও প্রেরণ করেছেন।
- মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনায় সচেষ্ট ও যত্নবান থাকা: সুতরাং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের ইমান যতো বেশি শক্তিশালী হবে, ততোই সে তাঁর বেশি ইবাদতে বা উপাসনায় মনোযোগী হবে ও তৎপর থাকবে।
- কল্যাণময় পবিত্র জীবন লাভ করা: তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আর এই বিষয়টির প্রতি ইমান বা বিশ্বাস রাখে যে, পার্থিব বিপদাপদ, দুঃখকষ্ট ও বিভিন্ন প্রকারের সঙ্কটের কারণে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির সম্মান প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে বেড়ে যায় এবং তার মর্যাদা উচ্চ হয় আর তার পাপ মাফ করা হয়। এবং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ পরকালে পরম সুখের যে সমস্ত উপাদান তৈরি করে রেখেছেন, সেই সমস্ত উপাদানের সে আশা রাখে।
- অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে পরকালের পরম সুখের জীবনকে ধ্বংস করার কাজে প্রতারিত না হওয়া: অতএব দুনিয়ার জীবন হলো নশ্বর বা অস্থায়ী জীবন। এই পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সঠিক ইমান এবং সৎ কর্মের মাধ্যমে পরকালে পরম সুখের জীবন লাভ করা যায়।
- সকল প্রকারের কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণার উৎপাটন করা: তাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সঠিক ইমান সকল প্রকারের কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাকে অগ্রাহ্য করে এবং নাকচ ও রহিত করে আর বাতিল বলে ঘোষণা করে।
- পরকালে জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করা: সুতরাং প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমজাতি পরকালে পরমানন্দ ও পরম সুখের ধাম জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করবে। আর সেই জান্নাত বা স্বর্গের পরমানন্দ ও পরম সুখ চিরকাল এবং চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকবে কেবলমাত্র প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমজাতির জন্য।

আমার ডায়েরি

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আপনি মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের যে সমস্ত সুফল অনুভব করেছেন, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি বিষয় লিখুন:

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ মহান আল্লাহর সমস্ত বার্তাবহ রাসূলের প্রতি ইমান স্থাপনের অর্থ হলো: কেবলমাত্র মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নবুয়তের প্রতি বা তিনি আল্লাহর নাবী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

◯ ঠিক ◯ বেঠিক

২ (আল্লাহর পরিচয় কী?) এই ভিডিওটি দেখার পর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলুন।

ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

৩ এই ভিডিওটি দেখুন (ইমানের ছয়টি স্তম্ভ) এবং ইমানের ছয়টি স্তম্ভের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের যে সুফলগুলি জানতে পারলেন, সেই সুফলগুলি উল্লেখ করুন।

ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

নিজের মূল্যায়ন নিজেই করুন

	শিক্ষার লক্ষ্য	মূল্যায়নের স্তর			
		না	দুর্বল	ভালো	চমৎকার
১	মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরগুলি কি আপনি জানতে পেরেছেন?				
২	প্রকৃত ইসলামের কি আপনি সরলভাবে ভাবার্থ বলতে পারবেন?				
৩	আপনি কি জানেন কিভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়?				
৪	আপনি কি দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ বুঝেন?				
৫	আপনি কি দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের আনুষঙ্গিক দাবির ব্যাখ্যা করতে পারবেন?				
৬	আপনি কি ইমানের সমস্ত স্তম্ভের জ্ঞান রাখেন?				
৭	আপনি কি মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের ভাবার্থ বলতে পারবেন?				
৮	আপনি কি ফেরেশতাদের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের ভাবার্থ বলতে পারবেন?				
৯	আপনি কি মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা গ্রন্থসমূহের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের ভাবার্থ উপস্থাপন করতে পারবেন?				
১০	আপনি কি সমস্ত পয়গম্বর বা বার্তাবহ রাসূলের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের ভাবার্থ বলতে পারবেন?				
১১	আপনি কি পরকালের শেষ দিবসের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের ভাবার্থ উল্লেখ করতে পারবেন?				
১২	আপনি কি ভাগ্যের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করতে পারবেন?				
১৩	আপনি কি দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন?				
১৪	আপনি কি জানেন কিভাবে একজন নতুন মুসলিম ব্যক্তি তার ঈমানকে সুদৃঢ় করবে?				
১৫	আপনি কি আপনার হৃদয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি ভালবাসা অনুভব করছেন?				

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআন

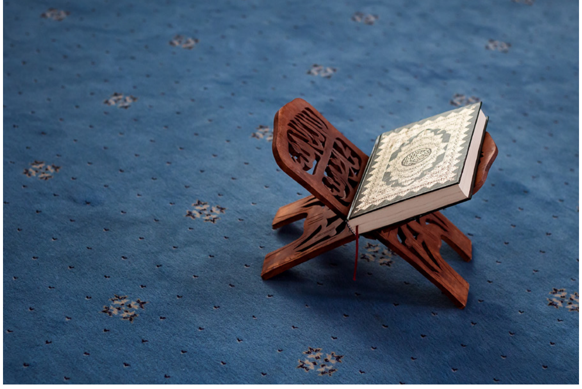

এই অধ্যায়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ

১ পবিত্র কুরআনের প্রকৃত তথ্য জানুন

২ ছোটো ছোটো সূরাগুলির তাফসীর বা ব্যাখ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআনের প্রকৃত তথ্য জানুন

অবতরণিকা

মহান আল্লাহ যখন তাঁর বার্তাবহ নাবীগণকে তাঁদের সম্প্রদায়দের কাছে প্রেরণ করেছেন, তখন তিনি তাঁদেরকে কতকগুলি মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় প্রদান করেছেন। যাতে তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়দের নিকটে মোজেজা বা অলৌকিক বিষয়গুলির দ্বারা তাঁদের আহ্বানের ন্যায়পরায়ণতা, সত্যতা ও সততা সাব্যস্ত করেন। তবে সেই সব মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় তাঁদের মৃত্যুবরণের পর শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যে সমস্ত মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় প্রদান করেছেন, সে সমস্ত মোজেজা বা অলৌকিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় পবিত্র কুরআন। এই পবিত্র কুরআন এমন একটি মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় যে, এই মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় তাঁর মৃত্যুবরণের পর শেষ হওয়ার নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ সেই মোজেজা বা অলৌকিক বিষয় পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ করার বিষয়টি নিজের দায়িত্বেই রেখেছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও আদবকায়দার জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

পবিত্র কুরআন কাকে বলে?

পবিত্র কুরআন হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর পবিত্র বাণীর গ্রন্থ। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সমস্ত ঐশী বাণীর গ্রন্থের মধ্যে মহা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন হলো সর্বশেষ ঐশী বাণীর গ্রন্থ। এই ঐশী বাণীর গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের পর আর অন্য কোনো ঐশী বাণীর গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না।

যে সমস্ত ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে; সেই সমস্ত ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থ আসলে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীগণ বা পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রতি এইভাবে ইমান রাখে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নাবীগণ বা পয়গম্বরগণের প্রতি এবং বার্তাবাহ রাসূলগণের প্রতি তাঁর পবিত্র বাণীর কতকগুলি গ্রন্থ বা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং মহান আল্লাহ সেই সমস্ত পবিত্র গ্রন্থের শাব্দিক আর্থিক আক্ষরিক সশব্দে উচ্চারণ করেছেন তাঁর উপযোগী নিয়ম মোতাবেক।

আর সেই সমস্ত ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

পবিত্র জাবুর গ্রন্থ, এই গ্রন্থটি দাউদ [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিলো।

পবিত্র তাওরাত গ্রন্থ, এই গ্রন্থটি মূসা [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিলো।

পবিত্র ইঞ্জিল গ্রন্থ, এই গ্রন্থটি ঈসা [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিলো।

এই সমস্ত গ্রন্থকে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন যুগে হেরফের ও রদবদল এবং পরিবর্তিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন পাঠের মর্যাদা:

- আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؛ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ". (جامع الترمذي، رقم الحديث 2910، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني).

অর্থ: "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, তাকে একটি পুণ্য প্রদান করা হবে। আর একটি পুণ্য হবে দশটি পুণ্যের সমতুল্য। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 2910, ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সঠিক) এবং গারীব (এক পন্থায় বর্ণিত) বলেছেন। আর আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

- আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন:

"اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ". (صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث 252 – (804)،).

অর্থ: "তোমরা পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকো, যেহেতু পরকালে কিয়ামতের দিন পবিত্র কুরআন পাঠকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য এই পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 252 - (804) এর অংশবিশেষ]।

পবিত্র কুরআন হলো আত্মা ও বুদ্ধির খোরাক বা খাদ্য:

পবিত্র কুরআন মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিকে সমানভাবে সম্বোধন ও আহ্বান করেছে। অতএব পবিত্র কুরআন মানুষের বুদ্ধিকে সম্বোধন ও আহ্বান করে নিম্নের পদ্ধতি মোতাবেক:

- বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে বা যুক্তিসঙ্গত নিয়মে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাব্যস্ত করা অথবা কোনো সমস্যার সমাধান করা: তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ)، سورة الأنبياء، الآية 22.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যদি মহাকাশ ও পৃথিবীতে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ছাড়া আরো অনেক সত্য উপাস্য থাকতো, তাহলে একাধিক উপাস্যের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে সৃষ্টি জগতের সিস্টেম, শৃঙ্খলা এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ধ্বংস হয়ে যেতো। আর যারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করে, তাদের এই ভুল আচরণ হতে তিনি মহান আরশের বা সিংহাসনের অধিপতি অতি নিরঞ্জন পরম পবিত্র"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং ২২)।

- দলিল-প্রমাণের ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা: সুতরাং তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ)، سورة البقرة، الآية 219.

ভাবার্থের অনুবাদ: "এইভাবে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও করুণাপূর্ণ বিধিবিধান তোমাদেরকে প্রদান করেন। যাতে তোমরা তোমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে সেই বিধিবিধানের তাৎপর্য ও মঙ্গলময় জীবন লাভের জ্ঞানার্জন করতে পারো"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২১৯)।

- যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না এবং যুক্তিসঙ্গত নিয়ম অবলম্বন করে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা: তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا)، سورة الفرقان، الآية 44.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে করো যে, যারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করে, তাদের অধিকাংশ লোক তোমার মঙ্গলময় শিক্ষার বাণী শ্রবণ করবে এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা উপলব্ধি করবে? না! যেহেতু তারা গবাদি পশুর মতো। বরং তারা তো গবাদি পশুর চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট ও পথভ্রান্ত"। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং ৪৪)।

পবিত্র কুরআন মানুষের আত্মা ও আবেগী অনুভূতিকে সম্বোধন ও আহ্বান করে নিম্নের পদ্ধতি মোতাবেক:

- পবিত্র কুরআন অনেক ক্ষেত্রে আবেগী অনুভূতি জাগ্রত ও প্রকাশ করে এবং তার চিত্র তুলে ধরে: তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ)، سورة البقرة، جزء من الآية 165.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর মানব সমাজের মধ্যে কতকগুলি এমন মানুষ আছে যে, তারা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তিকে সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে তারা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে ভালবাসার মতো ভালবাসে ও তাদের উপাসনা করে। আর যারা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে সত্য উপাস্য হিসেবে তাদের অন্তরে প্রকৃত ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারাই হলো তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ ভালোবাসা পোষণকারী পরম প্রেমিক"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৬৫ এর অংশবিশেষ)।

- মানবিক আবেগ স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তার ভালোমন্দ প্রভাবের কথা তুলে ধরা: তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ)، سورة المائدة، جزء من الآية 82.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর মুসলিম জাতির সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ওই সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারা বা খৃষ্টান বলে আখ্যাত করে; এটি এই জন্য যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত বা বিদ্বান ও সংসারবিরাগী আছে এবং তারা মোটেই অহঙ্কার করে না"। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৮২ এর অংশবিশেষ)।

- প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে বিনম্রতা ও কৃপার পদ্ধতি অবলম্বন করা: তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، سورة النحل، جزء من الآية 125.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ! তুমি মানব সমাজকে তোমার প্রতিপালকের মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে পবিত্র কুরআনের আলোকে মানুষের উপযোগী পদ্ধতিতে এবং তাদের উপযোগী কৌশলে অতি পরিমার্জিত নিয়মে এবং অত্যন্ত সুরুচিসম্মত পন্থায় ও শিষ্ট আচরণের ভঙ্গিতে এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করবে তাদের সুবিধাজনক উপায়ে অতি উত্তম পন্থায়"। [সুরা আন নাহাল, আয়াত নং ১২৫] ।

- ইমানের প্রভাবকে উদ্ভাসিত করার জন্য কতকগুলি আয়াত উপস্থাপন করা: মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ)، سورة النساء، الآية 94 .

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরাও একসময় এমন অবস্থায় ছিলে যে, তোমরা সেই অবস্থায় প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টিকে গোপনে রাখতে; মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপা করেছেন এবং তোমাদেরকে এখন প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী ও শক্তিশালী করেছেন"। "। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ৯৪ এর অংশবিশেষ)।

- আত্মা ও আবেগী অনুভূতিকে সচেতন করা: মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ)، سورة النور، جزء من الآية 22.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা কী চাও না যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন"? (সূরা আন নূর, আয়াত নং ২২ এর অংশবিশেষ)।

- কোনো কোনো সময়ে একটি আয়াতের মধ্যে মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিকে সম্বোধন করা হয়। আর একই সাথে বুদ্ধিকে জাগ্রত করে তাকে মানিয়ে নেওয়া হয় এবং আবেগী অনুভূতিকেও আলোড়িত বা আন্দোলিত করা হয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ)، سورة فاطر، الآية 3.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ করো তোমাদের হৃদয় দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা আর তাঁর পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করো। যেহেতু তিনি ছাড়া কোনো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা নেই যে, সে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবিকা প্রদান করবে। অতএব তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; তাই তোমরা তাঁরই উপাসনা করো। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা কীভাবে বিপথগামী হয়ে মূর্তি বা প্রতিমা অথবা অন্যান্য বস্তু কিংবা ব্যক্তির উপাসনা করতে যাচ্ছো"? (সূরা ফাতির, আয়াত নং ৩)।

আলোচনা করুন

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে আপনি পবিত্র কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াত পাঠ করেছিলেন? এবং সেই আয়াতগুলি আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

....

....

....

....

....

....

....

পবিত্র কুরআন হলো জীবন বিধান:

পবিত্র কুরআন হলো সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য সব জগতের পরম প্রভু আল্লাহর পবিত্র বাণীর গ্রন্থ, যিনি সকল জাতির মানব সমাজকে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের সমস্ত অবস্থা ও সমস্ত পরিস্থিতির বিষয়ে তাদের চেয়েও তিনি বেশি অবগত আছেন এবং কিসে তাদের মঙ্গল আছে আর কিসে তাদের অমঙ্গল আছে, এই বিষয়েও তিনি সম্যক অবগত আছেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআনকে সর্বশেষ ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট জীবন বিধান হিসেবে সকল জাতির মানব সমাজের জন্য অবতীর্ণ করেছেন।

পবিত্র কুরআন একটি জীবন বিধান, এর কতকগুলি নিদর্শন নিম্নের বিবরণ মোতাবেক উপস্থাপন করা হলো:

১। পবিত্র কুরআনের মধ্যে রয়েছে প্রশস্ততা: তাই সকল জাতির মানব সমাজের জন্য পবিত্র কুরআনের মধ্যে সুখময় জীবন লাভের সমস্ত প্রকারের সরল সঠিক উপকরণ ও সমস্যা সমাধানের সুব্যবস্থা রয়েছে। তাই এর মধ্যে পাওয়া যায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের নিয়মকানুন, পারিবারিক বিধিবিধান এবং সামাজিক সুপ্রণালি।

২। পবিত্র কুরআনের মধ্যে রয়েছে ব্যাপকতা: সুতরাং পবিত্র কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় মতবাদ বা আকীদা, ইবাদত বা উপাসনা, আচরণ বিধি, সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্ক, আধ্যাত্মিক ও আবেগী অনুভূতি এবং শারীরিক দিক এবং শান্তি ও যুদ্ধের অবস্থায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সম্পর্কের বিষয় ইত্যাদি।

৩। পবিত্র কুরআনের মধ্যে রয়েছে ন্যায়বিচার: অতএব পবিত্র কুরআন সদাসর্বদা এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করার আদেশ প্রদান করে। এমনকি পবিত্র কুরআন শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা প্রদান করে এবং সকল প্রকারের অন্যায়, অবিচার, অনাচার ও জুলুম করা হতে নিষেধ করে।

!

পবিত্র কুরআন সকল জাতির মানব সমাজকে তাদের জীবনযাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়মনীতি ও রূপরেখা প্রদান করে। তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়। এবং তাদের কী করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় রয়েছে তা নির্ধারিত করে দেয়। এর সাথে সাথে পবিত্র কুরআনের সমস্ত বিধিবিধানে রয়েছে উচ্চ নমনীয়তার বৈশিষ্ট্য। তাই পবিত্র কুরআনের সমস্ত বিধিবিধান, নিয়মকানুন এবং আদবকায়দা সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতি সর্বস্থানে ও সর্বকালে প্রযোজ্য।

পবিত্র কুরআনে বার্তাবহ নাবীগণের কিসসা বা গল্পের বিবরণ:

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত গল্পসমগ্রে অনেক নাবী বা রাসূলের জীবনকাহিনীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সমস্ত বার্তাবহ নাবী বা রাসূলের মধ্যে রয়েছেন: আদিম মানব আদম, নুহ, হুদ, সালেহ, শোয়াইব, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, মুসা এবং ঈসা প্রমুখ বার্তাবহ পয়গম্বর বা নাবী ও রাসূল [আলাইহিমুস সালাম]।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে নাবীগণের কিসসা বা গল্পের কতকগুলি তাৎপর্য রয়েছে। সেই সমস্ত তাৎপর্যের মধ্যে থেকে কয়েকটি বিষয় হলো:

১। সমস্ত বার্তাবহ নাবী বা রাসূলের ধর্ম হলো একমাত্র প্রকৃত ইসলাম। আর সেই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মূল বিষয় হলো মহান আল্লাহর একত্ব সাব্যস্ত করা।

২। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে সান্ত্বনা দেওয়া, আশ্বাস দেওয়া, প্রবোধ দেওয়া এবং তাঁর কর্মে তাঁকে উৎসাহিত করা। যেহেতু পূর্বের সমস্ত বার্তাবহ নাবী বা রাসূলের সাথে যা ঘটেছে, তাই তাঁর সাথে ঘটেছে।

৩। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজকে সান্ত্বনা দেওয়া, আশ্বাস দেওয়া, প্রবোধ দেওয়া এবং তাদেরকে তাদের কর্মে উৎসাহিত করা। তারা যেন প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার উপরে অটল থাকে। যেহেতু পূর্বের প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের উপরে যে সমস্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা সংকট এসেছে, তা তাদের উপরেও এসেছে।

৪। এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে কল্যাণমূলক শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। যেহেতু এই সমস্ত ঘটনা হলো বাস্তব ঘটনা।

অতএব প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও তার বিধিবিধান, নিয়মকানুন এবং আদবকায়দার জ্ঞান লাভ করার প্রতি সজাগ থাকা অপরিহার্য।

অনুশীলন

নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির মধ্যে থেকে প্রতিটি বাক্যকে তার উপযোগী স্থানে রাখুন:

- মহান আল্লাহর বাণী
- তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করবে
- প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে বিনম্রতা ও কৃপার পদ্ধতি অবলম্বন করার আদেশ দেয়
- বুদ্ধি ব্যবহার করার প্রতি আহ্বান জানায়
- আত্মাকে প্রভাবিত করার ভাষা ব্যবহার করে
- ঐশী বাণীর সর্বশেষ পবিত্র গ্রন্থ
- বিশ্বনবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল

কুরআনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:

কুরআনের মর্যাদার মধ্যে রয়েছে:

পবিত্র কুরআন

পবিত্র কুরআনের সূরার সংখ্যা

(114) একশত চৌদ্দটি সূরা

তার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য

আরবের কতকগুলো মানুষ পবিত্র কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তাই তাদেরকে পবিত্র কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছিলো এই বলে যে, তারা পারে তো পবিত্র কুরআনের মতো কিছু রচনা করুক অথবা তার একটি সূরার মতো কিছু রচনা করুক কিংবা তার দশটি আয়াতের মতো কিছু রচনা করুক। কিন্তু তারা কিছুই রচনা করতে পারেনি।

পবিত্র কুরআনের ভাষা

পবিত্র কুরআনকে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন আরবি ভাষায়।

পবিত্র কুরআনের উৎস

মহান আল্লাহ মহা ফিরেশতা জিবরিল [আলাইহিস সালাম] এর মাধ্যমে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা

পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা হলো সর্ব মোট ৬২৩৬টি।

পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ

মহান আল্লাহ সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মক্কা শহরে এবং মদীনা শহরে পৃথক পৃথক ভাবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের নাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের নাম রেখেছেন: কুরআন, কিতাব, ফুরকান এবং জিকর ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনের বড়ো বড়ো বিষয়সমূহ

পবিত্র কুরআনের মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বড়ো বড়ো বিষয়ের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, সে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:

১। মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের বিষয়। তাই পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এবং তাঁর অংশীদার স্থাপন করা অগ্রাহ্য ও বাতিল করা হয়েছে।

২। মহান আল্লাহর সুদৃঢ় সৃষ্টি জগতের বিষয়। সুতরাং তিনিই কেবলমাত্র মহা বিশ্বকে অতি সুন্দর করে এবং সুদৃঢ় করে সৃষ্টি করেছেন নিজের সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা।

৩। কতকগুলি কিসসা বা গল্পের বিষয়। পবিত্র কুরআনের কিসসা বা গল্পের বিষয়গুলির মধ্যে সুখময় জীবন লাভের অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

৪। সৃষ্টি জগতের সূচনা এবং তার বৃত্তান্ত ও বিবরণ। মানব জাতির সৃষ্টির কথা ও তাদের মৃত্যুবরণের বর্ণনা এবং তাদের মৃত্যুবরণের পর পরকালে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা এবং তাদের পুনরায় জীবন লাভ করা। আর তাদেরকে তাদের কর্মের ফল প্রদান করার বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতির জীবন পরিচালিত করার নিয়মকানুন বা বিধিবিধান মেনে চলার প্রশিক্ষণের বিষয় রয়েছে পবিত্র কুরআনের মধ্যে।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ পবিত্র কুরআন মানুষের বুদ্ধিকে সম্বোধন ও আহ্বান করে বুদ্ধি বা যুক্তিসঙ্গত নিয়মে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাব্যস্ত করার জন্য।

○ সঠিক ○ বেঠিক

২ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন কেন অবতীর্ণ করেছেন?

....

....

....

....

....

....

৩ এই ওয়েবসাইটটি “alnaba.ws” টি পাঠ করুন এবং তারপর কিছু প্রমাণ উল্লেখ করুন যা কুরআনের সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সাব্যস্ত করে ও অলৌকিকতার কিছু দিক উল্লেখ করে।

এই পৃষ্ঠাটি দেখার আলোকে

....

....

....

....

....

....

৪ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন:

○ (ক) সমস্ত নাবীর প্রতি

○ (খ) বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো ছোটো সূরাগুলির তাফসীর বা ব্যাখ্যা

অবতরণিকা

সূরা আল ফাতিহাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা হিসাবে পরিগণিত করা হয় এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অনেক হাদিসে এর ফজিলত ও মহত্ত্বের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছেন। এই পবিত্র সূরাটি সমস্ত মুসলিম সমাজের মানুষের প্রতি মুখস্ত করা অপরিহার্য। যেহেতু এই সূরাটি প্রত্যেক নামাজে পাঠ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। এই পরিচ্ছেদে আমরা এই সূরাটির জ্ঞান লাভ করবো এবং এর আয়াতগুলি মুখস্থ করবো আর এর ভাবার্থের জ্ঞানার্জন করবো। এর সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআনের কতকগুলি এমন ছোটো ছোটো সূরার জ্ঞান লাভ করবো, যে সেই সূরাগুলির ব্যাপক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবার্থ রয়েছে।

সূরা ফাতিহা:

সূরা ফাতিহার ভাবার্থ:

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)

১। আমি পবিত্র কুরআন পাঠ করা শুরু করছি আল্লাহর নামে ও তাঁর সাহায্যে। "আল্লাহ" হলেন সত্য উপস্য, তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতি অনন্ত করুণাময়। তাই তাঁর করুণা সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর তিনি পরম দয়ালু বিশেষ করে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের জন্য।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

২। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা তাঁর পরিপূর্ণ ও নিখুঁত গুণাবলির কারণে এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাঁর অনুগ্রহের কারণে। তিনিই কেবলমাত্র সকল প্রকারের প্রশংসার প্রকৃত উপযোগী ও প্রকৃত অধিকারী। যেহেতু তিনিই কেবলমাত্র সকল সৃষ্টি জগতের সংরক্ষক ও প্রতিপালক। তিনিই কেবলমাত্র তাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের প্রতিপালনকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তাদের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক।

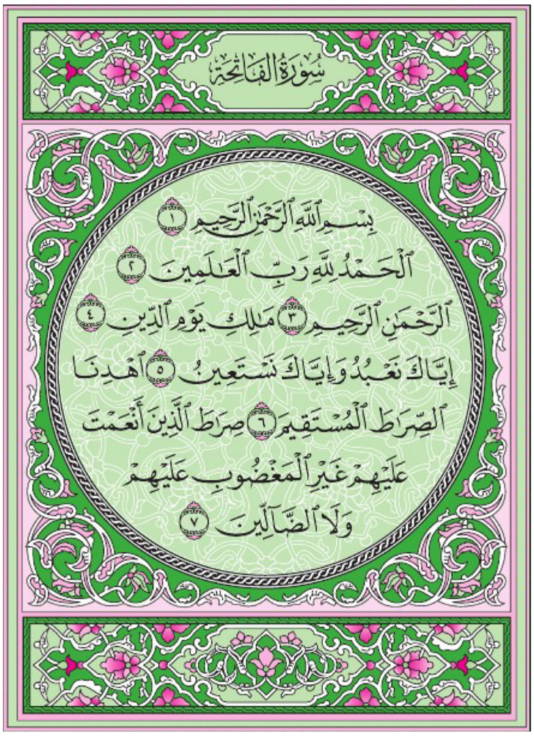

(الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)

৩। তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতি অনন্ত করুণাময়। তাই তাঁর করুণা সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর তিনি পরম দয়ালু; বিশেষ করে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের জন্য।

অনন্ত করুণাময়। এই পবিত্র নামটি সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

পরম দয়ালু। এই পবিত্র নামটি কেবলমাত্র প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

(مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ)

৪। তিনি মহা প্রলয়ের দিন বা কিয়ামতের দিনের মালিক। তাই সেই দিন তিনি সকলকে তাদের কর্মের ফল প্রদান করার প্রকৃত অধিপতি।

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)

৫। হে সৃষ্টি জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ! আমরা কেবলমাত্র আপনারই উপাসনা করি এবং আমাদের সমস্ত বিষয়ে আপনারই নিকটে সাহায্যও প্রার্থনা করি। কেননা আপনিই তো সব জগতের রক্ষণাবেক্ষণের প্রকৃত অধিপতি এবং সমস্ত বিষয় রয়েছে আপনারই হাতে।

(اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)

৬। হে সৃষ্টি জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি অবিচল ও অটল থাকার পথ প্রদর্শন করুন এবং তারই উপরে আমাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত। আর প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা যায়।

(صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ)

৭। হে সৃষ্টি জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ! প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো সেই সমস্ত লোকের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদেরকে আপনি আপনার মনোনীত পথে পরিচালিত করেছেন। আর তাঁরা হলেন আপনার সমস্ত বার্তাবহ নাবী বা সমস্ত পয়গম্বর ও তাঁদের সহায়কগণ এবং তাঁদের অনুসারীগণ। এবং তাঁরাই তো আসলে আপনার মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের ধারক ও বাহক।

হে সৃষ্টি জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের পথ হতে রক্ষা করুন, যাদের প্রতি আপনার ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্যতা জানার পর তা বর্জন করেছে। আর আপনি আমাদেরকে তাদেরও পথ হতে রক্ষা করুন, যারা অজ্ঞতার কারণে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আলোচনা করুন

সূরা ফাতিহা মুখস্থ করার কী পন্থা বা প্রণালী রয়েছে?

....

....

....

সূরা ইখলাস:

সূরা ইখলাসের ভাবার্থ:

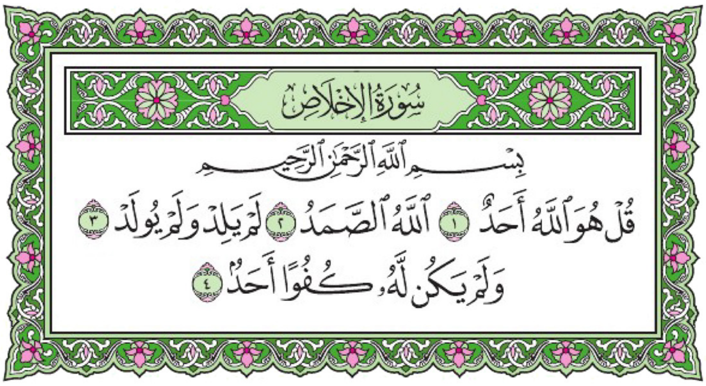

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

১। হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতিপালক মহান আল্লাহর বিবরণ বা বৈশিষ্ট্য জানতে চায়বে, তাকে তুমি বলে দিবে: তিনিই আল্লাহ, সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই পরম প্রভু ও প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।

(اللَّهُ الصَّمَدُ)

২। তিনি আল্লাহ, তিনি তাঁর গুণাবলির দিক দিয়ে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ। তাই তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী; তাই তিনি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন।

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

৩। তিনি আল্লাহ এমন মহান সত্তার অধিকারী এবং অমুখাপেক্ষী যে, তাঁর কোনো সন্তান বা ছেলে কিংবা মেয়ে নেই আর তাঁর কোনো জনক জনিকা বা পিতামাতাও নেই।

(وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

৪। তাঁর অস্তিত্ব, সত্তা, নাম, গুণাবলি এবং কাজকর্মে তাঁর কোনো সমতুল্য, জুড়িদার বা সহকর্মী নেই”।

সূরা ফালাক:

সূরা ফালাকের ভাবার্থ:

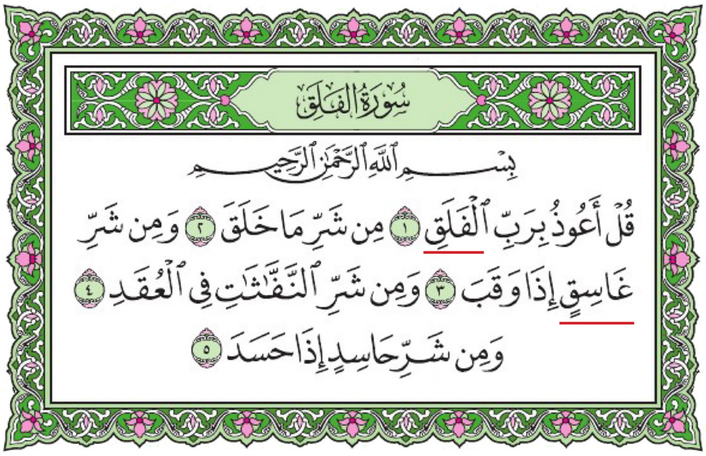

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

১। হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলো: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই ঊষার প্রতিপালকের কাছে, যখন তার আভা প্রকাশ পায়।

(مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)

২। তিনি যে সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সে সমস্ত বস্তুর অনিষ্ট হতে।

(وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

৩। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা গভীর হয় ও তাতে যে সমস্ত অমঙ্গল ও ক্ষতিকর বস্তু বিরাজ করে, সে সমস্ত বস্তুর অনিষ্ট হতে।

আলফালাক: ঊষার আভা প্রকাশ হওয়া।

আলগাসাক: রাতের গভীর অন্ধকার।

(وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

৪। আর ওই সমস্ত নারীর অনিষ্ট হতে, যে সমস্ত নারী জাদু করার জন্য গিরায় ফুঁক দেয়।

(وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

৫। আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে তার হিংসার দ্বারা অন্যের মঙ্গল নষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাকে কষ্টে নিমজ্জিত হওয়ার বাসনা করে।

সূরা নাস:

সূরা নাসের ভাবার্থ:

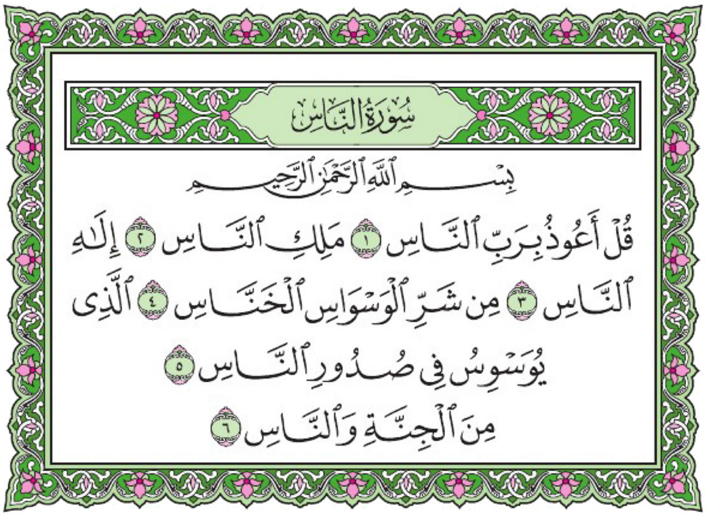

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

১। হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলো: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সমস্ত মানুষের পরম প্রতিপালক সর্বময় ক্ষমতার সত্য অধিকারীর নিকটে।

(مَلِكِ النَّاسِ)

২। যিনি সকল মানুষের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও অধিপতি।

(إِلَهِ النَّاسِ)

৩। যিনি সমস্ত মানুষের প্রকৃত উপাস্য; সুতরাং তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।

(مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ)

৪। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের অমঙ্গল ও অনিষ্ট হতে, যখন সে মানব সকলের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং তাদের অনুভূতি ও নানা প্রকারের ভাবনা নিয়ে ছলনা করে যখন তারা আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ থেকে বিমুখ বা বেখেয়াল থাকে। এবং তারা যখন আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণে মগ্ন ও সক্রিয় থাকে, তখন সে তাদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়।

(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ)

৫। যে অসৎ বিষয়ের চিন্তা মাবন জাতির অন্তরে সঞ্চার করে এবং তাদেরকে কুৎসিত বিষয়ের কল্পনায় নিমজ্জিত করে।

(مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ)

৬। সে শয়তান জিনের মধ্যে থেকে হয় অথবা শয়তান মানুষের মধ্যে থেকে হয়।

সূরা কাফিরূন:

সূরা কাফিরূনের ভাবার্থ:

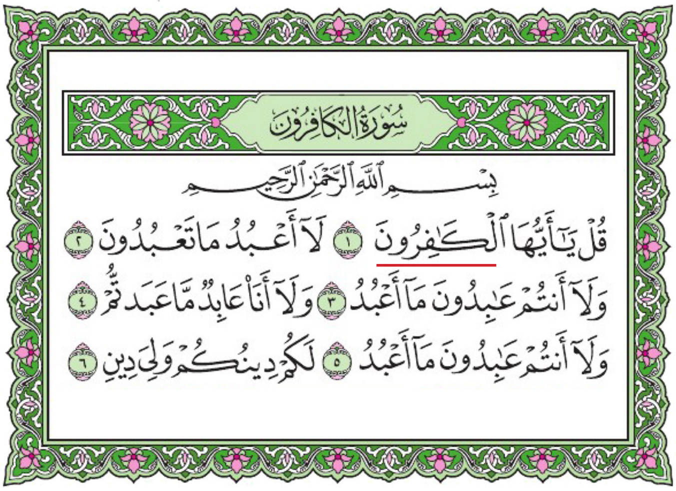
سُورَةُ الكَافِرُونَ
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)

১। হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলো: আল্লাহ ও তদীয় বার্তাবহ রাসূলের শিক্ষা তথা আল্লাহকে প্রত্যাখ্যানকারী হে অমুসলিম সমাজ!

(لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ)

২। আমি ওই সমস্ত বস্তু বা প্রতিমার কখনই এবং কোনো অবস্থাতে উপাসনা করবো না, যে সমস্ত বস্তু বা প্রতিমার তোমরা উপাসনা করছো।

(وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ)

৩। এবং তোমরাও কখনই এবং কোনো অবস্থাতে সেই সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর উপাসনা করবে না, যে সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর উপাসনা আমি করছি। যেহেতু তিনিই কেবলমাত্র সমস্ত উপাসনার সত্য অধিকারী।

(وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ)

৪। আর আমি অতীতে অথবা বর্তমানে ওই সমস্ত বাতিল উপাস্যের বা প্রতিমার উপাসনাকারী নই, যে সমস্ত বাতিল উপাস্যের বা প্রতিমার তোমরা উপাসনা করেছো।

(وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ)

৫। আর তোমরাও কখনই এবং কোনো অবস্থাতে সেই সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর উপাসনা করবে না, যে সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর উপাসনা আমি করছি। যেহেতু তিনিই কেবলমাত্র সমস্ত উপাসনার সত্য অধিকারী।

(لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ)

৬। তোমরা যে ধর্মটি অবলম্বন ও মনোনীত করেছো, সেটিই তোমাদের ধর্ম। আর আমি যে ধর্মটি অবলম্বন ও মনোনীত করেছি, সেটি হলো আমার ধর্ম।

মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বকে এবং তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বার্তা ও শিক্ষাকে তথা প্রকৃত ইসলামধর্মকে যে ব্যক্তি সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করে না, সে ব্যক্তিকে কাফের বা অমুসলিম বলা হয়।

আলোচনা করুন

সূরা ইখলাস এবং সূরা কাফিরূন কোন বিষয়টির উপরে বেশি তাগিদ দিয়েছে?

....

....

....

....

....

....

....

সূরা কাউসার:

সূরা কাউসারের ভাবার্থ:

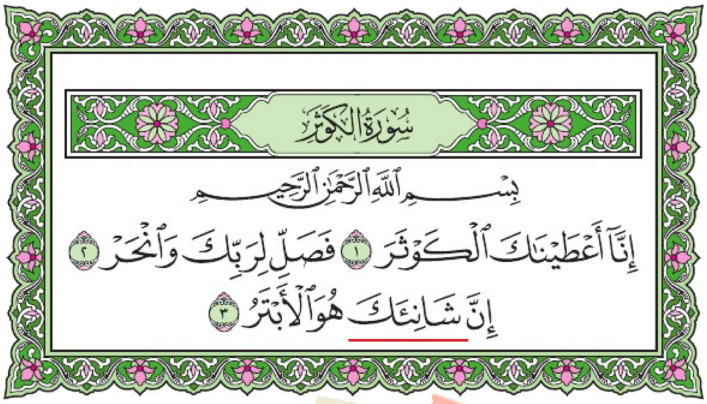

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)

১। হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি অবশ্যই তোমাকে ইহকাল ও পরকালে অশেষ বা অফুরন্ত কল্যাণ দান করেছি। আর এই অশেষ বা অফুরন্ত কল্যাণের মধ্যে রয়েছে জান্নাতের কাউসার নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রস্রবণ বা ঝরনা।

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

২। অতএব তুমি তোমার প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রদত্ত সম্মান ও কল্যাণের কারণে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁরই জন্য নামাজ পড়ো ও কুরবানি করো; যেহেতু তাঁর কোনো সহায়ক কিংবা অংশীদার নেই।

شانئك: এর অর্থ: যে তোমাকে ঘৃণা করে এবং তুমি যে সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম নিয়ে এসেছো, সেই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামকে ঘৃণা করে।

(إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)

৩। অবশ্যই তোমার সেই শত্রু যে তোমাকে ঘৃণা করে এবং তুমি যে সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম নিয়ে এসেছো, সেই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামকেও ঘৃণা করে, সে সকল প্রকারের কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন, বঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে বিলীন হয়ে যাবে।

সূরা আসর:

সূরা আসরের ভাবার্থ:

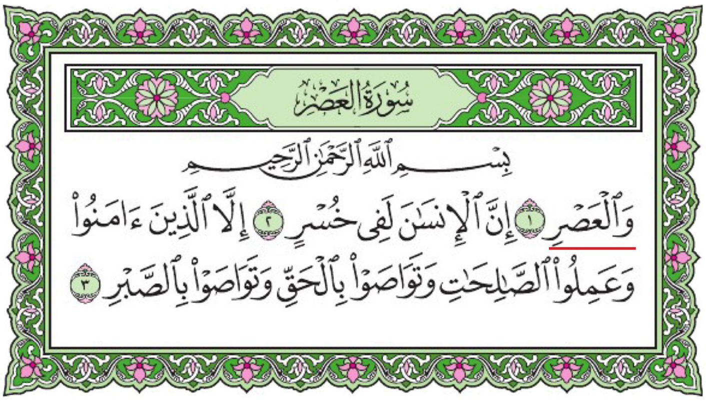

(وَالْعَصْرِ)

১। কসম যুগের ও সময়ের; যেহেতু মানব জাতির ভালোমন্দ সব রকম কাজের আধার হলো এই যুগ ও সময়।

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ)

২। নিশ্চয় সমস্ত মানুষ সর্বহারা হয়ে সুখশান্তি ও মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

৩। কিন্তু তারা তা থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যারা মহান আল্লাহর প্রতি নিজ নিজ অন্তরে বিশ্বাস বা ইমান স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে আর পরস্পরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মেনে চলার সদুপদেশ দিবে এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার প্রতি অটল থাকার প্রতি ও ধৈর্যধারণের জন্য সদুপদেশ দিবে।

নিজের মূল্যায়ন নিজেই করুন

	শিক্ষার লক্ষ্য	মূল্যায়নের স্তর			
		না	দুর্বল	ভালো	চমৎকার
১	আপনি কি পবিত্র কুরআনের পরিচয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন?				
২	আপনি কি পবিত্র কুরআনের মধ্যে এবং জীবনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি কল্পনা করতে পারেন?				
৩	আপনি কি জানেন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বার্তাবহ নাবীগণের কিসসা বা গল্প কেন উপস্থাপন করেছেন?				
৪	আপনি কি সূরা ফাতিহার সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
৫	আপনি কি সূরা ইখলাসের সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
৬	আপনি কি সূরা ফালাকের সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
৭	আপনি কি সূরা নাসের সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
৮	আপনি কি সূরা কাফিরূনের সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
৯	আপনি কি সূরা কাওসারের সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
১০	আপনি কি সূরা আসরের সংক্ষেপে সার্বিক ভাবার্থ বুঝেন?				
১১	আপনি কি সূরা ফাতিহা সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				
১২	আপনি কি সূরা ফাতিহা মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
১৩	আপনি কি সূরা ইখলাস সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				

	শিক্ষার লক্ষ্য	মূল্যায়নের স্তর			
		না	দুর্বল	ভালো	চমৎকার
১৪	আপনি কি সূরা ইখলাস মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
১৫	আপনি কি সূরা ফালাক সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				
১৬	আপনি কি সূরা ফালাক মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
১৭	আপনি কি সূরা নাস সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				
১৮	আপনি কি সূরা নাস মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
১৯	আপনি কি সূরা কাফিরূন সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				
২০	আপনি কি সূরা কাফিরূন মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
২১	আপনি কি সূরা কাওসার সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				
২২	আপনি কি সূরা কাওসার মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
২৩	আপনি কি সূরা আসর সঠিকভাবে পড়তে পারেন?				
২৪	আপনি কি সূরা আসর মুখস্থ করতে পেরেছেন?				
২৫	আপনি যে সমস্ত সূরা পড়েছেন, সে সমস্ত সূরার ভাবার্থ কি আপনি অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারছেন?				

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত বা উপাসনা

এই অধ্যায়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ

১ ইবাদত বা উপাসনা

২ পবিত্রতা

৩ ওজু

৪ গোসল

৫ মুসলিম নারীর কতকগুলি বিশেষ বিধিবিধান

৬ নামাজ

৭ জাকাত

৮ রোজা

৯ হজ্জ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবাদত বা উপাসনা

অবতরণিকা

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি নিজের জীবনে কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনার মাধ্যমে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে। আর এই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা হলো আসলে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তির সহিত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মহিমা বর্ণনা করার জন্য এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর যতো বেশি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি করবে, এর প্রভাব তার বাহ্যিক জীবনে ততোই বেশি পড়বে। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি নিজের জীবনের সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্মকে ইবাদত বা উপাসনার রূপে রূপান্তরিত করে থাকে। সুতরাং সে তার কর্ম, ঘুম এবং আনন্দ উপভোগ করা ইত্যাদি সবকিছুই মহান আল্লাহর শিক্ষা মোতাবেক করে থাকে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলছেনে:

(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)، سورة الأنعام، الآيات 162–163.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয় সুতরাং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এই ঘোষণা করার জন্য আমাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এবং এই মুসলিম জাতির মধ্যে প্রথম মুসলিম ব্যক্তি কেবলমাত্র আমিই"। (সূরা আল আনআম, আয়াত নং 162-163)।

এই পরিচ্ছেদে আমরা ইবাদত বা উপাসনার অর্থ, তার কতকগুলি বিভাগ ও ইবাদত বা উপাসনা কবুল হওয়ার শর্তাবলি এবং তার কতকগুলি স্তরের জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

ইবাদত বা উপাসনার অর্থ:

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক ইবাদত বা উপাসনা হলো ওই সমস্ত সৎকর্ম, যে সমস্ত সৎকর্মের মাধ্যমে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে।

আর এই ইবাদত বা উপাসনার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকারের এমন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা এবং কাজ, যে সেই সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা এবং কাজকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। আর প্রকাশ্য ইবাদত বা উপাসনার মধ্যে রয়েছে শারীরিক উপাসনা। যেমন:- নামাজ পড়া, হজ্জ পালন করা ইত্যাদি। আর গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য ইবাদত বা উপাসনার মধ্যে রয়েছে হৃদয়ের উপাসনা। যেমন:- প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভক্তি সহকারে ভয় করা এবং ইচ্ছা, বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁরই উপরে আস্থা ও আশা রাখা ইত্যাদি।

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি নিজের ভালো নিয়তের বা সৎ সংকল্পের মাধ্যমে এবং শুভ বা সদুদ্দেশ্যের মাধ্যমে তার জীবনযাপনের সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্মকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনায় রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে শক্তি অর্জন করার জন্য তার পানাহারের দ্বারা এবং ঘুম বা নিদ্রার দ্বারা পুণ্য লাভ করে থাকে।

ইবাদত বা উপাসনার বিভাগসমূহ:

ইবাদত বা উপাসনার কয়েকটি বিভাগ রয়েছে:

আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ইবাদত বা উপাসনা:

এই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার অন্তর বা হৃদয়ের দ্বারা সম্পাদিত করে থাকে। যেমন:- মহান আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভক্তি সহকারে ভয় করা এবং ইচ্ছা, বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁরই উপরে আস্থা ও আশা রাখা এবং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করা বা বিনম্রতা ইত্যাদি।

আকাঙ্ক্ষা বা কামনা ও বাসনা: প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কৃপায় আনন্দিত হওয়া এবং তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের আশা রাখা ও কামনা করা। তবে এর সাথে সাথে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা এবং মহান আল্লাহর উপরে সুন্দরভাবে আস্থা বা ভরসা রাখা। বিনম্রতার অর্থ: বিনম্রতা হলো আত্মনিয়োগের এমন একটি অবস্থা যে, সেই অবস্থায় হৃদয়ে সুস্থিরতা ও প্রশান্তি বিরাজ করে। এবং কোনো উপাসনা করার সময় ঐকান্তিকতার সহিত এবং একাগ্রতার সহিত মনকে বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যেমন:- নামাজের মধ্যে বিনম্রতা, সুস্থিরতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা। আর এর নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে থাকে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

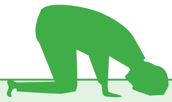

দৈহিক ইবাদত বা উপাসনা:

এই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত করে থাকে। যেমন:- নামাজ, জাকাত এবং হজ্জ পালন করা ইত্যাদি।

বর্জনের মাধ্যমে ইবাদত বা উপাসনা:

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি হারাম বস্তু বর্জন করার মাধ্যমে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যেমন:- মাদক দ্রব্য ত্যাগ করা, জেনা পরিত্যাগ করা অথবা কতকগুলি বৈধ বা হালাল বস্তু নির্ধারিত সময়ে বর্জন করা। যেমন:- রোজার অবস্থায় দিনের বেলায় পানাহার বর্জন করা ইত্যাদি।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ইবাদত বা উপাসনা কবুল হওয়ার শর্তাবলি:

ইবাদত বা উপাসনা কবুল হওয়ার দুইটি শর্ত রয়েছে: প্রথম শর্তটি হলো ইখলাস বা একনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতা। সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ইবাদত বা উপাসনা ও সৎকর্ম সম্পাদিত করে। এবং তাতে মহান আল্লাহর কোনো অংশীদার স্থাপন করে না আর লোককে দেখানো বা শুনানোর জন্য কোনো ইবাদত বা উপাসনা ও সৎকর্ম সম্পাদিত করে না।

লোক দেখানো ও শুনানো: কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন কোনো মানুষকে দেখানোর জন্য বা কোনো মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত বা উপাসনা ও সৎকর্ম করবে তখন তার এই আচরণকে রিয়া বা লোক দেখানো ও শুনানোর আচরণ বলা হবে।

দ্বিতীয় শর্তটি হলো মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ম বা বিধিবিধান মোতাবেক ইবাদত বা উপাসনা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক তথা আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক মহান আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করে।

আলোচনা করুন

লোক দেখানো ধার্মিকতা বা রিয়াকারীর মাধ্যমে ভণ্ড ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতা ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতা ত্যাগ করে কী হারায়?

....

....

....

....

....

....

ইবাদত বা উপাসনার স্তরসমূহ:

ইবাদত বা উপাসনার কয়েকটি স্তর রয়েছে:

১। কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনা হলো মুসলিম সমাজের সমস্ত মানুষের প্রতি অপরিহার্য বা ওয়াজিব হয়। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ হলো নামাজ পড়া।

২। কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনা মুসলিম সমাজের কতকগুলি লোকের প্রতি অপরিহার্য বা ওয়াজিব হয়। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ হলো জাকাত প্রদান করা। কেবলমাত্র ধনবান বা সম্পদশালী ও সমৃদ্ধশালী মুসলিম ব্যক্তির প্রতি জাকাত প্রদান করাই হলো অপরিহার্য বা ওয়াজিব। দরিদ্রদের প্রতি বা গরিবদের প্রতি জাকাত প্রদান করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব নয়।

৩। কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনা হলো অতিরিক্ত বিষয় কিংবা মোস্তাহার বা পছন্দনীয় কর্ম। তাই সেই কর্মগুলি অপরিহার্য বা ওয়াজিব নয়। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর জিকির করা বা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং নামাজ পড়ার পর বিভিন্ন প্রকারের দোয়া বা জিকির পাঠ করা।

অনুশীলন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে থেকে প্রতিটি বাক্যকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে তার স্তরের উপযোগী স্থানে রাখুন:

- আসরের নামাজ
- সকালের জিকির
- পিতামাতার সম্মান করা
- হজ্জ
- রোজা রমাজান
- জাকাত

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অপরিহার্য বা ওয়াজিব হলো:

কতকগুলি মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অপরিহার্য বা ওয়াজিব হলো:

মোস্তাহাব কাজ, অপরিহার্য বা ওয়াজিব নয়:

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ এই ভিডিওটি দেখে নেওয়ার পর: (কেন আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করব?) আপনি সেই ফল সম্পর্কে কথা বলুন, যে ফল মুসলিম ব্যক্তি পেয়ে থাকে এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণে এবং তাঁর জন্য সমস্ত কাজে ও সমস্ত উপাসনায় একনিষ্ঠতা সাব্যস্ত করার কারণে।

ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২ ইবাদত বা উপাসনা ও সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতার প্রয়োজন রয়েছে এবং মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ম বা বিধিবিধান মোতাবেক হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে।

○ ঠিক ○ বেঠিক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্রতা

অবতরণিকা

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম পবিত্রতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আহ্বান করেছে। এবং মুসলিম ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুব জোর দিয়েছে এবং তাকিদ করেছে। আর পবিত্রতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। তাই অনেকগুলি ইবাদত বা উপাসনা সম্পাদিত করার জন্য প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং পবিত্রতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই পরিচ্ছেদে আমরা পবিত্রতার অর্থ ও তার কতকগুলি বিভাগ এবং তার কতকগুলি বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

পবিত্রতার অর্থ:

পবিত্রতা

মহান আল্লাহর উপাসনা বা ইবাদত করা

তা হলো মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করা।

হাদাস বা অপবিত্রতা দূরীভূত করার মাধ্যমে

হাদাস বা অপবিত্রতা হলো: শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন একটি আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অবস্থা যে, সেই অবস্থার কারণে শরীরের পবিত্রতা দূরীভূত হয়।

নাপাক অথবা নাজাসাত দূরীভূত করা

নাপাক অথবা নাজাসাত হলো: এমন নোংরা জিনিস যে, সেই নোংরা জিনিস থেকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক পবিত্র হওয়া অপরিহার্য এবং সেই নোংরা জিনিসকে দূরীভূত করাও অপরিহার্য। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা হয় মলমূত্র।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

পবিত্রতার বিধিবিধান সম্পর্কে আরও জ্ঞান লাভ করার জন্য কিতাবুত্তহারা ফিল ইসলাম নামক বইটি পড়ুন। এই বইটি ওসুল স্টোরে আন্তর্জাতিক ভাষায় পাওয়া যায়।

বইটি ডাউনলোড করার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

পবিত্রতার প্রকারভেদ:

পবিত্রতা হলো দুই প্রকারের:

বাহ্যিক পবিত্রতা

নোংরা বা অপবিত্র জিনিস ও তার স্থানকে পবিত্র করা।

এবং যে সমস্ত কারণে নামাজ পড়া যায়না, সে সমস্ত কারণ দূরীভূত করা। আর তা হবে শরীরের কতকগুলি অংশ ধৌত করার মাধ্যমে অথবা সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক পবিত্রতা

মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা হতে, প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ বা শত্রুতা ইত্যাদি পোষণ করা হতে অন্তর পবিত্র রাখা। এই বিষয়টি হলো শরীরের পবিত্রতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বরং মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করার অপবিত্রতা থাকলে শরীর পবিত্রতা রাখা অসম্ভব। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)، سورة التوبة، الآية 28.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহর অংশীদার স্থাপন কারীরা হলো একেবারেই অপবিত্র”। (সূরা আত্তাওবা, আয়াত নং ২৮)।

বাহ্যিক পবিত্রতা লাভ হয় ওজু বা গোসল করার মাধ্যমে।

ওজু বলা হয়: পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধৌত করা।

গোসল বলা হয়: পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধৌত করা।

পবিত্রতা লাভ করার জন্য এমন পবিত্র পানি ব্যবহার করা অপরিহার্য যে, সেই পানিকে অপবিত্র কোনো জিনিস স্পর্শ করতে পারেনি। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সাগর বা সমুদ্র, নদী, কূপ বা কুয়া অথবা ইদারা ও টিউবওয়েল ইত্যাদির পানি কিংবা জল।

পবিত্রতা অর্জনের কতকগুলি বিধান:

- প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আসলে সমস্ত জিনিসকে পবিত্র বলেই পরিগণিত করতে হবে। তাই কোনো জিনিসকে প্রকৃত ইসলামের বিধিবিধান ছাড়া অপবিত্র বলা চলবে না।
- জামা কাপড় এবং পোশাকপরিচ্ছদ ও শরীর বা শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্র করার জন্য পানি কিংবা যে কোনো পবিত্র পদার্থ দিয়ে পবিত্র করা চলবে।
- যখন কোনো ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগের জন্য শৌচাগারে বা মলত্যাগের ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তার জন্য মলমূত্র ত্যাগের পর তার অঙ্গাদি পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সর্বোত্তম। তবে টিস্যু পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ।

আলোচনা করুন

মুসলিম ব্যক্তির পবিত্রতার প্রতি এবং তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুব জোর দেওয়ার বিষয়টির দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন:

১ পবিত্রতার অর্থ:

- ক) অপবিত্রতা দূরীভূত করা।
- খ) নোংরা বা নাপাক জিনিস দূরীভূত করা।
- গ) উপরে উল্লিখিত সবগুলি।

২ শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধৌত করার নাম হলো:

- ক) ওজু।
- খ) গোসল।
- গ) তায়াম্মুম।

৩ পবিত্রতা হলো সাধারণভাবে দুই প্রকার, আর তা হলো:

- ক) বাহ্যিক পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক পবিত্রতা।
- খ) ওজু এবং তায়াম্মুম।
- গ) ওজু এবং গোসল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওজু

অবতরণিকা

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় ওজু করা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু ওজু গভীরভাবে সংযুক্ত রয়েছে নামাজের সাথে। আর নামাজ হলো প্রকৃত ইসলামের একটি বড়ো নিদর্শন। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে যত্নসহকারে সঠিকভাবে ওজু করার প্রতি আগ্রহী থাকতে হয়। এই পরিচ্ছেদে আমরা ওজুর অর্থ, ওজু অপরিহার্য হওয়ার কারণ, ওজু বিনষ্টকারী বিষয়াদি এবং তার সঠিক পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

ওজুর অর্থ:

ওজু হলো: নির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক মুখমণ্ডল, দুই হাত এবং দুই পা ধৌত করা আর মাথা মাসাহ করা।

যে সমস্ত কারণে ওজু করা অপরিহার্য হয়:

যে সমস্ত কাজের জন্য ওজু করা শর্ত, সে সমস্ত কাজের জন্য ওজু করা জরুরি এবং ওজু ছাড়া সে সমস্ত কাজ করা যাবে না। সুতরাং যে ব্যক্তির ওজু নষ্ট হয়ে যাবে, সে ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করা জায়েজ নয়, সে সমস্ত কাজের মধ্যে রয়েছে:

হাদাস বা অপবিত্রতা হলো: মানুষের এমন একটি আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অবস্থা যে, এই অবস্থায় তার জন্য নামাজ পড়া অবৈধ হয়ে যায়। তাই তাকে নামাজ পড়ার জন্য এই অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। আর এই অবস্থাটি হলো আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অবস্থা। এই অবস্থাটি বাহ্যিক অপবিত্রতার মতো নয়। যেমন:- নোংরা জিনিস। আর এই হাদাস বা অপবিত্রতা হলো দুই প্রকারের: প্রথমটির কারণে মুসলিম ব্যক্তিকে ওজু করতে হয়। যেহেতু ওজুর দ্বারা এই হাদাস বা অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। আর দ্বিতীয়টির কারণে মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল করতে হয়। যেহেতু গোসলের দ্বারা এই হাদাস বা অপবিত্রতা দূরীভূত হয়।

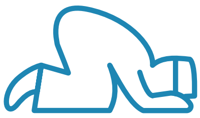

১ নামাজ পড়া।

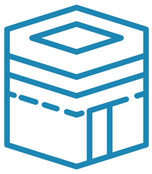

২ পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফ করা।

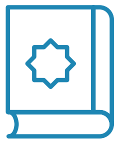

৩ পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা।

আমরা কিভাবে ওজু করবো?

মুসলিম ব্যক্তি যখন ওজু করার ইচ্ছা করবে, তখন নিম্নের নিয়ম মোতাবেক ওজু করবে:

১ মুসলিম ব্যক্তি সর্ব প্রথমে হৃদয়ে একনিষ্ঠতার সহিত ওজু করার সংকল্প বা নিয়ত করবে এবং বিসমিল্লাহ বলবে।

২

দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। তবে প্রথমে ডান হাত ধৌত করবে।

৩

মুখে পানি দিয়ে সে তার মুখ পরিষ্কার করবে আর সেই পানি তার মুখের মধ্যে চালনা বা নাড়াচাড়া করবে এবং সেই পানি ফেলে দিবে। আর একেই বলা হয় কুলি করা।

৪

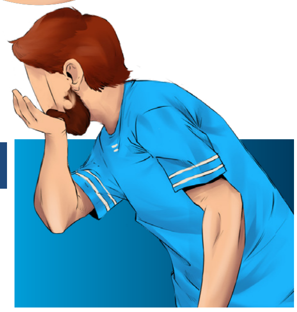

বাম হাত দ্বারা নাকে পানি দিয়ে শ্বাসের সাথে সেই পানি নাকের ভিতরে টেনে নিবে ও ঝেড়ে ফেলবে নাক পরিষ্কার করার জন্য।

৫

সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করবে। মুখমণ্ডল বলা হয় দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে কপালে স্বাভাবিক চুল গজানোর স্থান থেকে শুরু করে থুতনি বা চিবুকের নীচ পর্যন্ত দাড়িসহ যদি দাড়ি থাকে। এবং প্রস্থের দিক দিয়ে দুই কানের মধ্যভাগ বা মধ্যস্থল।

৬

দুই হাতের আঙ্গুলগুলির মাথা থেকে কনুইসহ ধৌত করবে। তবে প্রথমে ডান হাত ধৌত করবে।

৭

নতুন জল বা পানি দ্বারা ভিজা দুই হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করবে। মাথার সামনের দিকে চুল গজানোর স্থান থেকে শুরু করে মাথার পিছনের শেষ স্থান পর্যন্ত মাসাহ করবে। এবং মাথার পিছনের শেষ স্থান থেকে নিয়ে মাথার সামনের দিকে চুল গজানোর স্থান পর্যন্ত মাসাহ করবে।

৮

ভিজা দুই হাতের দুই তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর মাসাহ করবে এবং দুই কানের পিছনের দিক দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসাহ করবে।

৯

দুই পায়ের পাতা গোড়ালির উপরে অবস্থিত পায়ের গিঁট বা গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করবে। তবে প্রথমে ডান পা ধৌত করবে।

ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করার সংখ্যা:

ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাত। তবে মাথা ও দুই কান কেবলমাত্র একবার করেই মাসাহ করা সুন্নাত। আর ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার করেও ধৌত করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো এই যে, ওজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন সম্পূর্ণরূপে ধৌত করা হয়।

ওজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ:

ওজু ভঙ্গের চারটি কারণ রয়েছে। সেই চারটি কারণের মধ্যে থেকে একটি কারণ সংঘটিত হলেই ওজু নষ্ট হয়ে যাবে:

১। মূত্রদ্বার বা মলদ্বার কিংবা পেচ্ছাব বা পায়খানার দ্বার দিয়ে কোনো কিছু বের হলে ওজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: বাতকর্ম বা পায়ুপথে নির্গত বায়ু, প্রস্রাব, পায়খানা, বীর্য স্খলন হওয়া অথবা যৌন উত্তেজনার সহিত কামরস নির্গত হওয়া।

২। ঘুমের কারণে কিংবা অচেতন ও জ্ঞানশূন্য হওয়ার কারণে বা বেহুঁশ হওয়া বা বুদ্ধি হারিয়ে যাওয়ার কারণে ওজু ভঙ্গ হয়।

৩। যৌন উত্তেজনার সহিত আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হয়।

৪। উটের মাংস ভক্ষণ করার কারণে ওজু ভঙ্গ হয়।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

ওজু করার পদ্ধতিটির বিষয়ে ওসূল সেন্টারের দ্বারা প্রযোজিত এই ফিল্মটি দেখুন!

ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

আলোচনা করুন

সঠিকভাবে ওজু করার নিয়ম পদ্ধতি জানার ও বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কয়েকটি সহায়ক পদ্ধতির তালিকা দিন?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

আমার প্রতি আবার ওজু করা কখন অপরিহার্য বা ওয়জিব হবে?

মুসলিম ব্যক্তি যখন ওজু করবে, তখন তার মূল নীতি মোতাবেক তার ওজু বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার এমন কিছু না ঘটবে, যার কারণে তার প্রতি ওজু করা জরুরি ও অপরিহার্য বা ওয়জিব হয়ে যাবে। আর যে সমস্ত কারণে ওজু করা অপরিহার্য বা ওয়জিব হয়ে যাবে, সে সমস্ত কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুশীলন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে থেকে প্রতিটি বাক্যকে তার প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে উপযোগী স্থানে রাখুন:

- প্রস্রাব নির্গত হওয়া
- কুরআন স্পর্শ করা
- ঘুম
- নামাজ
- পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফ করা
- যৌন উত্তেজনার সহিত লজ্জাস্থান স্পর্শ করা
- উটের মাংস খাওয়া

যে সমস্ত কাজের জন্য ওজু করা শর্ত:

ওজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ:

মোজার উপরে মাসাহ করা:

ওজুকারী ব্যক্তি যখন তার পায়ে মোজা পরে থাকবে, তখন ওজু করার সময় তার জন্য তার মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েজ হবে। সুতরাং সে তার ভিজা দুই হাতের দ্বারা দুই পায়ের পাতার উপরের অংশে মাসাহ করবে। আর এই অবস্থায় তার জন্য মোজা খুলে ফেলে দুই পা ধৌত করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে মোজার উপরে মাসাহ করার জন্য তিনটি শর্ত আছে:

১
পবিত্রতার অবস্থায় মোজা পরিধান করা।

২
মোজা যেন দুই পায়ের পাতাসহ গোড়ালির উপর গিঁট পর্যন্ত আচ্ছাদিত হয়।

৩
মোজার উপরে মাসাহ করার সময়সীমা যেন নিজ এলাকায় বসবাসকারী বা মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত অর্থাৎ 24 ঘন্টার বেশি না হয় । এবং মুসাফিরের জন্য বা ভ্রমণকারীর জন্য যেন তিন দিন এবং তিন রাত অর্থাৎ 72 ঘন্টার বেশি না হয়।

মোজার উপরে মাসাহ করার সময় শুরু হয় মোজার উপরে প্রথম মাসাহ থেকে।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন:

১ ওজুর নিম্নলিখিত কাজগুলি প্রথম থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নিন:

ক) মাথা মাসাহ করা। ○ ....

খ) কুলি করা। ○ ....

গ) মুখমণ্ডল ধৌত করা। ○ ....

ঘ) দুই কান মাসাহ করা। ○ ....

ঙ) দুই পা ধৌত করা। ○ ....

চ) দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। ○ ....

২ নিম্নের কোন্ ইবাদতগুলির জন্য ওজু করার শর্ত রয়েছে, তা উল্লেখ করুন:

○ ক) নামাজ পড়া।

○ খ) রোজা রাখা।

○ গ) কুরআন স্পর্শ করা।

○ ঘ) আজান দেওয়া।

○ ঙ) পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফ করা।

৩ সঠিক উত্তরটি বেছে নিন:

ওজু ভঙ্গকারী বিষয়ের মোট সংখ্যা:

○ 2

○ 3

○ 4

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোসল

অবতরণিকা

কোনো কোনো অবস্থায় ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য ওজু করা যথেষ্ট হয় না। বরং গোসল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়ে যায়। এই পরিচ্ছেদে আমরা গোসলের অর্থ, গোসল করার কারণ এবং তার সঠিক পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

গোসলের অর্থ:

গোসল হলো: বড়ো অপবিত্রতা দূরীভূত করার ইচ্ছায় সারা শরীর পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করা।

আমরা কিভাবে গোসল করবো?

গোসলের জন্য সারা শরীর পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করার সাথে সাথে মুখে পানি দিয়ে কুলি করা এবং নাক পরিষ্কার করার জন্য নাকে পানি দিয়ে সেই পানি ঝেড়ে ফেলা অপরিহার্য। সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যখন এই কাজটি করবে, তখন সে বড়ো অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

বড়ো অপবিত্রতা বলা হয় সেই অপবিত্রতাকে, যে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করার জন্য গোসল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়ে যায় এবং তা ওজুর দ্বারা দূরীভূত করা যথেষ্ট হয় না। আর বড়ো অপবিত্রতা হলো কয়েক প্রকার:

১। জানাবাত হলো: স্বামীস্ত্রীর এমন একটি অবস্থা, যে সেই অবস্থাটি তাদের মধ্যে যৌন মিলনের কারণে উপস্থিত হয় অথবা যে অবস্থায় যৌন মিলন ছাড়ায় উত্তেজনার সহিত বীর্যপাত হয়।

২। মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাব: নারীর যোনি থেকে প্রত্যেক মাসে যে রক্তস্রাব হয়, তাকেই মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাব বলা হয়।

৩। নিফাস: সন্তান জন্ম দেওয়ার পর নারীদের যোনি থেকে যে রক্তস্রাব হয়, তাকেই নিফাস বলা হয়।

সম্পূর্ণ ফরজ গোসলের পদ্ধতি:

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে ফরজ গোসল করার ইচ্ছা করবে, তখন সে নিম্নের বিষয়গুলি অবলম্বন করবে:

১ সর্ব প্রথমে হৃদয়ে একনিষ্ঠতার সহিত গোসল করার সংকল্প বা নিয়ত করবে এবং তার লজ্জাস্থান পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করবে।

২ নামাজের জন্য ওজু করার মতো ওজু করবে।

৩ সারা শরীর পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করবে।

কখন গোসল করা ফরজ বা অপরিহার্য হয়:

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির তিনটি অবস্থায় গোসল করা ফরজ বা ওয়াজিব হয়:

১
যৌন উত্তেজনার সহিত বীর্যপাত হওয়া, ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা জাগ্রত অবস্থায়।

২
যৌন সহবাস হওয়া। তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩
নারীর মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাবের অবস্থা উপনীত হওয়া অথবা সন্তান জন্মদানের পর নিফাস হওয়া বা রক্তপাত হওয়া। অতএব নারীর মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাব কিংবা সন্তান জন্মদানের পর নিফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তার প্রতি গোসল করা ফরজ বা অপরিহার্য হয়ে যাবে।

আলোচনা করুন

অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্য গোসল করার আদেশটি কী প্রমাণ করে?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জুনুবি ব্যক্তির জন্য যা সম্পাদন করা হারাম:

যে ব্যক্তির বীর্যপাত হয়েছে অথবা যে স্বামীস্ত্রীর যৌন সহবাস হয়েছে তাতে তাদের বীর্যপাত হোক বা না হোক। এই সমস্ত অবস্থায় যে ব্যক্তি উপনীত হবে, সে ব্যক্তিকে জুনুবি ব্যক্তি বলা হবে। জুনুবি ব্যক্তির প্রতি যে সমস্ত কাজ করা হারাম, সে সমস্ত কাজ হলো:

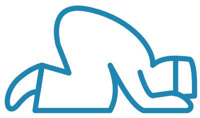

১ নামাজ

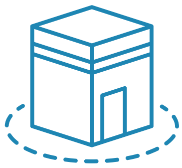

২ কাবা ঘরের তওয়াফ করা।

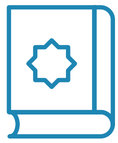

৩ পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা বা বহন করা।

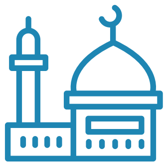

৪ মাসজিদে অবস্থান করা।

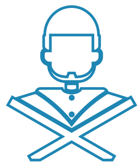

৫ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা।

তায়াম্মুম:

যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি তার অসুস্থতার কারণে অথবা তার পানির অভাবের কারণে ওজু বা গোসলের জন্য পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হবে, তখন সে এই ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া পর্যন্ত এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার ওজু বা গোসলের পরিবর্তে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করার সঠিক নিয়ম বা পদ্ধতি: মুসলিম ব্যক্তি সর্ব প্রথমে হৃদয়ে একনিষ্ঠতার সহিত তায়াম্মুম করার সংকল্প বা নিয়ত করবে এবং তার দুই হাত মাটির উপরে মাত্র একবার মারবে। অতঃপর মাটির যে অংশ তার দুই হাতে লেগে থাকবে, তা দিয়ে সে তার মুখমণ্ডলে মাসাহ করবে এবং তার বাম হাতের তালু দিয়ে তার ডান হাতের উপরের অংশে মাসাহ করবে আর তার ডান হাতের তালু দিয়ে তার বাম হাতের উপরের অংশে মাসাহ করবে।

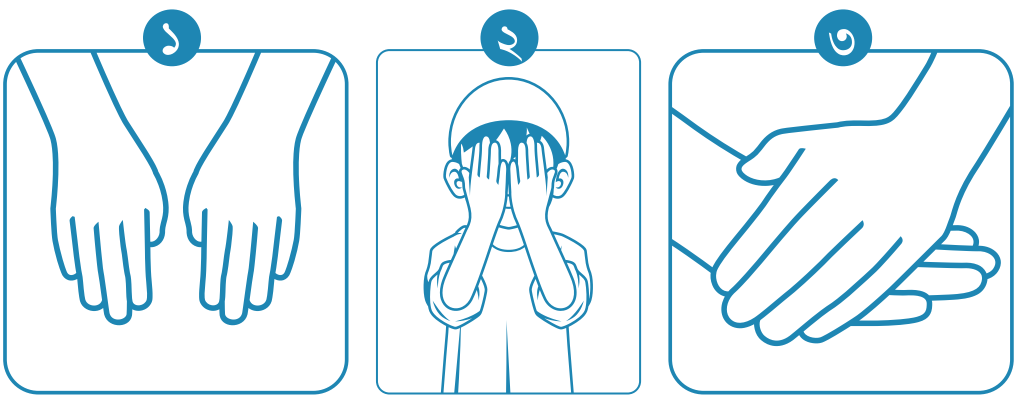

আমি যখন তায়াম্মুম করার পর পানি অর্জন করতে পারবো, তখন আমি কী করবো?

মুসলিম ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পর যদি সে ওজু বা গোসল করার ক্ষমতা লাভ করে এবং পানি পেয়ে যায়, তাহলে তার তায়াম্মুমের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। এর পরে তার প্রতি ওজু বা গোসল করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

বড়ো অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য সারা শরীর পবিত্র পানি দিয়ে সঠিকভাবে ধৌত করা অপরিহার্য।

- ঠিক
- বেঠিক

নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়ার কারণে গোসল করা অপরিহার্য হয় না। তবে জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়ার কারণে গোসল করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

- ঠিক
- বেঠিক

জুনুবি ব্যক্তির জন্য মাসজিদে অবস্থান করা জায়েজ নয়।

- ঠিক
- বেঠিক

২

মুসলিম ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ যখন সে:

- ক) পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হবে।
- খ) পানি না পাবে।
- গ) উপরের সর্বাবস্থায়।

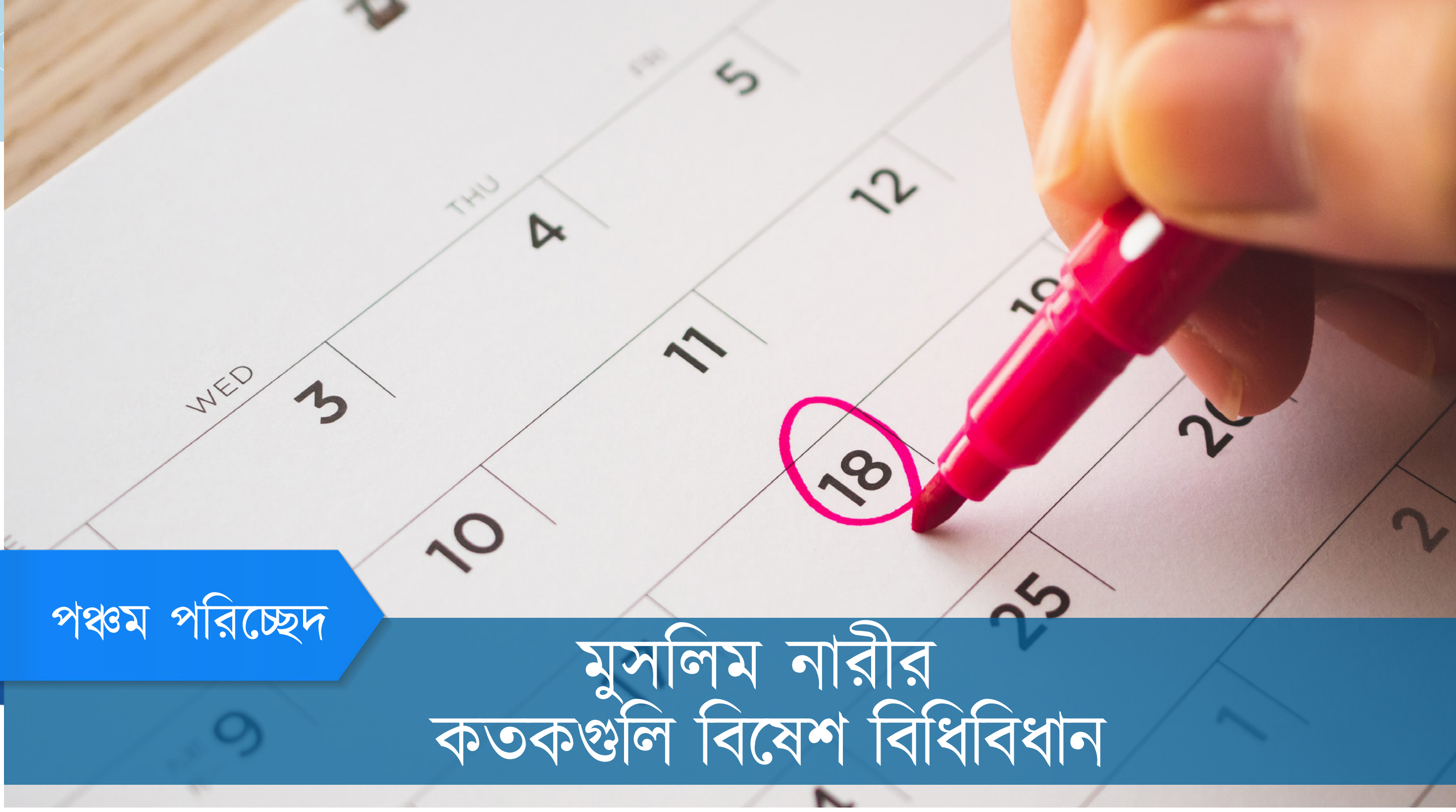

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম নারীর কতকগুলি বিষেশ বিধিবিধান

অবতরণিকা

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ নারীকে কতকগুলি বিষেশ বিধিবিধান ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। আর এই সমস্ত বিধিবিধান ও বৈশিষ্ট্য নারীকে পুরুষের বিধিবিধান ও বৈশিষ্ট্য হতে পৃথক বা আলাদা করে দেয়। তদ্রূপ পুরুষ ব্যতীত কেবলমাত্র নারীর প্রতি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ কতকগুলি বিষেশ ইবাদত বা উপাসনা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা মুসলিম নারীর কতকগুলি বিষেশ বিধিবিধান ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারবো।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মান:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মান ও মর্যাদার কতকগুলি বিষেশ বিধিবিধান ও বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

১। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নারীকে মিরাস বা ওয়ারিসি সম্পত্তি প্রদান করেছে ন্যায়বিচারের সহিত। সুতরাং নারী কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পুরুষের সমান পায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পায়, সে সম্পত্তি পুরুষের চেয়ে আলাদা হয়, তার আত্মীয়তার বন্ধন হিসেবে আর তার খরচ বহনের দায়িত্ব হিসেবে।

২। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নারীপুরুষ উভয়কে সমান অধিকার প্রদান করেছে অনেক ক্ষেত্রে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক লেনদেনের সমস্ত কার্যবিধির বিষয়।

৩। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নারীকে স্বামী নির্বাচনের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে।

৪। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নারীর বিবাহের পরেও তার নাম ও মানমর্যাদার সম্পর্ক তার পিতার সাথে সংযুক্ত রেখেছে। অতএব নারীর বিবাহের পর তার বংশের পরিচয় পরিবর্তিত হয় না। বরং তার সাথে তার পিতা ও তার বংশের সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকে সারা জীবন।

৫। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম পুরুষের উপরে নারীর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ভরণপোষণ করা অপরিহার্য করে দিয়েছে কোনো দয়া দাক্ষিণ্য ছাড়াই বা অনুগ্রহ ছাড়ায়। বিশেষ করে যাদের খোরপোশ বহন করা অপরিহার্য। যেমন:- নিজের স্ত্রী, মা ও মেয়ের খোরপোষ বহন করা অপরিহার্য।

৬। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম দুর্বলা ও অসহায়া নারীর সেবা করার মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি অনেক জোর দিয়েছে। যদিও সেই দুর্বলা ও অসহায়া নারী পরিবার-পরিজন বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেকার না হয়। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম দুর্বলা ও অসহায়া নারীর সেবা ও সম্মান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং সেই কাজটিকে মহান আল্লাহর নিকটে মহা পুণ্যের কাজ হিসেবে পরিগণিত করেছে।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

এই ভিডিওটি দেখুন! এতে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মানের সাথে অন্যান্য ধর্মে নারীর সম্মানের তুলনা করা হয়েছে।

এই ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীপুরুষের সংযোগ:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীপুরুষের যোগাযোগ বা সংযোগ হলো তিন প্রকারের:

কোনো মহিলা কোনো পুরুষের স্ত্রী:

স্বামী তার স্ত্রীকে দেখতে পারবে এবং স্ত্রীও তার স্বামীকে দেখতে পারবে। আর স্বামী তার স্ত্রীর দ্বারা এবং স্ত্রী তার স্বামীর দ্বারা আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। মহান আল্লাহ স্বামীকে তার স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রীকে তার স্বামীর পোশাকপরিচ্ছদ নামে আখ্যাত করেছেন। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বা সংযোগ হলো একটি পবিত্র ও অতি চমৎকার আত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক সম্পর্ক বা সংযোগ। তাই দুজনের মধ্যে অতি গভীর ও মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কোনো পুরুষ কোনো মহিলার মাহরাম:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিধান মোতাবেক মহিলার মাহরাম বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যার সাথে তার বিবাহ চিরকাল অবৈধ। যেমন:- মা, বোন, ভাগিনী, ভাতিজি, ফুফু, খালা এবং শাশুড়ি। এই সমস্ত মহিলাদের জন্য তাদের মাহরামের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। সুতরাং তাদের দুই কনুই, ঘাড় এবং তাদের মাথার চুল স্বাভাবিকভাবে দিশেহারা না হয়ে বা সীমালঙ্ঘন না করে প্রকাশ করতে পারবে।

কোনো পুরুষ কোনো মহিলার অমাহরাম:

অমাহরাম নারী সেই নারীকে বলা যাবে, যে নারী পুরুষ ব্যক্তির মাহরাম নয়। সে পুরুষ তার আত্মীয় স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হোক। যেমন:- চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, ভাবি এবং বংশের অন্যান্য নারী। অথবা অনাত্মীয় স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হোক। যেমন:- বেগানা নারী বা অনাত্মীয়া নারী। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অমাহরাম নারী এবং অমাহরাম পুরুষের সাথে যোগাযোগ বা সংযোগের নীতি নির্ধারিত করে দিয়েছে। যেমন:- অমাহরাম নারীর জন্য অমাহরাম পুরুষের সামনে পর্দা করা অপরিহার্য এবং নারীর অমাহরাম পুরুষের সাথে নির্জন স্থানে বা নিরিবিলিতে বসা বা থাকা অবৈধ।

মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা:

মহান আল্লাহ নারীর প্রতি হিজাব বা পর্দা রক্ষা করা ফরজ বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। কিন্তু পুরুষের প্রতি তা করেননি। কেননা মহান আল্লাহ নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের অনেক নিদর্শন রেখে দিয়েছেন এবং তার দেহকে অনেক আকর্ষণীয় উপাদান দ্বারা পরিপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য পুরুষ ব্যক্তির প্রতি নারী যতো আকর্ষিতা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষিত হয় পুরুষ ব্যক্তি নারীর প্রতি। এই পর্দার সীমা হলো এই যে, নারী তার সারা শরীরকে বেগানা পুরুষ থেকে ঢেকে রাখবে। আর নারী তার সারা শরীরকে ঢেকে রাখার জন্য তার ইচ্ছা মতো বিভিন্ন রঙের এবং বিভিন্ন সাইজের পোশাক পরিধান করতে পারবে। তবে তার এই পোশাকের বিষয়ে চারটি শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত হলো:

হিজাব বা পর্দা যেন শরীরের ওই সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখে, যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় শর্ত হলো:

হিজাব বা পর্দা যেন সুপ্রশস্ত বা সুপ্রসারিত হয় আর এমন যেন ছোট বা এমন যেন সঙ্কীর্ণ না হয়, যে সেই হিজাব বা পর্দার পোশাক শরীরের আকার বা দেহের গঠন প্রকাশ করে থাকে।

তৃতীয় শর্ত হলো:

হিজাব বা পর্দা যেন এমন ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের না হয় যে, তার নিচের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে দিবে।

চতুর্থ শর্ত হলো:

হিজাব বা পর্দা যেন বিশেষভাবে সাজসজ্জাযুক্ত বা সুসজ্জিত ও শোভাযুক্ত না হয়। কেননা তাতে তো সৌন্দর্য ঢেকে রাখার পরিবর্তে আরো বেশি সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিবে।

নারীর রক্তস্রাবের প্রকারভেদ:

নারীর রক্তস্রাব হলো দুই প্রকার:

মাসিক ঋতুস্রাব:	নারীর নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর স্বাভাবিক রক্তস্রাব:
মাসিক ঋতুস্রাবের স্বাভাবিক রক্ত নারীর জরায়ু বা জননাঙ্গ থেকে বের হয়। এই রক্তস্রাব মাসে কয়েক দিন প্রবাহিত হয়। মাসিক বা ঋতুস্রাব নারী দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলা হয়।	আর এই রক্তস্রাব নারীর জরায়ু বা জননাঙ্গ থেকে বের হয় সন্তান প্রসবের পর। এই রক্তস্রাব কয়েক দিন প্রবাহিত হয় এবং কোনো কোনো সময় এই রক্তস্রাব ৪০ দিন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাবের কতকগুলি বিধিবিধান:

মহান আল্লাহ মহিলাদের ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাবের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিবিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সেই সব বিধিবিধানের মধ্যে রয়েছে:

১। নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থায় নমাজ পড়তে হয় না। কেননা এই দুই অবস্থায় নারীর প্রতি নামাজ পড়া মওকুফ করা হয়েছে। তাই এই দুই অবস্থায় তার ছুটে যাওয়া নমাজ অন্য সময়ে ঋতুস্রাব এবং নিফাস বন্ধ হওয়ার পর কাজা হিসেবে পড়তে হবে না।

২। নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় আর তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ বা অবৈধ। অতএব নারী যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব অথবা সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাব হতে পবিত্রা হবে, তখন সে রোজা রাখবে। আর তার রমাজান মাসের ছুটে যাওয়া রোজা রমাজান মাসের পর অন্যান্য দিবসে কাজা হিসেবে পালন করবে।

৩। নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থায় তার সাথে তার স্বামীর জন্য যৌনসহবাস বা যৌনমিলন করা নিষিদ্ধ বা হারাম। তবে নারী যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব অথবা সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাব হতে পবিত্রা হবে এবং গোসল করে নিবে, তখন তার স্বামী তার সাথে যৌন সংসর্গ বা যৌনসঙ্গম করতে পারবে।

তবে নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থায় এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থায় তার সাথে এক বিছানায় বসা, শয়ন করা, তাকে চুম্বন করা বা চুম্বন দেওয়া এবং তাকে আলিঙ্গন করা এবং একসঙ্গে পানাহার ও চলাফেরা করা বৈধ।

আর তার সঙ্গে যৌনসহবাস বা যৌনমিলন ব্যতীত যাবতীয় জাগতিক কাজকর্মে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা জায়েজ বা বৈধ।

৪। নারীর মাসিক ঋতুস্রাব এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব বন্ধ হলে তাকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এবং তার কোনো সমস্যা না থাকলে তাকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য বা ফরজ গোসল করতে হবে।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীর সম্মান সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান লাভ করার জন্য "নারী ইসলামের ছায়া তলে" নামক বইটি পড়ুন। আর এই বইটি ওসূল স্টোরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়।

বইটি ডাউনলোড করার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

আলোচনা করুন

প্রকৃত ইসলামের কতকগুলি বিধিবিধান ও কর্মকর্তব্য থেকে নারীকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি তাৎপর্য বা রহস্য আছে। সেই সমস্ত তাৎপর্য বা রহস্য থেকে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করুন।

....

....

....

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম পুরুষের উপরে নারীর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ভরণপোষণ করা অপরিহার্য করে দিয়েছে কোনো দয়া দাক্ষিণ্য বা অনুগ্রহ ছাড়াই

- ঠিক
- বেঠিক

হিজাব বা পর্দা সুপ্রশস্ত বা সুপ্রসারিত হওয়ার কোনো শর্ত নেই।

- ঠিক
- বেঠিক

নারীর মাসিক ঋতুস্রাব যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন নামাজ পড়ার পূর্বে তার জন্য গোসল করা অপরিহার্য বা ফরজ হয়ে যাবে।

- ঠিক
- বেঠিক

মাসিক ঋতুস্রাব: মাসিক ঋতুস্রাব স্বাভাবিক রক্ত নারীর জরায়ু বা জননাঙ্গ থেকে সন্তান প্রসবের পর বের হয়।

- ঠিক
- বেঠিক

২

নারী তার সারা শরীরকে ঢেকে রাখবে নিম্নে উল্লিখিত সমস্ত মানুষ থেকে:

- ক) অন্যান্য মহিলা।
- খ) সমস্ত বেগানা পুরুষ।
- গ) স্বামীর পিতা।

নারীর মাসিক ঋতুস্রাব অবস্থা থেকে আর তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব অবস্থা থেকে যখন পবিত্রা হবে, তখন সে কাজা হিসেবে সম্পন্ন করবে:

- ক) নামাজ।
- খ) রোজা।
- গ) উপরের সবগুলি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নামাজ

অবতরণিকা

নামাজ হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বড়ো ও মহা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য নামাজের বিধিবিধান জানা ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদেরকে নামাজ পড়ার এমন নিয়ম পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন, যে সেই নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক নামাজ প্রতিষ্ঠিত করলে মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি হবেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা ফরজ নামাজ, তার মর্যাদা এবং তার শর্তাবলি ও সঠিক নিয়ম পদ্ধতি জানতে পারবো।

নামাজ কাকে বলে?

নামাজ হলো একটি দৈনিক নিয়মিত ইবাদত বা উপাসনা। এর মধ্যে রয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট কথা ও কর্মের সংযোগ। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি এই ইবাদত বা উপাসনার দ্বারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করে। আর এই নামাজ দিনরাতে পাঁচবার পড়তে হয়। আর এই নামাজই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

নামাজের মর্যাদা:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক নামাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পড়ছে:

১। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল। এই দুই কথার সাক্ষ্য প্রদান করার পর নামাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর অন্য কোনো ইবাদত বা উপাসনা নেই। তাই নামাজ হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

২। নামাজ সর্ব অবস্থায় পড়তে হয়। সুতরাং সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায় এবং নিরাপদের সময় আর বিপদের সময় নামাজ পড়া অপরিহার্য।

৩। নামাজই হলো মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে বাহ্যিকভাবে পার্থক্যকারী ইবাদত বা উপাসনা।

আমরা নামাজ কেন পড়ছি?

আমরা এই জন্য নামাজ পড়ছি যে, নামাজ পড়া হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর একটি উপাসনা বা ইবাদত। আর এই উপাসনা বা ইবাদত তিনি মুসলিম জাতির প্রতি ফরজ বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

নামাজের তাৎপর্য ও উপকারিতা:

নামাজ হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর মধ্যে এবং মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম।

নামাজ জাগতিক দুশ্চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্ত করে এবং তাকে অতি আনন্দ ও শান্তি প্রদান করে।

নামাজ মুসলিম ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি বা মনোবল ও সংকল্পকে শক্তিশালী করে।

নামাজ মানুষের জীবনকে উজ্জ্বল করে এবং তার চরিত্র ও আচরণকে উন্নত ও পরিমার্জিত করে আর নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

নামাজের শর্তাবলি:

নামাজ পড়ার কতকগুলি শর্ত রয়েছে। আর সেই শর্তগুলি হলো:

১। পরিত্রতা অর্জন করা। সুতরাং নামাজ পড়ার জন্য অপবিত্র বস্তু থেকে দেহ ও স্থান পবিত্র রাখতে হবে। আর অপবিত্রতা থেকে পরিত্রতা অর্জন করা হয় ওজু অথবা গোসলের মাধ্যমে।

২। লজ্জাস্থান আবৃত করা। লোকের সামনে লজ্জাস্থান আবৃত করা অপরিহার্য। নামাজ পড়ার জন্য পুরুষের লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত করার জরুরি সীমা হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলার দেহ আচ্ছাদিত করার জরুরি সীমা হলো তার মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া সারা শরীর।

৩। কিবলা বা কাবা ঘরকে সামনে করা। পবিত্র শহর মক্কায় রয়েছে কিবলা বা কাবা ঘর। কিবলা বা সম্মানিত ও পবিত্র কাবা ঘরকে সামনে রেখে নামাজ পড়া অপরিহার্য।

৪। নামাজের সময় হওয়া: নামাজ সঠিক হওয়ার শর্ত হলো নামাজের নির্ধারিত সময় হওয়া। সুতরাং নামাজের নির্ধারিত সময়ের আগেই নামাজ পড়লে নামাজ সঠিক হয় না। আবার নামাজের নির্ধারিত সময়ে নামাজ না পড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অকারণে বিলম্ব বা দেরি করে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। আর উত্তম বিষয় হলো নামাজের প্রথম সময়েই নামাজ পড়ে নেওয়া।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

নামাজ পড়ার নিয়ম পদ্ধতি জানার জন্য ওসূল সেন্টার দ্বারা প্রযোজিত এই ভিডিওটি দেখুন।

এই ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজ:

মহান আল্লাহ মুসলিম ব্যক্তির উপরে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়া ফরজ বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আর সেই পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের বিবরণ হলো:

নামাজের রাকাত	নামাজের প্রথম সময়	নামাজের শেষ সময়	নামাজ
ফজরের নামাজ	ফজরের বা ভোরের আভা প্রকাশ হওয়ার সময়	সূর্যোদয়ের সময়	২
জোহরের নামাজ	দুপুর বেলায় সূর্য আকাশের মাঝখান থেকে পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়ার সময়	যে কোনো জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সমান হয়ে যাওয়ার সময়	৪
আসরের নামাজ	যে কোনো জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সমান হয়ে যাওয়ার সময়	সূর্যাস্তের সাথে সাথে আসরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়	৪
মাগরিবের নামাজ	মাগরিবের নামাজের সময় সূর্যাস্তের সাথে সাথে শুরু হয়	সূর্যাস্ত কালের পর আকাশের পশ্চিম দিগন্তে প্রদর্শিত লাল রেখা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়	৩
ইশার নামাজ	সূর্যাস্ত কালের পর আকাশের পশ্চিম দিগন্তে প্রদর্শিত লাল রেখা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়	মধ্যরাতে ইশার নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়	৪

আমরা কিভাবে নামাজ পড়বো?

মুসলিম ব্যক্তি যখন নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে নিম্নের নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে:

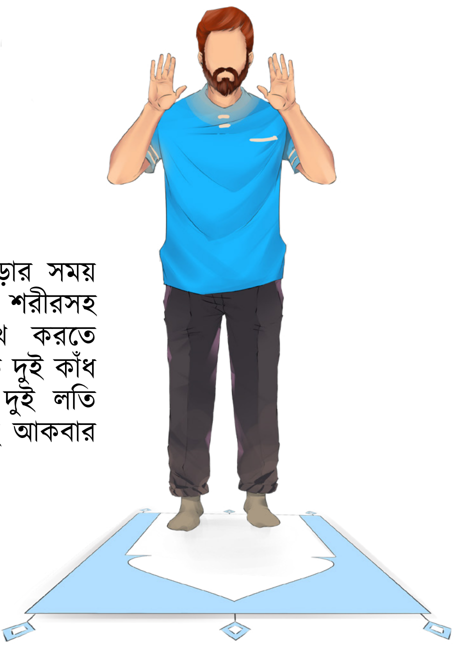

১ মুসলিম ব্যক্তি সর্ব প্রথমে হৃদয়ে একনিষ্ঠতার সহিত নামাজ পড়ার সংকল্প বা নিয়ত করবে।

২ মুসল্লিকে নামাজ পড়ার সময় দাঁড়িয়ে তার সারা শরীরসহ কিবলার দিকে মুখ করতে হবে এবং উভয় হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের দুই লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলতে হবে।

৩

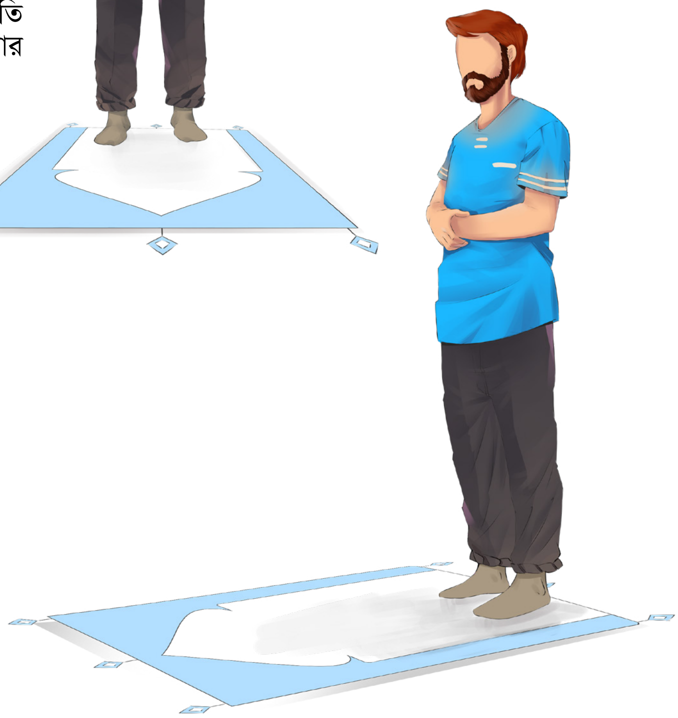

এরপর মুসল্লি তার ডান হাতকে তার বাম হাতের উপরে রাখবে। তারপর নামাজ শুরু করার যে কোনো একটি দোয়া পাঠ করবে। যেমন:- এই দোয়াটিও পাঠ করতে পারা যায়:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার প্রশংসার সহিত, আপনার নাম অতি কল্যাণময়, আপনার মহিমা অতি উৎকৃষ্ট, আর আপনি ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই"।

এরপর বলবে:

"أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ".

অর্থ: "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি"।

অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে বলবে: আমীন, অর্থাৎ: হে আল্লাহ আপনি আমার দোয়া কবুল করুন। এরপর পবিত্র কুরআন থেকে যে কোনো সূরা অথবা একটি আয়াত অথবা তার চেয়ে বেশি আয়াত পাঠ করবে।

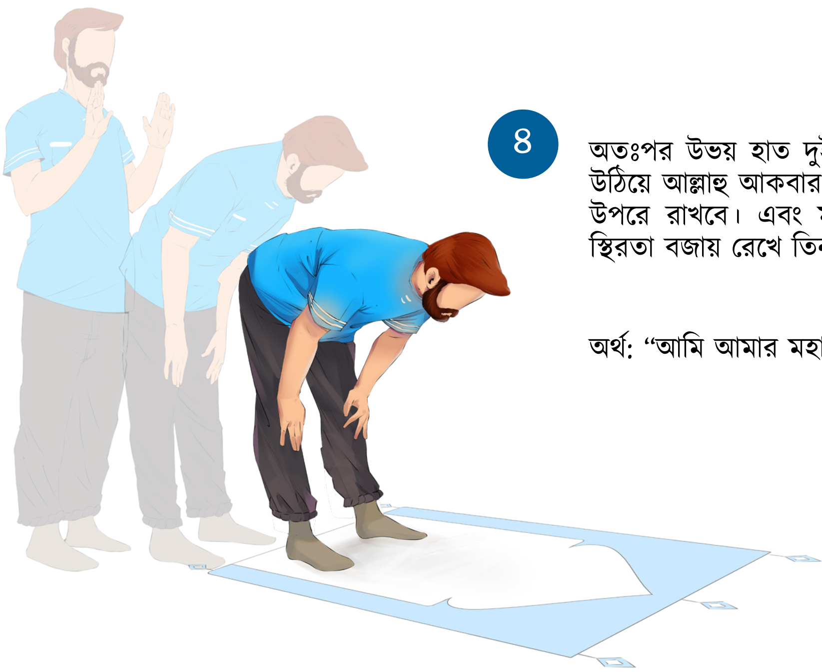

৪ অতঃপর উভয় হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের দুই লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকু করবে। উভয় হাত উভয় হাটুর উপরে রাখবে। এবং মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবে আর রুকুতে স্থিরতা বজায় রেখে তিনবার বলবে:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "

অর্থ: "আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি"।

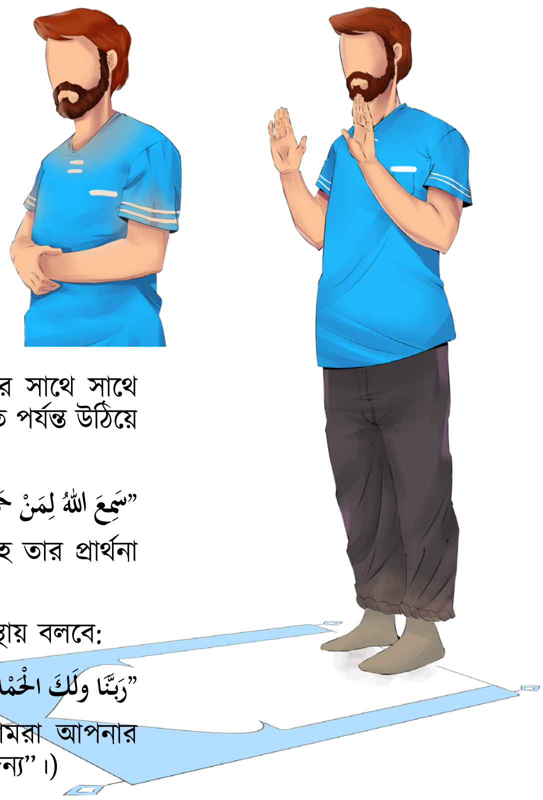

৫

তারপর মুসল্লি আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার উভয় হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের দুই লতি পর্যন্ত উঠিয়ে বলবে:

"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ".

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন"।

এবং রুকু থেকে মাথা উঠাবে এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় বলবে:

"رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ"

(অর্থ: "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রকৃত প্রভু! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি। আর সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য"।)

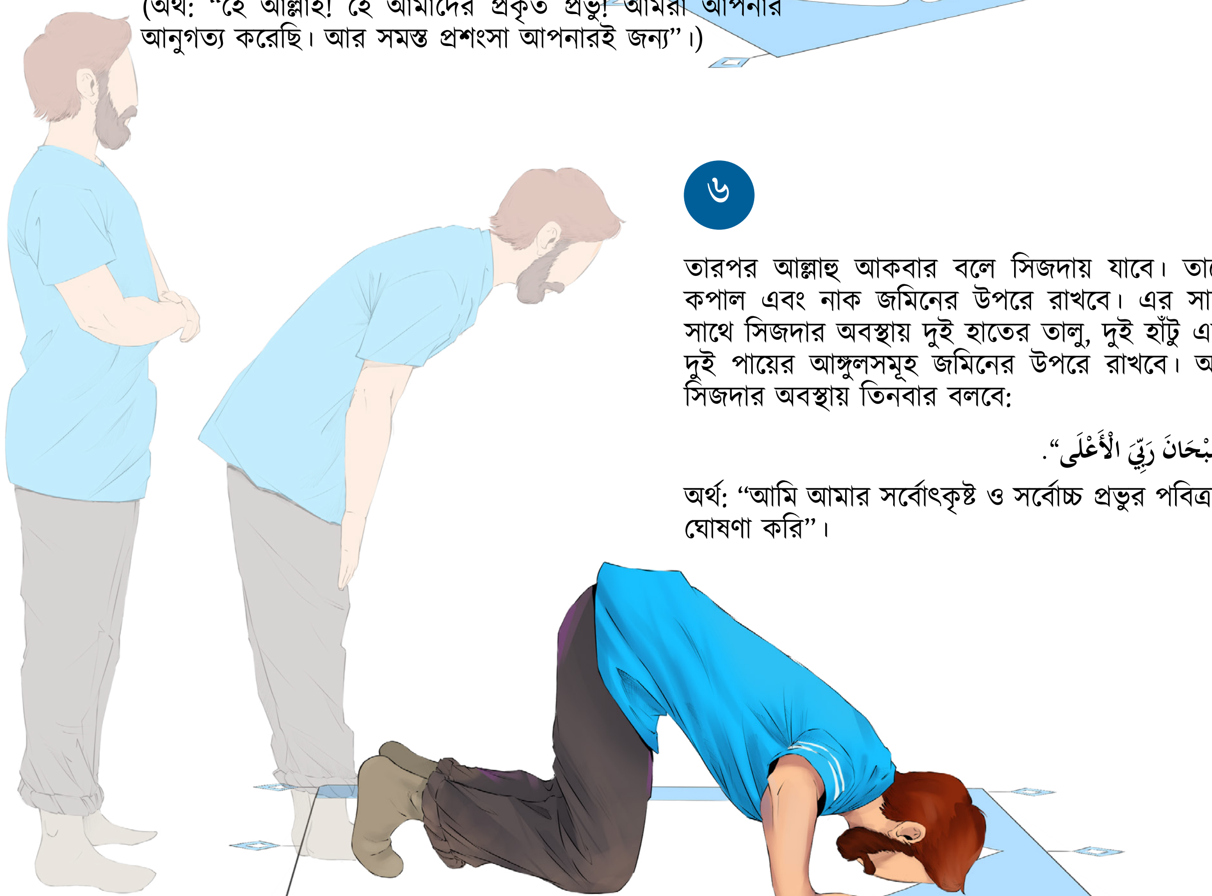

৬

তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে। তাতে কপাল এবং নাক জমিনের উপরে রাখবে। এর সাথে সাথে সিজদার অবস্থায় দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ জমিনের উপরে রাখবে। আর সিজদার অবস্থায় তিনবার বলবে:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى".

অর্থ: "আমি আমার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি"।

৭ আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। দুই হাত উভয় উরুর উপরে রাখবে এবং এই দোয়াটি পাঠ করবে:

"رَبِّ اغْفِرْ لِيْ".

অর্থ: "হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"!

৮ আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং দ্বিতীয় সিজদায় সেই কাজ করবে, যে কাজ প্রথম সিজদায় করা হয়েছিলো।

৯ সিজদা থেকে আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে। এরপর প্রথম রাকাতে যা কিছু করা হয়েছে, তা দ্বিতীয় রাকাতেও করতে হবে।

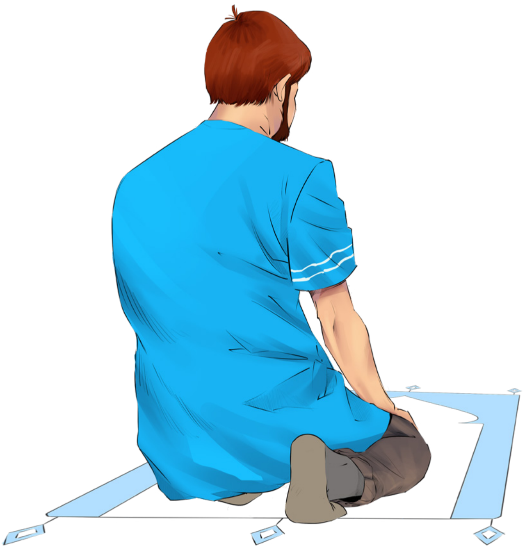

১০ দ্বিতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদার পর ওই পদ্ধতিতে বসবে যে পদ্ধতিতে দুই সিজদার মাঝে বসতে হয়। তারপর নিম্নের পদ্ধতি মোতাবেক তাশাহ্হুদ পাঠ করবে:

"اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ".

অর্থ: "যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসহ সমস্ত নামাজ ও পবিত্র কর্ম এবং সকল প্রকারের বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার জন্য আল্লাহর শান্তি, করুণা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আমাদের জন্য এবং আল্লাহর সমস্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্যও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সুপ্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল"। একে প্রথম তাশাহ্হুদ বলা হয়।

এর পর দরূদ পাঠ করবে। আর দরূদ পাঠ করার উত্তম নিয়ম ও পদ্ধতি হলো নিম্নরূপে:

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ“. (صحيح البخاري, رقم الحديث 3370، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث 66 – (406)،).

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর অনুসরণকারীগণকে এমনভাবে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর অনুসরণকারীগণকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন। অবশ্যই আপনি প্রশংসিত মহামহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর অনুসরণকারীগণকে যে সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করেছেন, সে সম্মান বা মর্যাদা এমনভাবে বলবৎ রাখুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের সম্মান বা মর্যাদা বলবৎ রেখেছেন। অবশ্যই আপনি প্রশংসিত মহামহিমান্বিত”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 3370 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 66 - (406), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]। একে বলা হয় দরুদে ইবরাহিমি।

১১ নামাজ আদায়কারী মুসলিম ব্যক্তি বা মুসাল্লি নিজের নামাজের কাজ শেষ করে নামাজ হতে বের হওয়ার জন্য প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে বলবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ”

(অর্থ: “আপনাদের প্রতি সর্ব প্রকার শান্তি ও আল্লাহর করুণা অবতীর্ণ হোক”।)

এই পদ্ধতিটি হলো দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের, যেমন:- ফজরের এবং জুমুয়ার নামাজ। আর তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজ, যেমন:- জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ এবং ইশার নামাজ। এই সমস্ত নামাজের নিয়মনীতি হলো এই যে, নিম্নের এই দোয়াটি তথা প্রথম তাশাহুদ পাঠ করার পরে:

”اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ“.

অর্থ: “যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসহ সমস্ত নামাজ ও পবিত্র কর্ম এবং সকল প্রকারের বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার জন্য আল্লাহর শান্তি, করুণা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আমাদের জন্য এবং আল্লাহর সমস্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্যও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সুপ্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল” ।

বাকি রাকাআতগুলি পূর্ণ করতে হবে। আর প্রথম দুই রাকাআতে যাকিছু করা হয়েছে, তাই বাকি রাকাআতগুলিতে করতে হবে, তবে এই বাকি রাকাআতগুলিতে কেবলমাত্র সূরা ফতিহা পাঠ করাই যথেষ্ট হবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাআতে বসার মতোই বসতে হবে। আর এই বসা অবস্থায় তাশাহহুদ বা আত্তাহিইয়াতু পড়ার পরে দরূদ পাঠ করবে এর পর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরানোর জন্য বলবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ”

জুমার নামাজ:

১। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মুসলিম সমাজের প্রতি জুমার দিনে বিশেষ নামাজ পড়া ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এই নামাজকে জুমার নামাজ বলা হয়। জুমার নামাজ পড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শর্ত রয়েছে। জুমার দিনে জুমার নামাজ হলো আসলে জোহরের নামাজের পরিবর্তে।

২। জুমার নামাজের জন্য মুসলিমগণ একত্রিত এবং সম্মিলিত হয় আর জুমার নামাজের পূর্বে ইমামের মুখ থেকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে দুইটি খুতবা বা অভিভাষণ শুনে থাকে। তারপর তারা জুমার দুই রাকাআত নামাজ পড়ে। সেই দুই রাকাআত নামাজে ইমাম সাহেব সজোরে ও সশব্দে পবিত্র কুরআনের সূরা বা আয়াত পাঠ করেন।

৩। জুমার নামাজের জন্য গোসল করা এবং তাড়াতাড়ি মাসজিদে যাওয়া হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি শিক্ষা সম্মত সৎ কর্ম। আর অবহেলা করে অকারণে জুমার নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নয়। তবে কোনো কারণে যে ব্যক্তির জুমার নামাজ ছুটে যাবে বা যে ব্যক্তি অনিবার্য প্রয়োজনের নিমিত্তে জুমার নামাজ ছেড়ে দিবে, সে ব্যক্তি জুমার নামাজের পরিবর্তে জোহরের চার রাকাআত নামাজ পড়বে। আর তাতে সজোরে ও সশব্দে পবিত্র কুরআনের সূরা বা আয়াত পাঠ করবে না।

৪। জুমার নামাজ মহিলার প্রতি এবং সফরকারী ব্যক্তির প্রতি ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়।

আলোচনা করুন

আপনার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করুন! মুসলিম ব্যক্তির সামনে নামাজের ক্ষেত্রে কতকগুলি চ্যালেঞ্জের বিষয় রয়েছে, এই বিষয়গুলি তাকে সময়মত নামাজ পড়তে বাধা দিয়ে থাকে। তাই কীভাবে এই চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলি থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

....

....

....

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ)، سورة الجمعة، الآية 9.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! জুমার দিনে যখন জুমার নামাজের জন্য আজান দেওয়া হবে, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য জুমার খুতবা বা অভিভাষণ শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে এবং জুমার নামাজ পড়ার নিমিত্তে তৎপর হও আর ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দাও। এটাই হোলো তোমাদের জন্য মঙ্গলদায়ক বিধান। যদি তোমরা তোমাদের কল্যাণ লাভের জ্ঞান রাখো”। (সূরা জুমুয়া, আয়াত নং 9)।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ নামাজের নির্ধারিত সময়ের আগেই নামাজ পড়া জায়েজ।

- ◯ সঠিক
- ◯ বেঠিক

ফজরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় সূর্যোদয়ের সময়।

- ◯ সঠিক
- ◯ বেঠিক

২

এমন দুইটি ইবাদত উল্লেখ করুন, যে দুইটি ইবাদত শুক্রবারের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

....

....

মুসলিম ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রভাব কী?

....

....

https://islamicfiqh.net এই ওয়েবসাইটটি দেখার পর প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধানের বিষয়ে কথা বলুন।

....

....

৩

নামাজ পড়ার অবস্থায় পুরুষের লজ্জাস্থান আবৃত করার জরুরি সীমা:

- ◯ ক) মুখ, দুই হাত ও দুই পা ছাড়া সারা শরীর।
- ◯ খ) নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।
- ◯ গ) কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত।

নামাজ পড়ার অবস্থায় মুসলিম ব্যক্তিকে যেদিকে মুখমণ্ডল করা অপরিহার্য, সেদিকটি হলো:

- ◯ ক) উত্তর দিক।
- ◯ খ) পশ্চিম দিক।
- ◯ গ) কাবা ঘরের দিক।

নামাজ পড়ার সময় মুসলিম ব্যক্তি সিজদার অবস্থায় বলবে:

- ◯ ক) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
- ◯ খ) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
- ◯ গ) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাকাত

অবতরণিকা

প্রাচীনকাল থেকেই এই পৃথিবীতে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে রয়েছে কতকগুলি ধনী ব্যক্তি, তারা প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে থাকে। এবং তাদেরই মধ্যে রয়েছে কতকগুলি গরীব মানুষ। তাদের কাছে জীবিকা নির্বাহের উপায় থাকে না। এটি এই বিশ্বজগতে মহান আল্লাহর সুনির্দিষ্ট ও প্রচলিত নিয়মনীতি। তাই দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য এবং তাদের দারিদ্র্যের বোঝা থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ধনীদের সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণে জাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য করে দিয়েছে। এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্ম প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে তার সম্পদ থেকে জাকাতের চেয়ে কিছু বেশি দান প্রদান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। এবং এর সুফল বা সুপরিণাম হিসাবে তার জন্য মহা পুণ্য ও মহা পুরস্কার নির্ধারিত করে রেখেছে। আর এই মহা পুণ্য ও মহা পুরস্কার সে ইহকাল ও পরকালে মৃত্যুর পরে লাভ করবে। আর প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সর্বদা এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানের ক্ষত্রে দরিদ্রদের জন্য সদয় হওয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং ক্ষুধার্তদেরকে খাদ্য আর নগ্নদেরকে পোশাক প্রদানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। প্রকৃত ইসলাম ধর্মে এই সমস্ত নিয়মনীতি এই জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সম্প্রদায় যাতে ওই ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে, যেভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার শিক্ষা প্রদান করেছেন ও উৎসাহিত করেছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা জাকাত প্রদানের বিধান, তার পদ্ধতি এবং কি কি মালে জাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য হয়, সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

জাকাতের সংজ্ঞা কী?

মুসলিম ধনীদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিব মিসকিন ও অভাবগ্রস্ত এবং অন্যান্য হকদারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জাকাত প্রদান করা হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

এই ভিডিওটি দেখুন। এতে জাকাত প্রদান করা এবং সমাজে জাকাতের প্রভাবের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই ভিডিওটি ওসূল সেন্টার দ্বারা প্রযোজিত হয়েছে।

এই ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

আমরা কেন জাকাত প্রদান করি?

আমরা এই ইবাদত বা উপাসনার দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করি। যেহেতু তিনিই আমাদের প্রতি জাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

জাকাত প্রদান করার তাৎপর্য ও উপকারিতার মধ্যে রয়েছে:

১
কৃপণতা এবং মালের প্রতি লোভ লালসা থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা।

২
অর্থের বৃদ্ধি হয় বরকত বা কল্যাণের মাধ্যমে। সুতরাং জাকাত প্রদান করার কারণে অর্থের ঘাটতি বা কমতি হয় না।

৩
জাকাত প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র বা ফকির ও গরিব বা মিসকিন এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির উপকার করা হয়।

কোন্ কোন্ ধনসম্পদে জাকাত প্রদান করা ফরজ বা অপরিহার্য হয়?

স্বর্ণ এবং রূপা

মাল বা মুদ্রা

ফসল, ফল এবং শস্য

গবাদি পশু

গবাদি পশু: গবাদি পশু হলো: উট, গোরু এবং ছাগল।

বাণিজ্যিক পণ্য:
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করা হয়, সে সমস্ত জিনিসকে বাণিজ্যিক পণ্য বলা হয়। আর সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে বাড়ি, দোকান, গাড়ি, পশু বা জন্তু ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক পণ্য

মুদ্রার জাকাত আমরা কিভাবে প্রদান করবো?

যে সমস্ত মুদ্রায় জাকাত ওয়াজিব হবে, সে সমস্ত মুদ্রার মুসলিম ব্যক্তি হিসাব করবে হিজরী সন হিসেবে বছরে মাত্র একবার। আর জাকাত দেওয়ার নির্ধারিত নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ হলো 2.5% । সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি গরিব মিসকিন ও অভাবগ্রস্ত মানুষকে তার জাকাত প্রদান করবে।

অনুশীলন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সেগুলির উপযুক্ত খানায় রাখুন:

- স্বর্ণ ও রূপা
- হাত ঘড়ি
- কিছু পরিমাণ টাকা
- বাড়ির আসবাবপত্র
- মুরগি
- ছাগল
- আপেল খামার

মুসলিম ব্যক্তির প্রতি এর জাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য:

এতে জাকাত নেই

আলোচনা করুন

সকল ধনীর জাকাত প্রদানের প্রভাব কী?

....

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১ এই ভিডিওটি দেখুন "কেন মুসলিমরা জাকাত দেয়?" তারপরে জাকাত ফরজের মহত্বের অর্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলুন।

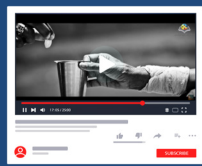

২ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তার মুদ্রার বা অর্থের জাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য হয়:

- ◯ ক) জীবনে একবার।
- ◯ খ) বছরে একবার।
- ◯ গ) মাসে একবার।

মুদ্রার বা অর্থের জাকাত দেওয়ার নির্ধারিত নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ হলো:

- ◯ ক) 25%
- ◯ খ) 10%
- ◯ গ) 2.5%

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোজা

অবতরণিকা

রোজা রাখা হলো মহান আল্লাহর এমন একটি ফরজ ইবাদত বা উপাসনা যে, এই রোজা সমস্ত মানব জাতির উপরে মহান আল্লাহ অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। আর প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য রোজা রাখে। এই পরিচ্ছেদে আমরা রোজার অর্থ, রোজা বিনষ্টকারী বিষয়াদি এবং রোজার কতকগুলি বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করবো।

রোজার সংজ্ঞা কী?

রোজা রাখা হলো মহান আল্লাহর এমন একটি ইবাদত বা উপাসনা যে, প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি রোজা রাখার অবস্থায় ভোরের আভা প্রকাশ হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকে।

আর রমাজান মাসের রোজা রাখা হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের চতুর্থ স্তম্ভ।

আমরা কেন রোজা রাখি?

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি রোজা রাখে সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর উপাসনার লক্ষ্যে এবং তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে।

রোজার তাৎপর্য ও উপকারিতা:

১। মহান আল্লাহকে মেনে চলার বিষয়টিকে সাব্যস্ত করা তাঁর উপাসনার মাধ্যমে এবং পাপ বর্জনের মাধ্যমে।

২। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি রোজা রাখার মাধ্যমে ফকির, গরিব বা নিঃস্ব মানুষের খিদে ও কষ্ট উপলব্দি করে।

৩। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি রোজা রাখার মাধ্যমে তার আত্মার কুপ্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রিত করার অভ্যাস করে।

মহান আল্লাহ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতির প্রতি এবং তাদের পূর্বে সমস্ত মানব জাতির প্রতি রোজা রাখা ফরজ বা অপরিহার্য করেছেন। তাই এই বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ)، سورة البقرة، الآية 183.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যাতে তোমরা রোজার অবস্থায় পানাহার, পাপাচার ও যৌন সম্ভোগ হতে বিরত থাকার মাধ্যমে তোমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে এবং জাহান্নাম বা নরক হতে মুক্তিলাভে সফলকাম হতে পারো"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৮৩)।

রোজা বিনষ্টকারী বিষয়মূহের বিবরণ:

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম রোজাদারকে কতকগুলি বিষয় হতে বিরত থাকা অপরিহার্য। কেননা সেই বিষয়গুলিতে সে যখন নিমজ্জিত হবে, তখন তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেই বিষয়গুলি হলো:

১ ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা বা পানাহারের মতোই যে কোনো জিনিস ব্যবহার করা। আর শিরার মাধ্যমে পুষ্টিকর স্যালাইন বা ইনজেকশন নেওয়া হলো পানাহারের মতোই রোজা বিনষ্টকারী বিষয়।

২ ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত করা হলো রোজা বিনষ্টকারী বিষয়। সুতরাং দিনের বেলায় স্ত্রীসহবাসের মাধ্যমে বীর্যপাত করা হোক অথবা অন্য কোনো পন্থায় বীর্যপাত করা হোক, সর্বাবস্থায় রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর রমাজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীসহবাস করা হলো একটি মহা পাপের কাজ।

৩ রোজা বিনষ্টকারী বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের বেলায় বমি করা।

রোজা বিনষ্টকারী বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় হলো:

৪ নারীর মাসিক ঋতুস্রাব বা রক্তস্রাব এবং সন্তান জন্মদানের পর নিফাস হওয়া বা রক্তপাত হওয়া।

পবিত্র রমাজান মাস:

পবিত্র রমাজান মাস হলো ইসলামিক হিজরি ক্যালেন্ডার হিসেবে চান্দ্রমাসের নবম মাস। এই মাস হলো কল্যাণময় মাস। এই মাসে মহান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং এই মাসের দিনে রোজা রাখা ও রাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত ছোটো ছোটো পাপকে মাফ করে দেওয়া হয়। আর এই মাসের একটি মহা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই মাসে শবে কাদার বা লাইলাতুল কাদার রয়েছে। এই শবে কাদার বা লাইলাতুল কাদারের মর্যাদা হলো এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই শবে কাদার বা লাইলাতুল কাদারে যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকবে এবং নামাজ পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত ছোটো ছোটো পাপ মহান আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

পবিত্র রমাজান মাসে মুসলিম সমাজ ইশার নামাজের শেষে রাত্রি বেলায় বিশেষ সুন্নাত নামাজ পড়ে থাকে। সেই নমাজের নাম হলো তারাবীর নামাজ বা কিয়ামুল লাইল এর নামাজ।

রমাজান মাসে কার জন্য রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে?

মহান আল্লাহ কতকগুলি লোকের প্রতি রমাজান মাসের ফরজ রোজা রাখার বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন। আর তাদের বিবরণ হলো নিম্নরূপে:

১ এমন অসুস্থ রোগী বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যে, সে যদি রোজা রাখে, তাহলে রোজা রাখার কারণে তার ক্ষতি সাধন হবে।

২ এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যে, সে রোজা রাখার ক্ষমতা রাখে না।

৩ এমন ব্যক্তি যে, সে সফরের অবস্থায় রয়েছে।

৪ এমন মহিলা যে, তার মাসিক রক্তস্রাব অথবা সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাবের অবস্থায় রয়েছে।

৫ গর্ভবতী মহিলা বা দুধ পান করায় এমন মহিলা যখন সে নিজের স্বাস্থ্যের বা তার সন্তানের ক্ষতি হওয়ার ভয় পাবে।

রোজার ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়:

১। যে ব্যক্তি পবিত্র রমাজান মাসে কোনো কারণে রোজা ছেড়ে দিবে, সে ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া সমস্ত রোজা রমাজান মাসের পরে অন্যান্য দিবসে কাজা হিসেবে পূরণ করে নিবে।

২। স্থায়ীভাবে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি, যেমন:- কোনো ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছে যে, তার আরোগ্য লাভের কোনো আশা নেই। এইরূপ ব্যক্তির প্রতি রোজা রাখা ফরজ নয়। তবে সে রমাজানের প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে।

৩। অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি রোজা রাখতে পারবে না, সে ব্যক্তির প্রতি রোজা রাখা ফরজ হবে না। তবে সে রমাজানের প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে।

মুসলিম সমাজ মাগরিবের আজানের সাথে সাথেই রোজা ইফতার করে। এবং তাদের মধ্যে থেকে অনেক মুসলিম মানুষ তাদের ভাইদের সাথে একসঙ্গে মিলিত হয়ে রোজা ইফতার করতে আগ্রহী হয়।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

“মুসলিমগণ কেন রমাজানের রোজা রাখেন”? এই ভিডিওটি দেখে নেওয়ার পর: মুসলিম ব্যক্তি রোজার দ্বারা যে উপকারিতা অর্জন করে, সেই উপকারিতার বিষয়ে আপনি কিছু কথা বলুন!

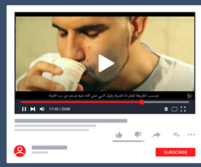

২

রমাজান মাসে মহান আল্লাহ যাদেরকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মধ্যে থেকে কতকগুলি লোকের কথা উল্লেখ করুন এবং এর তাৎপর্য বা রহস্যের বিষয়টি উপস্থাপন করুন।

৩

মুসলিম ব্যক্তি রোজার অবস্থায় অবশ্যই বিরত থাকবে:

- ক) পানাহার থেকে।
- খ) স্ত্রী সহবাস থেকে।
- গ) উপরের সমস্ত কাজ থেকে।

রোজা বিনষ্টকারী বিষয়ের সংখ্যা বলুন:

- ক) 6
- খ) 5
- গ) 4

নবম পরিচ্ছেদ

হজ্জ

অবতরণিকা

হজ্জ হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে ভালো বা সর্বোত্তম একটি কর্ম হলো হজ্জ পালন করা। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি হজ্জ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। হজ্জ পালনের মহা মর্যাদার বিষয়ে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মহা নিদর্শন হজ্জের বিবরণ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কতকগুলি বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করবো।

হজ্জ কাকে বলে?

হজ্জ এমন একটি ইবাদত বা উপাসনা যে, সেই ইবাদত বা উপাসনার জন্য প্রকৃত ইমানদার ক্ষমতাবান মুসলিম ব্যক্তি জুল হিজ্জা মাসে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় গমন করে। হিজরি সন হিসেবে জুল হিজ্জা মাস হলো বছরের শেষ মাসে। হজ্জ পালন করা হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ।

হিজরি সন: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেছিলেন, সেই দিকেই হিজরি সন ইঙ্গিত বহন করে। মুসলিম জহানের খলিফা ওমার বিন খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহ আনহু] হিজরি সন চালু করেছিলেন আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মক্কা থেকে মদিনায় গমন করার বছর থেকে। যাতে ইসলামি হিজরি সনের তারিখ লিখার সূচনা হয়। হিজরি সনের ১২টি মাস রয়েছে। হিজরি সন শুরু হয় মুহার্রাম মাস থেকে এবং শেষ হয় জুল হিজ্জা মাসে। মুসলিম জাতি তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ বা কাহিনী হিজরি সনের তারিখ মোতাবেক লিখে থাকেন।

আমরা কেন হজ্জ পালন করি?

মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্ধারিত কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে মক্কায় কাবা ঘরের হজ্জ পালন করে।

হজ্জ পালনের তাৎপর্য ও উপকারিতা

১। আল্লাহর বার্তাবহ নাবীগণের অনুসরণ করা; যেহেতু তাঁরা সবাই কাবা ঘরের হজ্জ পালন করেছেন।

২। নির্দিষ্ট সময়ে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি বিভিন্ন ইবাদতে বা উপাসনায় নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করে থাকেন হজ্জ পালন করার সময়।

৩। হজ্জের মৌসুমে পবিত্র স্থানগুলিতে হজ্জ পালনকারীগণ বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশের মুসলিমদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপিত করে থাকেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগের বন্ধন মজবুত করে থাকেন।

আলোচনা করুন

আপনার ওই সমস্ত সাথী বা সহকর্মীর সাথে আলোচনা করুন, যে সমস্ত সাথী বা সহকর্মী হজ্জ পালন করেছেন। আর হজ্জ পালন করার সময়ে তাদের অনুভূতি বা মানসিক অবস্থা কেমন ছিলো, তা তাদের কাছ থেকে জেনে নিন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

কার উপরে হজ্জ পালন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়?

হজ্জ সক্ষম মুসলিম নারী ও পুরুষের জীবনে মাত্র একবার অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তির প্রতি হজ্জ পালন করা ওয়জিব বা অপরিহার্য।

হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়:

১। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থান কেবলমাত্র পবিত্র মক্কা শহরে ও তার আশেপাশের কয়েকটি জায়গায় এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে হজ্জ পালন করতে পারবে।

২। হজ্জ পালন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনা করা হয়। তাই সেই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনার বিধিবিধান মুসলিম ব্যক্তির জন্য হজ্জ পালনে যাওয়ার আগেই জেনে নেওয়া উচিত।

মুসলিম জাতির মধ্যে থেকে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশের কতকগুলি মানুষ হজ্জ পালন করে থাকেন। তাদের মধ্যে হজ্জ পালন করার সময় ধনী ও গরিব ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সবাই একই রকম পোশাকে, একই সময়ে হজ্জ পালন করে।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

(মুসলিমগণ কেন হজ্জ পালন করেন) এই ভিডিওটি দেখে নেওয়ার পর আপনি হজ্জ পালনের ইবাদত বা উপাসনাটি মানব জাতির স্বাভাবিক চাহিদার প্রতিফলনের দিকগুলি উপস্থাপন করুন।

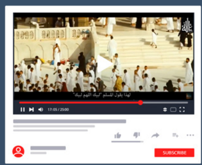

২

মুসলিমগণ হজ্জ পালন করেন:

- ক) রমজান মাসে।
- খ) জুলহিজ্জা মাসে।
- গ) ডিসেম্বর মাসে।

মুসলিম ব্যক্তির প্রতি হজ্জ ফরজ বা অপরিহার্য হয়:

- ক) জীবনে একবার।
- খ) জীবনে দুবার।
- গ) যখনই তিনি হজ্জ পালনে সক্ষম হবেন।

নিজের মূল্যায়ন নিজেই করুন

	শিক্ষার লক্ষ্য	মূল্যায়নের স্তর			
		না	দুর্বল	ভালো	চমৎকার
১	আপনি কি ইবাদত বা উপাসনার অর্থ বুঝতে পেরেছেন?				
২	আপনি কি ইবাদতের শর্তগুলি উল্লেখ করতে পারবেন?				
৩	আপনি কি ইবাদতের বিভাগগুলি উল্লেখ করতে পারবেন?				
৪	আপনি কি পবিত্রতার অর্থ বুঝেন?				
৫	আপনি কি পবিত্রতার প্রকারভেদ জানেন?				
৬	আপনি কি ওজুর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন?				
৭	আপনি কি ওজু বিনষ্টকারী বিষয়গুলি জানেন?				
৮	আপনি কি মোজার উপর মাসাহ করার বিধিবিধান জানেন?				
৯	আপনি কি গোসলের পদ্ধতি জানেন?				
১০	আপনি কি গোসল অপরিহার্য হওয়ার বিষয়গুলি জানেন?				
১১	আপনি কি জানেন জুনুবি ব্যক্তির জন্য কি কি সম্পাদন করা হারাম?				
১২	আপনি কি জানেন নারীর রক্তস্রাবের প্রকারভেদ?				
১৩	আপনি কি মহিলাদের রক্তস্রাবের গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান জানেন?				
১৪	আপনি কি নামাজের অর্থ জানেন?				
১৫	আপনি কি জানেন আমরা কেন নামাজ পড়ি?				
১৬	আপনি কি জানেন নামাজের শর্তগুলি?				
১৭	আপনি কি জানেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কী জিনিস?				
১৮	আপনি কি নামাজের পদ্ধতি জানেন?				

	শিক্ষার লক্ষ্য	মূল্যায়নের স্তর			
		না	দুর্বল	ভালো	চমৎকার
১৯	আপনি কি জানেন জুমুয়ার নামাজের বিধিবিধান?				
২০	আপনি কি জাকাতের অর্থ বুঝতে পারছেন?				
২১	আমরা কেন জাকাত প্রদান করি তা কি আপনি জানেন?				
২২	আপনি কি জানেন: কোন্ কোন্ ধনসম্পদে জাকাত প্রদান করা ফরজ বা অপরিহার্য হয়?				
২৩	আপনি কি জাকাতের শর্তাবলি জানেন?				
২৪	আপনি কি জাকাত গ্রহণের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে জানেন?				
২৫	আপনি কি রোজার অর্থ জানেন?				
২৬	আপনি কি জানেন আমরা কেন রোজা রাখি?				
২৭	আপনি ফরজ রোজার বিষয়ে জ্ঞান রাখেন কি?				
২৮	আপনি কি রোজা বিনষ্টকারী বিষয়মূহ জানেন?				
২৯	রমাজান মাসে রোজা না রাখা কাদের জন্য জায়েজ তা কি আপনি জানেন?				
৩০	আপনি কি হজ্জের অর্থ জানেন?				
৩১	আমরা কেন হজ্জ পালন করি তা কি আপনি জানেন?				
৩২	আপনি কি জানেন কার প্রতি হজ্জ করা ওয়জিব বা অপরিহার্য হয়?				
৩৩	আপনি কি সঠিকভাবে ওজু করতে পারেন?				
৩৪	আপনি কি সঠিকভাবে গোসল করতে পারেন?				
৩৫	আপনি কি সঠিকভাবে নামাজ পড়তে পারেন?				
৩৬	আপনি কি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সরলতা ও উদারতা অনুভব করতে পারছেন?				

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের চালচলন পদ্ধতি

এই অধ্যায়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ

১ পোশাকপরিচ্ছদ

২ পানাহার

৩ আর্থিক লেনদেন

৪ সচ্চরিত্রের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পোশাকপরিচ্ছদ

অবতরণিকা

বস্ত্রাদি বা পোশাকপরিচ্ছদ এবং সাজসজ্জার সমস্ত জিনিস হলো মানুষের প্রতি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)، سورة الأعراف، الآية 26.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আদমসন্তান তথা সকল জাতির মানব সমাজ! আমি তোমাদের লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে পোশাকপরিচ্ছদ সৃষ্টি করেছি। এর সাথে সাথে জেনে রাখা দরকার যে, সৎকর্মের পোশাকের দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ার বিষয়টি হলো সবচেয়ে উত্তম পোশাক। এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর রহস্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন। এই বিষয়টি আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে সকল জাতির মানব সমাজ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে এবং তাঁকে মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত হওয়ার শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ২৬)। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক পোশাকপরিচ্ছদের কতকগুলি বিধিবিধান জানতে পারবো।

পোশাকপরিচ্ছদের আসল বিধান:

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সমস্ত প্রকারের সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদ হলো বৈধ। তাই সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদের মধ্যে কিছুই হারাম বা অবৈধ নেই। কিন্তু যে সমস্ত সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদকে পবিত্র কুরআনে অথবা নির্ভরযোগ্য হাদীসে নির্দিষ্টভাবে হারাম বা অবৈধ বলে পরিগণিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদকে নির্দিষ্টভাবে হারাম বা অবৈধ বলেই মেনে নিতে হবে।

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক জাগতিক বিষয়ের সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত লেনদেন এবং সমস্ত প্রকারের সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদ হলো বৈধ। তাই এর মধ্যে থেকে বিনা দলিলে কোনো জিনিসকে অবৈধ বা হারাম বলা যাবে না। আর যে সমস্ত সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদকে এখানে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সমস্ত সাজসজ্জা ও পোশাকপরিচ্ছদকে পবিত্র কুরআনে অথবা নির্ভরযোগ্য হাদীসে সম্পূর্ণরূপে হারাম বা অবৈধ করা হয়েছে।

আলোচনা করুন

পোশাকপরিচ্ছদের মাধ্যমে কী প্রয়োজন পূরণ করা হয়?

....

....

....

হারাম বা অবৈধ পোশাকপরিচ্ছদের বিবরণ:

মহান আল্লাহ কতকগুলি পোশাক হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সেই সমস্ত পোশাকের মধ্যে রয়েছে:

১। যে পোশাক নগ্নতা প্রকাশ করে এবং লজ্জাস্থানকে বিবস্ত্র করে।

২। পুরুষের পোশাক নারীর পোশাকের মতো এবং নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের মতো হওয়া।

যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনো কোনো পুরুষ মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং কোনো কোনো মহিলা পুরুষের পোশাক পরিধান করে।

৩। গর্বের ও অহংকারের পোশাক।

৪। অপব্যয় এবং অপচয়ের পোশাক।

৫। পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা এবং স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

৬। মুসলিম সমাজের জন্য কোনো অমুসলিম সমাজের পোশাক পরিধান করা হারাম। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীদের পোশাক মুসলিম সমাজের জন্য পরিধান করা।

পুরুষের লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত করার জরুরি সীমা হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর গায়র মাহরামের সামনে মহিলার দেহ আচ্ছাদিত করার জরুরি সীমা হলো সারা শরীর।

মুসলিম নারী তার পিতা, সন্তান, ভাই বা মাহরামের সামনে নিজের দেহের ওই সমস্ত অঙ্গ প্রকাশ করতে পারবে, যে সমস্ত অঙ্গ সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর সামনে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন:- মুখমণ্ডল, চুল, ঘাড়, দুই হাতের কনুই এবং দুই পায়ের গুল বা ডিম।

কতকগুলি পোশাকপরিচ্ছদ নিষিদ্ধ হওয়ার কিছু কারণ জানার বিষয়ে আপনি আপনার সঙ্গীদের সাথে অংশগ্রহণ করুন...

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর শিক্ষা হলো এই যে, পুরুষ যেন নারীর বেশ ধারণ না করে এবং নারী যেন পুরুষের বেশ ধারণ না করে। আর এই বেশ ধারণের মধ্যে রয়েছে পোশাকপরিচ্ছদের বিষয় এবং কথা বলার পদ্ধতি।

নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করা হলো এমন একটি মহা পাপ যে, এই মহা পাপে নিমজ্জিত মানুষ যদি তওবা না করে, তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধ নির্ধারিত রয়েছে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম চায় যে, পুরুষের বৈশিষ্ট্য, চালচলন ও জীবন পদ্ধতি যেন নারীর বৈশিষ্ট্য, চালচলন ও জীবন পদ্ধতি হতে আলাদা হয়। এবং নারীর বৈশিষ্ট্য, চালচলন ও জীবন পদ্ধতি যেন পুরুষের বৈশিষ্ট্য, চালচলন ও জীবন পদ্ধতি হতে আলাদা হয়। যেহেতু এটিই হলো সৎ স্বভাব এবং সচ্চরিত্রের ও সঠিক যুক্তির নিদর্শন ও প্রমাণ।

অনুশীলন

শুধুমাত্র পুরুষদের প্রতি যে সমস্ত পোশাকপরিচ্ছদ হারাম বা অবৈধ করা হয়েছে, সে সমস্ত পোশাকপরিচ্ছদ আপনি নির্দিষ্ট করুন। এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি যে সমস্ত পোশাকপরিচ্ছদ হারাম বা অবৈধ করা হয়েছে, সে সমস্ত পোশাকপরিচ্ছদ আপনি নির্দিষ্ট করুন:

- যে পোশাক নগ্নতা প্রকাশ করে এবং লজ্জাস্থানকে বিবস্ত্র করে।
- যে পোশাকের মাধ্যমে পুরুষের জন্য নারীর বেশ ধারণ করা হয় এবং যে পোশাকের মাধ্যমে নারীর জন্য পুরুষের বেশ ধারণ করা হয়।
- যে পোশাকের মাধ্যমে অপব্যয় এবং অপচয় করা হয়।
- যে পোশাকের মাধ্যমে গর্ব ও অহংকার করা হয়।
- রেশম পরিধান করা এবং স্বর্ণ ব্যবহার করা।
- যে পোশাকের মাধ্যমে অমুসলিমদের অনুকরণ করা হয়।

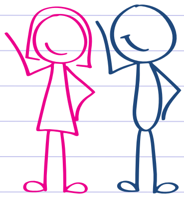

আলোচনা করুন

ফ্যাশনের চিৎকার বা পোশাক বিক্রয়কারীর চেঁচামেচি অথবা প্রথা কিংবা অভ্যাস ও বিভিন্ন রীতিনীতি কী এমন প্রধান বিধান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে পুরুষ বা নারী নিজের উপযোগী পোশাক নির্ধারণ করবে?

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

হারাম পোশাকপরিচ্ছদ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, তারপরে ওই সমস্ত তাৎপর্যের বিষয়েও চিন্তা করে দেখুন, যে সমস্ত তাৎপর্যের কারণে কতকগুলি পোশাকপরিচ্ছদকে হারাম করা হয়েছে।

....

....

....

....

....

....

....

২

সঠিক উত্তর চয়ন করুন:

- স্বর্ণ পরা যার প্রতি নিষিদ্ধ, সে হলো:
  - ◯ ক) পুরুষ।
  - ◯ খ) নারী।
  - ◯ গ) শিশু।

- পুরুষদের প্রতি নিষিদ্ধ হলো:
  - ◯ ক) উল পরিধান করা।
  - ◯ খ) সিল্ক পরিধান করা।
  - ◯ গ) উপরে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পানাহার

অবতরণিকা

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ইমান রাখে ও বিশ্বাস করে যে, খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য মহান আল্লাহর প্রদত্ত অনুগ্রহ। সুতরাং মহান আল্লাহর প্রদত্ত এই অনুগ্রহ তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অপরিহার্য করে দেয়। আর তাঁর প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো তাঁর ইবাদত বা উপাসনার জন্য এই খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের দ্বারা শক্তি অর্জন করা।

এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক পানাহারের কতকগুলি বিধিবিধান জানতে পারবো। সেইরূপ আমরা এই পরিচ্ছেদে কতকগুলি হারাম খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের বিষয় জানতে পারবো। যাতে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি হারাম খাদ্যদ্রব্য এবং হারাম পানীয় দ্রব্য হতে দূরীভূত হতে পারে।

খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের আসল বিধান:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং সমস্ত পানীয় দ্রব্য হালাল বা বৈধ। তাতে হতে কোনো কিছুই হারাম বা অবৈধ নয়। কিন্তু যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যকে পবিত্র কুরআনে অথবা নির্ভরযোগ্য হাদীসে নির্দিষ্টভাবে হারাম বা অবৈধ হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যকে নির্দিষ্টভাবে হারাম বা অবৈধ বলেই মেনে নিতে হবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا)، سورة البقرة، الآية 168.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! এই পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত হালাল ও কল্যাণকর পবিত্র জীবিকা আছে, সে সমস্ত হালাল ও কল্যাণকর পবিত্র জীবিকা হতে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মোতাবেক পানাহার করো"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৬৮ এর অংশবিশেষ)।

হারাম বা অবৈধ খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের বিবরণ:

মহান আল্লাহ কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যকে এবং পানীয় দ্রব্যকে হারাম বা অবৈধ করেছেন। সেই সমস্ত হারাম বা অবৈধ খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে:

১। মদ, মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির কার্যক্ষমতা নষ্ট করে এই মদ। আর মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির সংরক্ষণ করা এবং সুস্থ রাখা হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য।

২। সমস্ত প্রকারের মাদক দ্রব্য। মাদক দ্রব্যের দ্বারা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি এবং শরীর ধ্বংস হয়ে যায়।

৩। মৃত প্রাণী অথবা ওই সমস্ত পশু যে সমস্ত পশুকে মহান আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নামে জবাই করা হয়েছে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ:

এই বিষয়টি হলো একটি মহা জ্ঞানের বিষয়। এর দ্বারা জানা যায় প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার রহস্য, তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানের রহস্য, তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য জানা যায় এই মহা জ্ঞানের মাধ্যমে। অতএব অমুক বিধানটি মহান আল্লাহ কেন নির্ধারিত করেছেন? এই বিধানটি কী উদ্দেশ্যে এসেছে? এই ধরণের রহস্য, তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য উদ্ভাসিত হয় এই মহা জ্ঞানের দ্বারা।

৪। শূকরের মাংস বা শুয়োরের মাংস। যেহেতু শূকরের মাংস হলো অপবিত্র ও হারাম বা অবৈধ। সুতরাং শূকরের মাংস বা শুয়োরের মাংস খাওয়া জায়েজ নয়।

৫। হিংস্র প্রাণী যেমন: - সিংহ, বাঘ, গোবাঘ বা চিতা বাঘ, বাজপাখি ও ঈগল বা চিল জাতীয় মাংসাশী বা মাংস ভোজনকারী জীবজন্তু।

৬। মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বাতিল উপাস্য বা বস্তু কিংবা ব্যক্তির নৈকট্য লাভের আশায় যে সমস্ত পশু বা জীবজন্তু জবাই করা হবে, সে সমস্ত পশু বা জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করা বা খাওয়া। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ হলো মূর্তি বা প্রতিমা।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে পশু হালাল করার শর্তাবলি কী?

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে পশু হালাল করা হয় ওই পন্থায় জবাই বা নাহার করার মাধ্যমে, যে পন্থায় জবাই বা নাহার করার মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক নিম্নের শর্তাবলি পাওয়া যায়:

১ জবাইকারী যেন প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি হয় অথবা আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায়) এর কোনো ব্যক্তি হয় এবং ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা বা গুণাগুণ রাখে আর জবাই করে হালাল করার ইচ্ছা করতে পারে।

২ জবাই করার অস্ত্র যেন ধারালো ও তেজ হয়। যাতে জবাইকৃত পশুর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সেই অস্ত্র যেন সুতীক্ষ্ণ হয় ও তার দ্বারা যেন জবাই করা সম্ভব হয়। যেমন: - তেজ চাকু বা চোখা ছুরি ইত্যাদি। কিন্তু কোনো ভারী জিনিসের দ্বারা কোনো পশুকে হত্যা করা কিংবা তার মাথায় কোনো ভারী জিনিসের দ্বারা আঘাত করা অথবা তাকে ইলেকট্রিকশন দ্বারা আঘাত করা হারাম।

৩ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা; সুতরাং বিসমিল্লাহ বলতে হবে জবাই করার জন্য হাত চালনা করার সময়।

৪ পশু হালাল করার জন্য যেন তার গলায় নির্দিষ্ট জায়গায় ছুরি দ্রুত চালনা করা হয়। যাতে তার খাদ্যনালী, শ্বাসনালি এবং কণ্ঠনালীর সাথে সাথে তার মোটা দুইটি রগ বা মোটা দুইটি শিরা কেটে যায়। অথবা এই চারটি জিনিসের মধ্যে থেকে তিনটি কেটে যায়।

সমুদ্রের প্রাণী ভক্ষণ করার বিধান কী?

যে সমস্ত প্রাণী জল বা পানি ছাড়া স্থলে বিচরণ বা বসবাস করে না, সে সমস্ত মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা জায়েজ। যেমন: - মাছ, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি। আর এই সমস্ত জলচর প্রাণী সমুদ্রে বসবাস করুক অথবা নদীতে বসবাস করুক কিংবা পুকুরে বা জলাশয়ে বসবাস করুক, এতে কোনো তফাত নেই।

হিংস্র প্রাণী ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির স্থলীয় বন্যপ্রাণী বা পশু শিকার করা ও ভক্ষণ করা বৈধ বা জায়েজ। তবে শর্ত হলো এই যে, শিকার করার সময়ে বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। আর শিকারকৃত পশু জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে, সেই পশুকে জবাই করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকারের রেস্তোরাঁয় ও দোকানে জবাইকৃত পশুর কতকগুলি বিধান:

১ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি অথবা আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায়) এর মানুষ ছাড়া অন্যান্য অমুসলিম সমাজের লোক, যেমন: - বৌদ্ধ, হিন্দু এবং নাস্তিক ব্যক্তির জবাইকৃত পশু খাওয়া বা ভক্ষণ করা প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি হারাম বা অবৈধ। আর যে সমস্ত দেশে অধিকাংশ মানুষই বসবাস করে মুসলিম এবং আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায় এর মানুষ) ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মানুষ, সে সমস্ত দেশের বিভিন্ন প্রকারের রেস্তোরাঁ ও দোকানের মাংস খাওয়া বা ভক্ষণ করা প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির প্রতি হারাম বা অবৈধ।

২ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি অথবা আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায়) এর কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক জবাই করে, তাহলে তা জায়েজ বা বৈধ বলেই বিবেচিত হবে পবিত্র কুরআনের বিধান মোতাবেক। (দেখতে পারা যায় সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৫)।

৩ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি বা আহলে কিতাব (ইহুদী অথবা নাসারা সম্প্রদায়ের) কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক জবাই না করে কোনো পশুকে অন্য কোনো পন্থায় হত্যা করে, যেমন: - ইলেকট্রিকশন দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে অথবা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে হত্যা করে, তাহলে তা প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বা ভক্ষণ করা হারাম বা অবৈধ।

৪ প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি মূল নীতি হলো এই যে, আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায়ের) কোনো ব্যক্তির জবাইকৃত পশু প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বা ভক্ষণ করা বৈধ বা হালাল। তদ্রূপ আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায়ের) রেস্তোরাঁয় বা দোকানে যে সমস্ত জবাইকৃত পশুর মাংস পাওয়া যায়, সে সমস্ত মাংস প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বা ভক্ষণ করা বৈধ বা হালাল। তবে খাওয়ার সময়ে বা ভক্ষণ করার সময়ে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি যেন বিসমিল্লাহ বলার প্রতি তৎপর থাকে। আর প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম বিষয় হলো এই যে, সন্দেহের বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিঃসন্দেহের বৈধ বা হালাল মাংস খাওয়া বা ভক্ষণ করার প্রতি লক্ষ রাখা এবং সন্দেহের মাংস বর্জন করা।

আলোচনা করুন

আপনি আপনার সহকর্মীদের সাথে ইন্টারনেটের এমন কতকগুলি সাইট তুলে ধরুন যেগুলি আপনাকে আপনার দেশে বৈধ বা হালাল খাবার অর্জনে সহায়তা করবে।

....

....

....

যে সমস্ত দোকানে এবং রেস্তোরাঁয় জবাইকৃত পশুর মাংস বিক্রি করা হয়, সে সমস্ত দোকানের এবং রেস্তোরাঁয়ের বিধিবিধান বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকারের জবাইকারী ব্যক্তির বিধিবিধান হিসেবে।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

হারাম খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় দ্রব্যের বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন, তারপরে ওই সমস্ত তাৎপর্যের বিষয়েও চিন্তা করে দেখুন, যে সমস্ত তাৎপর্যের কারণে কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যকে এবং পানীয় দ্রব্যকে হারাম করা হয়েছে।

....

....

....

....

....

....

....

২

কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান ব্যক্তি যখন পশু জবাই করবে, তখন সে তাতে বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুক অথবা না করুক তা খাওয়া বৈধ হবে।

◯ ঠিক ◯ বেঠিক

যে পশু ইলেকট্রিকশন দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যাবে, সে পশুর মাংস খাওয়া হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যাবে।

◯ ঠিক ◯ বেঠিক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থিক লেনদেন

অবতরণিকা

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো এই যে, এই ধর্মটি আসলে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা জীবনব্যবস্থা। তাই এই ধর্মের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে মানব জীবনের সমস্ত শাখা প্রশাখার মঙ্গলদায়ক নিয়মকানুন। এই সমস্ত নিয়মকানুনের দ্বারা প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানব জাতির বাহ্যিক ও বাস্তবজীবনের সমস্ত আর্থিক কারবার ও লেনদেনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে। আর তাদের অধিকারগুলির যত্ন ও সংরক্ষণ করেছে। এবং তাদের মধ্যে থেকে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার দূরীভূত করেছে। এই যত্ন ও সংরক্ষণের নিদর্শন হলো এই যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানব জাতিকে এমন কতকগুলি কল্যাণদায়ক বিধিবিধান প্রদান করেছে, যে সেই সমস্ত কল্যাণদায়ক বিধিবিধান দ্বারা মানব জাতির বাহ্যিক ও বাস্তবজীবনের আর্থিক লেনদেন ও কারবারকে উত্তমরূপে সুশৃঙ্খলিত করেছে এবং সুন্দররূপে সুসজ্জিত করেছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক আর্থিক লেনদেনের বিধিবিধান জানতে পারবো। সেইরূপ আমরা এই পরিচ্ছেদে কতকগুলি আর্থিক হারাম লেনদেনের কারণও জানতে পারবো।

আর্থিক লেনদেনের অর্থ কী?

আর্থিক লেনদেন হলো: এমন কতকগুলি কারবার, যাতে অর্থ আদানপ্রদান করা হয় অন্য মালের বিনিময়ে, যেমন: - ক্রয়বিক্রয় করা। অথবা অন্য কোনো উপকারের বিনিময়ে, যেমন: - ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া। কিংবা অন্য কোনো বিনিময় ব্যতীত, যেমন: - উপহার প্রদান করা।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে আর্থিক লেনদেনের আসল বিধান

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক সমস্ত আর্থিক লেনদেন হলো হালাল বা বৈধ। তাই কোনো আর্থিক লেনদেনকে হারাম বলা যাবে না। কিন্তু যে সমস্ত আর্থিক লেনদেনকে নির্দিষ্টভাবে পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস নিষিদ্ধ বা হারাম করে দিয়েছে, সে সমস্ত আর্থিক লেনদেনকে নির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম বলেই গণ্য করতে হবে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সমস্ত প্রকারের কারবার ও আদানপ্রদান এবং আর্থিক লেনদেন হলো বৈধ বা জায়েজ। তাই কোনো আর্থিক লেনদেনকে নির্দিষ্টভাবে পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস ব্যতীত নিষিদ্ধ বা হারাম বলে ঘোষণা করা জায়েজ নয়। তবে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক ইবাদত বা উপাসনার বিষয়টি হলো এর বিপরীত। যেহেতু প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সমস্ত প্রকারের ইবাদত বা উপাসনা নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট রয়েছে। তাই সমস্ত প্রকারের ইবাদত বা উপাসনা হলো অবৈধ বা না জায়েজ। কিন্তু ওই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনাকে নির্দিষ্টভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক বৈধ বা জায়েজ কিংবা মোস্তাহাব ও অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যে সমস্ত ইবাদত বা উপাসনাকে পবিত্র কুরআনের মধ্যে এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের মধ্যে বৈধ বা জায়েজ কিংবা মোস্তাহাব ও অপরিহার্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে হারাম বা অবৈধ আর্থিক লেনদেনের বিবরণ:

মহান আল্লাহ যে সমস্ত আর্থিক লেনদেনকে হারাম বা অবৈধ করেছেন, সে সমস্ত আর্থিক লেনদেনের মধ্যে রয়েছে:

১। অন্যায়ভাবে অপরের ধনসম্পত্তি হস্তগত করা। যেমন:- ফাঁকি দিয়ে কিংবা প্রতারণা করে বা জোর করে লোকের অর্থ বা মাল গ্রহণ করা।

২। যে ব্যক্তি আর্থিক লেনদেন করতে চায়না, তাকে বলপ্রয়োগ করে আর্থিক লেনদেনে বাধ্য করে তার মাধ্যমে অর্থ বা মাল উপার্জন করা।

৩। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিসের ব্যবসা বাণিজ্য বা কারবার করা, যেমন: - মদ, মাদকদ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট এবং ধূমপানের সমস্ত উপাদান বা সরঞ্জাম ইত্যাদি।

৪। সুদ, আর তা হলো: এই শর্তে কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মাল ঋণ দেওয়া যে, সে যখন উক্ত ঋণ পরিশোধ করবে, তখন সে কিছু শতাংশ বেশি ফেরত দিবে, যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সে 5% বেশি মাল ফেরত দিবে।

৬। অজানা জিনিস ক্রয়বিক্রয় করা। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি এমন একটি বাক্সের ভিতরের জিনিস ক্রয়বিক্রয় করছে যে, সে জানে না যে উক্ত বাক্সের ভিতরে কী জিনিস আছে।

৭। জুয়া খেলা ও বাজি রাখার মাধ্যমে অর্থ বা মাল উপার্জন করা। সুতরাং তাতে জয়ী ব্যক্তি পরাজিত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ বা অন্য কিছু গ্রহণ করে।

আর্থিক লেনদেন হারাম বা অবৈধ হওয়ার কারণ:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে কতকগুলি আর্থিক লেনদেন হারাম হওয়ার আসল কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

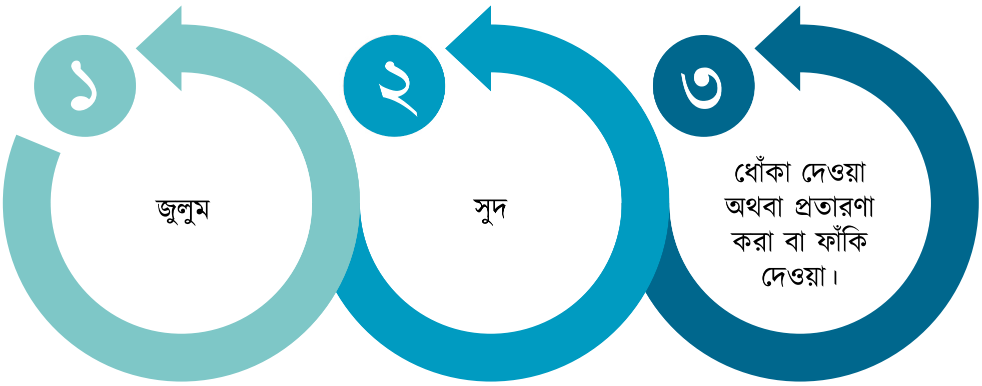

আলোচনা করুন

মুসলিম ব্যক্তি নিজের জীবনে অনেক আর্থিক লেনদেন করে থাকে। সুতরাং সে কিভাবে জানতে পারবে যে, কোন্ আর্থিক লেনদেনটি জায়েজ এবং কোন্ আর্থিক লেনদেনটি না জায়েজ বা হারাম?

....

....

....

....

....

অনুশীলন

নিম্নের বাক্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী সেগুলিকে উপযুক্ত খানায় রাখুন:

- মদ বিক্রি করা
- ঘুষ
- অনলাইনে পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করা
- ক্ষতিকারক পদার্থ পাচার করা
- কাউকে কিছু টাকা ধার দেওয়া এবং 10% বেশি ফেরত দেওয়া
- পানীয় জল বিক্রি করা
- যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা অর্থ প্রদান করে এবং বিজয়ী তা গ্রহণ করে

জায়েজ আর্থিক লেনদেন:

নাজায়েজ আর্থিক লেনদেন:

সুদ এমন একটি আর্থিক লেনদেন যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এই সুদকে সবচেয়ে বেশি কঠোরতার সহিত হারাম করেছে। যেহেতু এর মাধ্যমে অন্যের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই এটি একটি বড়ো পাপ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর জন্য মহান আল্লাহ কঠোর শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

নিষিদ্ধ আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন, তারপরে ওই সমস্ত তাৎপর্যের বিষয়েও চিন্তা করে দেখুন, যে সমস্ত তাৎপর্যের কারণে কতকগুলি আর্থিক লেনদেনকে হারাম করা হয়েছে।

....

....

....

....

....

....

....

২

উভয় পক্ষের সম্মতি থাকলে জুয়া খেলা বৈধ।

○ ঠিক ○ বেঠিক

কোনো মুসলিম ব্যক্তির প্রয়োজন হলে তার জন্য সুদে ঋণ নেওয়া জায়েজ।

○ ঠিক ○ বেঠিক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সচ্চরিত্রের বিবরণ

অবতরণিকা

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজকে সচ্চরিত্রের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নির্ভরযোগ্য অনেক হাদীসের মাধ্যমে ভালো আচরণের এবং সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি সচেতন করেছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, সচ্চরিত্রের বিষয়টি মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক ইমান ও উপাসার সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে আছে। আর সদ্ব্যবহারের এবং সচ্চরিত্রের প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকালে মহা পুণ্য প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা জানতে পারবো।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব

- প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ভালো আচরণের বা সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। অতএব ভালো আচরণ বা সচ্চরিত্র মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ। এবং বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বার্তাবহ রাসূল হিসেবে নিযুক্ত ও নিয়োজিত হওয়ার একটি মহা উদ্দেশ্য ছিলো সচ্চরিত্রের বিষয়গুলি বিশ্ববাসীকে পুরোপুরিভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা।
- তাই সচ্চরিত্রের সমস্ত বিষয়গুলি মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক ইমানের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং যে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ে ইমান যতো মজবুত হবে, তার চরিত্র এবং আচরণ ততোই ভালো হবে।
- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে মহা পুণ্য লাভ করতে পারবে, যেমনভাবে সে তার নামাজ এবং রোজার মাধ্যমে মহা পুণ্য লাভ করে থাকে।

আলোচনা করুন

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তির চরিত্র এবং আচরণ অন্যদের সাথে কেমন হওয়া উচিত? আর ভালো আচরণ বা সচ্চরিত্রের বিষয়টি কী তাদের প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মেনে চলার নির্দর্শন হিসেবে পরিগণিত হতে পারে?

....

....

....

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের মর্যাদা:

১। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে জিনিসটি মানুষকে সব চেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে, সে জিনিসটি হলো: একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার সহিত এবং ভক্তিসহকারে মহান আল্লাহকে মেনে চলা আর সৃষ্টি জগতের সঙ্গে ভালো আচরণ করা বা সচ্চরিত্র বজায় রাখা।

২। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষের পুণ্যের পাল্লা ভারি করার জন্য সচ্চরিত্রের পুণ্যের চেয়ে আর কিছু নেই।

৩। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচেয়ে বেশি ভালো, সে ব্যক্তি পরকালে কিয়ামতের দিবসে তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান স্থানে অবস্থান করবে।

মানুষের মিজান বা তারাজু অথবা দাঁড়িপাল্লার প্রতি ইমান:

পরকালে কিয়ামতের দিবসে মানুষের পাপপুণ্যের ও ভালোমন্দ কর্মের বিচার করার জন্য বিশেষ মিজান বা দাঁড়িপাল্লা অথবা বা তারাজুর ব্যবস্থা থাকবে।

মিজান বা দাঁড়িপাল্লা অথবা বা তারাজুর দ্বারা কিয়ামতের দিবসে সমস্ত মানুষের পার্থিব জীবনের ভালোমন্দ কর্মের ওজন করা হবে। এই মিজান বা দাঁড়িপাল্লা অথবা বা তারাজুর স্বরূপ এবং আকৃতি বা আকার মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তির অসৎ কর্মের চেয়ে সৎ কর্মের পাল্লা বেশি ভারি হবে, যে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তির সৎ কর্মের চেয়ে অসৎ কর্মের পাল্লা বেশি ভারি হবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামবাসী হবে।

অনুশীলন

নিম্নের বাক্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী সেগুলিকে উপযুক্ত খানায় রাখুন:

- বিনম্রতা
- মুসলিম ব্যক্তির সাথে হাসিমুখে আনন্দের সহিত সাক্ষাৎ করা
- রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু অপসারিত করা
- সততা
- আশা করা
- অন্যের সাহায্য করা
- ভালো কাজে সহযোগিতা করা

সচ্চরিত্রের মধ্যে রয়েছে:

আন্তরিক উপাসনার মধ্যে রয়েছে:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্র:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের ক্ষেত্র কেবলমাত্র একটি তা নয়। বরং সচ্চরিত্রের ক্ষেত্র প্রকৃত ইসলাম ধর্মে অনেক রয়েছে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে কয়েকটি ক্ষেত্র হলো নিম্নরূপে:

১। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার সহিত এবং ভক্তিসহকারে মহান আল্লাহকে মেনে চলা এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মোতাবেক জীবনযাপন করা।

২। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা। যেমন: উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর সম্মান করা, তাঁর বিষয়ে পূর্ণ ভদ্রতার সহিত কথা বলা এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হলে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা।

৩। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান বা নিয়মকানুনের সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার নিকটে আত্মসমর্পণ করা ও তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা।

৪। নিজের আত্মার সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা, যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নিজের আত্মার সাথে বিনম্রতা বজায় রাখা, নিজের আত্মাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা এবং নিজের আত্মাকে অলসতা থেকে রক্ষা ও দূরীভূত করা।

৫। মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা এবং সততা বজায় রাখা আর তাদের আমানত রক্ষা করা।

৬। পশুদের সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাদের যত্ন করা, তাদেরকে প্রহার না করা, তাদের প্রতি নির্যাতন, জুলুম, উৎপীড়ন ও অত্যাচার না করা।

৭। পরিবেশের সাথে সচ্চরিত্র বজায় রাখা। যেমন: - উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অকল্যাণকর আচরণ থেকে পরিবেশের সংরক্ষণ করা, নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও গাছপালা লাগানো এবং পরিবেশের কল্যাণকর বিষয়ে কোনো অপচয় না করা।

অধিক জ্ঞানার্জন করা

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সচ্চরিত্র এবং তার মর্যাদা ও মানবতার প্রতি তার প্রভাব সম্পর্কে আরো অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠ করুন ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম নামক বই। এই বইটি বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্জাতিক ভাষায় ওসুল স্টোরে পাওয়া যায়। "Osoulstore.com"

বইটি ডাউনলোড করার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের বিষয়টি শুধুমাত্র মানুষের সাথে আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জীবজন্তু ও পশুপাখি এবং পরিবেশের সমস্ত বিষয়ের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

১

"The beauties of Islam" (ইসলামের সৌন্দর্য) এই ভিডিওটি দেখার পর আপনি এই বিষয়টি বর্ণনা করুন যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক প্রয়োজন কত সুন্দরভাবে পূরণ করতে পারে।

এই ভিডিওটি দেখার জন্য বারকোড স্ক্যান করুন

২

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর এমন একটি হাদীস উল্লেখ করুন যা সচ্চরিত্রের মর্যাদা বর্ণনা করে।

৩

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের বিষয়টি শুধুমাত্র মানুষের সাথে আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

◯ ঠিক ◯ বেঠিক

নিজের মূল্যায়ন নিজেই করুন

	শিক্ষার লক্ষ্য	মূল্যায়নের স্তর			
		না	দুর্বল	ভালো	চমৎকার
১	আপনি পোশাকের বিষয়ে আসল বিধানের ব্যাখ্যা করতে পারেন কি?				
২	আপনি কি হারাম পোশাকের জ্ঞানার্জন করতে পেরেছেন?				
৩	আপনি কি খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্যের আসল বিধান জানতে পেরেছেন?				
৪	আপনি কি হারাম খাদ্যদ্রব্যের জ্ঞানার্জন করতে পেরেছেন?				
৫	আপনি কি হারাম পানীয় দ্রব্যের জ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন?				
৬	আপনি কি আর্থিক লেনদেনের আসল বিধান জানতে পেরেছেন?				
৭	আপনি কি হারাম আর্থিক লেনদেন জানতে পেরেছেন?				
৮	আপনি কি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সরলতা ও উদারতা অনুভব করতে পারছেন?				

উপসংহার

উপসংহারে, আমরা নতুন মুসলিমদেকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি প্রদান করছি:

১. নতুন মুসলিম ব্যক্তি যেন প্রকৃত ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করার জন্য তৎপর থাকে। এবং নির্ভরযোগ্য উৎসগুলির অনুসন্ধান করে। সুতরাং সে বিশ্বাসযোগ্য আলেম এবং দায়ী অথবা বিশ্বস্ত বই ও সঠিক সূত্রের অডিও কিংবা ভিডিও অর্জন করবে।

২. জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে সেই জ্ঞান মোতাবেক কাজ করা। তাই একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার মঙ্গলময় জ্ঞান মোতাবেক আমল করা জরুরি বিষয়।

৩. পর্যায়ক্রমে ও ধাপে ধাপে জ্ঞানার্জন করা এবং সেই মোতাবেক কাজ করা। যেহেতু কোনো মানুষ একযোগে বা একই সময়ে সকল প্রকারের জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তদ্রূপ একই সাথে সচ্চরিত্রের সমস্ত বিষয় জানা এবং উপাসনার সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। তাই এই সমস্ত বিধিবিধান বা নিয়মকানুন আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে জানতে হবে।

৪. যে সমস্ত বিষয়ের দ্বারা ইমান বা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সে সমস্ত বিষয় থেকে সদাসর্বদা দূরে থাকতে হবে। আর সেই সমস্ত বিষয় কোনো সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত হোক অথবা কোনো পাপের আকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্ত হোক।

৫. প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে সদাসর্বদা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের উপরে অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করা আর সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করার শক্তি প্রার্থনা করা।

৬. প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান বা নিয়মকানুনের প্রতি আমল করার বিষয়টি সামর্থ্যের সাথে জড়িয়ে আছে। তাই মুসলিম ব্যক্তি যে সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা রাখবে, সে সমস্ত কাজ সম্পাদন করবে। সুতরাং সে ওই সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে দূরীভূত করবে, যে সমস্ত কাজ করার সে ক্ষমতা রাখে না।

৭. এমন ন্যায়পরায়ণ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ করার প্রতি তৎপর থাকা, যে সেই ন্যায়পরায়ণ ও সৎসঙ্গের কারণে তার ইমান বৃদ্ধি হবে এবং তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আর সদাসর্বদা অসৎসঙ্গ বা দুষ্টলোক হতে দূরীভূত হতে হবে। এবং সে অসৎসঙ্গ বা দুষ্টলোক কোনো সন্দেহের কারণে হোক অথবা কোনো পাপের আকাঙ্ক্ষার কারণে হোক।

শেষ পরীক্ষা

নাম

৪০ নম্বরের পরীক্ষা

ক. নিম্ন লিখিত বিষয় থেকে সঠিক উত্তর চয়ন করুন:

১৫ নম্বর

১ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য রেখেছেন:

- ফেরেশতাদের
- শয়তানদের
- জীবজন্তুর
- উপরে উল্লিখিত সবগুলির

২ মানুষ সৃষ্টির আসল উপাদান হলো:

- জল বা পানি
- মাটি
- আগুন
- পাথর

৩ প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সাব্যস্ত করে যে, মানব জাতির উৎপত্তি হয়েছে তাদের পিতার বংশ থেকে আর তিনি হলেন:

- ইবরাহীম
- ঈসা
- আদম
- মুহাম্মাদ

৪ মানুষ যখন মারা যায়, তখন সে নিম্নলিখিত পর্যায়ে চলে যায়:

- কর্ম এবং পরীক্ষা
- ফল এবং হিসাব
- শূন্যতা এবং বিনাশ
- উপরে উল্লিখিত সবগুলি

৫ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বার্তাবহ রাসূল হিসেবে আসার পরে মহান আল্লাহ মানুষের কেবলমাত্র একটি ধর্ম স্বীকৃতি দেন , আর সেটি হলো:

- ইহুদি ধর্ম
- খ্রিস্টধর্ম
- প্রকৃত ইসলাম ধর্ম
- হিন্দু ধর্ম

৬ প্রকৃত ইসলাম ধর্মের স্তম্ভের সংখ্যা হলো:

- ৩
- ৪
- ৫
- ৬

৭ মহান আল্লাহ কুরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন একটি পাপ ব্যতীত, আর তা হলো:

- হত্যা করা
- চুরি করা
- মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা
- মিথ্যা বলা

৮ মহান আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন থেকে যে মুসলিম ব্যক্তি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি তার প্রতিটি অক্ষরে লাভ করবে:

- একটি পুণ্য
- দুটি পুণ্য
- সাতটি পুণ্য
- দশটি পুণ্য

৯ পবিত্র কুরআনের নামগুলির মধ্যে রয়েছে

- জিকর
- ফুরকান
- কিতাব
- উপরে উল্লিখিত সবগুলি

১০ মহান আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে: (ولم يكن له كفوا أحد) এর মধ্যে রয়েছে: (كفوًا) এর অর্থ হলো:

- সম্পূর্ণ
- উপাস্য
- সমতুল্য
- এক

১১ মহান আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে: (قل أعوذ برب الفلق) এর মধ্যে রয়েছে: (الفلق) এর অর্থ হলো:

- রাতের অন্ধকার
- চন্দ্রোদয়
- ঊষার আভা প্রকাশ হওয়া
- সূর্য ঢলে যাওয়া

১২ মহান আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে: (قل أعوذ برب الناس) এর মধ্যে রয়েছে: (أعوذ) এর অর্থ হলো:

- আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দৃঢ়ভাবে ধরে রাখছি
- আমি উপাসনা করছি এবং নৈকট্য লাভ করছি
- আমি প্রশংসা করছি এবং স্মরণ করছি
- আমি আনুগত্য করছি এবং আত্মসমর্পণ করছি

১৩ মহান আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে: (من شر الوسواس الخناس) এর মধ্যে রয়েছে: (الوسواس الخناس) এর অর্থ হলো:

- জাদুকর
- হিংসুক
- শয়তান
- অমুসলিম কাফের

১৪ মহান আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে: (إن شانئك هو الأبتر) এর মধ্যে রয়েছে: (شانئك) এর অর্থ হলো:

- ◯ যে আপনাকে ঘৃণা করে
- ◯ আপনার প্রেমিক
- ◯ যে আপনার প্রতি বিশ্বাস করে
- ◯ যে আপনার কাছ থেকে বিমুখ হয়

১৫ শারীরিক ইবাদতের মধ্যে রয়েছে:

- ◯ ভালোবাসা
- ◯ আশা করা
- ◯ নামাজ
- ◯ উপরে উল্লিখিত সবগুলি

খ. নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে তাদের সঠিক গ্রুপ অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করুন:

৮ নম্বর

তাওয়াফ

নামাজ | খাওয়া

কিবলার দিকে মুখ করা

প্রস্রাব নিঃসারিত হওয়া | গোপনাঙ্গ ঢেকে রাখা

পান করা | ঘুম

ওজু অপরিহার্য হওয়ার কারণ:

নামাজের শর্তাবলি:

পবিত্রতা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

রোজা বিষ্টকারী বিষয়সমূহ:

গ. প্রথম থেকে নিয়ে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে নিম্নলিখিত ওজুর ক্রিয়াগুলি সাজিয়ে রাখুন:

৬ নম্বর

মাথা মাসাহ করা | কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া | মুখমণ্ডল ধোয়া | দুই পা ধোয়া | কান মাসাহ করা | কুলি করা এবং নাকে পানি দিয়ে সেই পানি ঝেড়ে ফেলা

১ ______ ২ ______ ৩ ______

৪ ______ ৫ ______ ৬ ______

ঘ. প্রথম থেকে নিয়ে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে নিম্নলিখিত নামাজের ক্রিয়াগুলি সাজিয়ে রাখুন:

৬ নম্বর

সূরা ফাতিহা পাঠ করা | রুকু করা | আল্লাহু আকবার বলে তাকবির তাহরিমা পাঠ করা | সালাম ফিরানো | তাশাহুদ পাঠ করা | সিজদা করা

১ ______ ২ ______ ৩ ______

৪ ______ ৫ ______ ৬ ______

ঙ. নিম্নের সঠিক বাক্যের সামনে টিক চিহ্ন (√) এবং ভুল বাক্যের সামনে এক্স চিহ্ন (x) দিন:

৫ নম্বর

১. পবিত্র রমজান মাসে মুসলিমগণ হজ্জ পালন করেন। ◯

২. মুসলিম পুরুষদের প্রতি স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। ◯

৩. মুসলিমদের জন্য শুকরের মাংস খাওয়া জায়েজ। ◯

৪. আসলে আর্থিক লেনদেন হলো হালাল বা বৈধ। ◯

৫. প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচেয়ে বেশি ভালো, সে ব্যক্তি পরকালে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান স্থানে অবস্থান করবে। ◯

مركز أصول
OsoulCenter
www.osoulcenter.com

Bengali - البنغالية

এই পাঠ্যক্রমটি আপনার জন্য নিম্নের বিষয়গুলি উত্থাপন করবে:

১। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং তার মৌলিক বিষয়।

২। পবিত্র কুরআনের সাধারণভাবে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের কয়েকটি ছোটো ছোটো সূরার তাফসীর বা ভাবার্থ।

৩। ফরজ উপাসনা বা ইবাদতের সংক্ষিপ্ত বিধিবিধানের ব্যাখ্যা।

৪। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক লেনদেন, জাগতিক প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতির বিধিবিধান এবং চারিত্রিক বিষয়ের আদবকায়দার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

এই পাঠ্যক্রমের অধ্যায়গুলিকে একটি শিক্ষাগত পরিকল্পনা অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। অতএব প্রতিটি অধ্যায়কে ছয় দিনে বিভক্ত করা হয়েছে। এর সাথে সাথে প্রতিটি পরিচ্ছেদের সময়কাল নির্ধারিত করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমটি শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে, তাতে কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুশীলন উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই বিষয়টি নতুন মুসলিমকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মনে রাখার ক্ষেত্রে এবং সেগুলিকে উপলব্ধি করার কাজে সহায়ক হবে।

ISO 9001

osoulcenter

www.osoulcontent.org.sa

ওসুল স্টোরের মাধ্যমে এই বইটি এবং আরো অন্যান্য বই ডাউনলোড করার জন্য

OSOUL STORE

osoulstore.com